পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 310 Tuesday, 14 October, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩১০ সংখ্যা ✱ ২৭ আশ্বিন ১৪৩২, মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

ভুটানের জলে এত ক্ষতি হয়েছে, আমরা চাই যে ওরা ক্ষতিপূরণটাও দিক। মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবরঃ উত্তরবঙ্গে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে একের পর এক জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোচবিহার থেকে শুরু করে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ অংশ অতি বৃষ্টি ও ভুটানের থেকে আসা জলে ভেসে গিয়েছে। সেতু, বাড়িঘর ভেঙে পড়া, জরুরি নথি হারিয়ে যাওয়া, চাষের জমি নষ্ট হওয়া, এমন একাধিক ক্ষয়ক্ষতির মুখে এখন উত্তরবঙ্গবাসী। বিপর্যয়ের খবর পাওয়ার পর গত সপ্তাহেই সেখানে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক সপ্তাহের মধ্যে ফের একবার উত্তরবঙ্গে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার মূলত ত্রাণের কাজে তদারকি করার জন্যই তাঁর এই সফর। সোমবার সকাল সকাল এই কাজেই তিনি পৌঁছে যান নাগরাকাটায়। সেই নাগরাকাটা যেখানে গত সপ্তাহে ত্রাণ দিতে গিয়ে আক্রমণের মুখে পড়েন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। এদিন সেই এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি স্থানীয় একটি রিলিফ ক্যাম্পেও যান মুখ্যমন্ত্রী। সেই ক্যাম্পেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ভুটানের জলে এত ক্ষতি হয়েছে, আমরা চাই যে ওরা ক্ষতিপূরণটাও দিক।'' নিজের দাবির সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''দেখুন প্রকৃতি তো আমাদের হাতে নেই। আর ভুটানের জলে এতবড় ঘটনা ঘটেছে। আমরা অনেকদিন ধরে বলছি ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন করা উচিত। বাংলাকে সদস্য হিসাবে রাখা উচিত। যতদূর জানি, আমাদের চাপে ১৬ তারিখে (অক্টোবর) একটা মিটিং ডাকা হয়েছে। আমরা (আমাদের) অফিসারকে পাঠাবো। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই যে ভুটানের জলে এত ক্ষতি হয়েছে, আমরা চাই যে ওরা ক্ষতিপূরণটাও দিক।'' ক্ষতিপূরণের সব কাজ রাজ্য সরকারকেই করতে হয় বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''না দিল্লি এক পয়সা দেয়, না কেউ এক পয়সা দেয়।'' ভুটান থেকে শুধু জল আসেনি, নদীর জলের সঙ্গে ডলোমাইটও ভেসে এসেছে। ভুটান থেকে আসা এই ডলোমাইটকে অবশ্য কাজে লাগানোর পথও বাতলে দিয়ে (উপস্থিত জেলাশাসক ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের উদ্দেশে) মমতা বলেন, ''সিএস (মুখ্যসচিব)-এর সঙ্গে কথা বলে তোমরা যেটা করবে, এই ডলোমাইটটা তোমরা তুলে নাও। তুলে নিয়ে ওটাকে তোমরা কাজে লাগাও। অনেক পড়ে আছে। ওটাকে তুলে নিলে ওই টাকাটা দিয়ে তোমরা ডিজাস্টারে (মোকাবিলায়) কাজে লাগাতে পারবে।''

ধর্না চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৩ অক্টোবরঃ দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডক্যাল কলেজ হাসপাতালের এক ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনায় ক্রমেই বাড়ছে উত্তেজনা। সোমবার সেই ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে দুর্গাপুর পৌঁছান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সিটি সেন্টারের সামনে ন্যায় বিচারের দাবিতে ধর্নায় বসেন তিনি। শুভেন্দুর বক্তব্য চলাকালীন সময়েই মঞ্চে এসে উপস্থিত হন নির্যাতিতার বাবা। মুখে সাদা তোয়ালে ঢেকে তিনি মঞ্চের পিছনে রাখা একটি চেয়ারে বসেন। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে তিনি সেখানে ছিলেন, তারপর উঠে চলে যান। পরে শুভেন্দু বলেন, ''পীড়িত কন্যার পিতার উপস্থিতিতেই আমরা এই ধর্না চালু করেছি। নির্যাতিতার বাবা আমার কাঁধে মাথা রেখে কেঁদে ফেলেন। তিনি (নির্যাতিতার বাবা) বলেন- উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি তাঁকে ফোন করেছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একবারও তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি।'' বিরোধী নেতা অভিযোগ করেন, ''নির্যাতিতার পরিবারের সুরক্ষা মমতার পুলিশ দেয়নি, বিজেপির যুব বন্ধুরাই দিয়েছে। এটা আমি বলছি না- নির্যাতিতার বাবা-মা নিজেরাই বলেছেন। তাঁদের (নির্যাতিতার বাবা-মা) কথায়, 'আপনাদের যুবরা ছিল বলেই আমার মেয়েটা এখনও বেঁচে আছে।''' শুভেন্দুর অভিযোগ, তাঁদের মঞ্চ তৈরিতে বাঁধা দিয়েছে মমতার পুলিশ, শেষে বলে দিয়েছে সকাল ১০টা

থেকে ১১টা পর্যন্ত ধর্না করা যাবে। শুভেন্দু চ্যালেঞ্জ করে বলেন, ''আমরা এখনও আছি, দেখি আমাদের কীভাবে সরায়।'' তিনি আরও বলেন, ''রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হবে না। একজনও বিজেপি কর্মী ধর্না মঞ্চ ছেড়ে যাবেন না। যদি যেতে হয়, প্রিজন ভ্যানেই যাবেন।'' শুভেন্দু জানান, ''আজ তো হাসপাতালকে দুর্গে পরিণত করা হয়েছে। আমি আসব শুনে এক চিকিৎসক নিজেই বললেন, আমরা প্রচণ্ড চাপে আছি।''

অবশেষে বিদায় নিচ্ছে বর্ষা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবরঃ বাংলা থেকে বিদায় নিল বর্ষা। আবহাওয়া দফতর বলছে, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে একসঙ্গে বিদায় নিয়েছে বর্ষা। শুধু বাংলা নয় একইসঙ্গে ঝাড়খণ্ড ও সিকিম থেকেও বিদায় নিয়েছে বর্ষা। এই মুহূর্তে বর্ষা বিদায় রেখা গুয়াহাটির উপর দিয়ে রয়েছে। যা থেকে পরিষ্কার উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির অনেকটা অংশ থেকেই বর্ষা বিদায় নিয়েছে। আপাতত আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বাংলায়। আগামী ৫ থেকে সাতদিন উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। হাওয়া অফিস বলছে, বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা না থাকলেও কোনও কোনও জেলায় দিনভর আংশিক মেঘলা আকাশের দেখা মিলতে পারে। একইসঙ্গে পশ্চিমদিকের জেলাগুলিতে আগামী কয়েকদিনে বেশ কিছুটা পারাপতন দেখা যেতে পারে। তাপমাত্রা আরও দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। একইসঙ্গে হাওয়া অফিসের তথ্য বলছে, দক্ষিণবঙ্গে ৮ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হলেও উত্তরবঙ্গে কিন্তু বৃষ্টির ঘাটতি রয়েই গেল। উত্তরবঙ্গের সব জেলা মিলিয়ে বৃষ্টির ঘাটতি ১৬ শতাংশ। তবে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দুই বঙ্গের যোগ ফল ধরলে বৃষ্টির পরিমাণ স্বাভাবিকই। তবে শুধু কলকাতাতেই ২৩ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে। এদিকে ইতিমধ্যেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর বিদায় পর্বও শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী কয়েকদিন ধরে গোটা বাংলাতেই পুরোদমে চলবে হাওয়া বদলের প্রক্রিয়া। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর দাপট কমতেই সেই জায়গা দখল করবে উত্তর-পশ্চিমের শীতল বায়ু। কমবে আর্দ্রতা। আরও শুষ্ক হবে হাওয়া। তবে এখনও শহর কলকাতা থেকে আশপাশের এলাকায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় খুব একটা তাপমাত্রা নামার সুযোগ পাচ্ছে না। তবে সেই রাস্তা এবার ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

'রাতে কলেজ থেকে বেরনো উচিত না'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবরঃ দুর্গাপুর-কাণ্ডে মুখ রবিবার মুখ খুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গভীর রাতে জঙ্গলের মতো জায়গায় মেয়েদের বেরনো উচিত নয় বলেই পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। এবার প্রায় একই মন্তব্য করলেন দমদমের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তাঁরও পরামর্শ, মেয়েদের রাতে কলেজের বাইরে যাওয়া উচিত নয়। সংবাদ-সংস্থা এএনআই-কে একটি সাক্ষাকার দেন সৌগত। সেখানে দুর্গাপুর নিয়ে মুখ খুলতে দেখা যায় সাংসদকে। তিনি বলেন, ''অত রাতে কলেজ থেকে বেরনো উচিত নয়। সব জায়গায় তো পুলিশ পাহারা দিতে পারে না। তাই সাবধান হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।'' তিনি এও বলেন, ''প্রতিটি ইঞ্চিতে তো সুরক্ষা দেওয়া যায় না। প্রতিটি রাস্তায় তো

আর পুলিশ থাকতে পারে না। একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারে। বড় কোনও মোড় আছে সেখানে সুরক্ষা দিতে পারে। কিন্তু সব জায়গায় পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়।'' যে বেসরকারি হাসপাতালে ডাক্তারি পড়াশোনা করতেন নির্যাতিতা, সেখান থেকে প্রাপ্ত সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী জানতে পারা গিয়েছে, নির্যাতিতা ও তাঁর সহপাঠী রাত ৭টা বেজে ৫৮ মিনিটে দু'জন বের হন। তারপর ৮টা বেজে ৪২ মিনিটে দেখা যায় নির্যাতিতার বন্ধু একা-একা ভিতরে ঢোকেন। এরপর পাঁচ থেকে থেকে ছ'মিনিট ক্যাম্পাসের বাইরের গেটের সামনে ঘোরাঘুরি করার পর আবারও ঘটনাস্থলের দিকে চলে যান। এরপর ৯টা ২৯ মিনিটে দু'জনে (নির্যাতিতা ও তাঁর সহপাঠী) ফিরে আসেন। আর ৯টা বেজে ৩২ মিনিটে মেয়েটি একা হস্টেলে ঢোকেন। তবে সৌগতর এই মন্তব্যের পাল্টা বক্তব্য রেখেছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। তিনি বলেন, ''মেয়েদেরকে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া এটা একটা মানসিকতা। আর সেই মানসিকতার প্রতিফলন মুখ্যমন্ত্রী থেকে সাংসদের বক্তব্যে ফুটে উঠছে। আর সৌগতবাবু কি এটা বলতে পারবেন মেয়েরা রাতেই আক্রান্ত হচ্ছেন, দিনের বেলায় আক্রান্ত হচ্ছেন না? ফলে প্রশ্নটা রাত বা দিনের নয়। আমার মনে হয় সব মহিলাদের রাস্তায় বেরিয়ে প্রতিবাদ জানানো দরকার।'' সাংসদ এদিন বলেন, ''বাংলায় এসব (ধর্ষণ) হয় না, খুবই কম হয়। এখানে মহিলারা সুরক্ষিত। আরজিকরের একবছর হয়ে গেল, আর এই ঘটনা হল। দু'টোই দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু মহিলাদেরও এত রাতে কলেজ থেকে বেরনো উচিত না। সব জায়গায় তো পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই একটু সাবধান হওয়া উচিত।''

নোবেল না পেলেও অন্তত একটি যুদ্ধ থামিয়ে দেখালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। অন্তত সোমবার তেল আবিবের ছবিগুলি অত্যন্ত ইতিবাচক। যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে এ দিন ২০ জন জীবিত ইজরায়েলি পণবন্দিকে রেড ক্রসের হাতে তুলে দিয়েছে। তাঁদের মুক্তির সময়ে তেল আবিবের হোস্টেজেস স্কোয়ারে উল্লাসে মাততে দেখা গিয়েছে ইজরায়েলিদের।

মোদির প্রশংসায় ট্রাম্পের শান্তি প্রচেষ্টা, উল্লেখ করলেন নেতানিয়াহুর 'দৃঢ় সংকল্পের' কথাও

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি ও জেরুজালেম, ১৩ অক্টোবরঃ দু' বছরেরও বেশি সময় বন্দিদশার পর অবশেষে মুক্তি পেলেন গাজার হেফাজতে থাকা শেষ ২০ জন ইজরায়েলি নাগরিক। সোমবার তাঁদের মুক্তির খবরে স্বস্তি প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রশংসা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অটল শান্তি প্রয়াস এবং ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দৃঢ় সংকল্পের। এক্স-এ মোদি লিখেছেন, 'দুই বছরেরও বেশি সময় বন্দি থাকার পর সমস্ত ইজরায়েলি নাগরিকের মুক্তিকে আমরা স্বাগত জানাই। তাঁদের স্বাধীনতা হল তাঁদের পরিবারের সাহসের প্রতীক, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অটল শান্তি প্রচেষ্টা এবং প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর দৃঢ় সংকল্পের ফল। আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আন্তরিক শান্তি উদ্যোগকে সমর্থন জানাই।' এর আগে, ১৩ অক্টোবর প্যালেস্তাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাস গাজার থেকে শেষ ২০ জন ইজরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দেয়। এর ফলে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর শুরু হওয়া সংঘাতের অবসানের ইঙ্গিত মিলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই দিন হামাসের আকস্মিক হামলায় দক্ষিণ ইজরায়েলে নিহত হয়েছিলেন অন্তত ১,২১৯ জন মানুষ, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন সাধারণ নাগরিক। একই সঙ্গে ২৫১ জনকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গাজায়। দীর্ঘ আলোচনার পর এই বন্দিমুক্তির ঘটনা আরব দুনিয়ায় শান্তির সম্ভাবনার নতুন বার্তা দিচ্ছে বলে কূটনৈতিক মহলে মত। ইজরায়েলের পার্লামেন্টে বক্তৃতা দিতে গিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতি নিয়ে মন্তব্য করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, ''এই যুদ্ধবিরতি এসেছে একদম সঠিক সময়ে। কারণ ইজরায়েলের সামরিক অভিযান তখন ক্রমেই 'খারাপ এবং উত্তপ্ত' হয়ে উঠছিল।'' প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর উদ্দেশে ট্রাম্প বলেন, ''আমি নেতানিয়াহুকে বলেছিলাম, লড়াই চালিয়ে যাও, মেরে যাও, মেরে যাও মার্কা আচরণের থেকে যুদ্ধ বিরতির মতো সিদ্ধান্তের জন্যই বেশি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'' বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্পের এই মন্তব্য যুদ্ধবিরতিকে শুধু কূটনৈতিক সাফল্য নয়, বরং মানবিকতার প্রতীক হিসেবেও তুলে ধরছে। ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষের উত্তাপে যখন আরব দুনিয়ার পরিস্থিতি টালমাটাল, তখন ট্রাম্পের এই বক্তব্য আন্তর্জাতিক মহলে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

রাজ্যসভার আসন নিয়ে তীব্র রোষ, কাশ্মীরে জোট ভাঙার চিন্তা-ভাবনা কংগ্রেসের

সংবাদ সংস্থা, শ্রীনগর, ১৩ অক্টোবরঃ জম্মু ও কাশ্মীরে রাজ্যসভা আসন নিয়ে তীব্র মতবিরোধের জেরে ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোটে ফাটল ধরেছে। সূত্রের খবর, কংগ্রেস এখন গুরুত্ব সহকারে ভাবছে ন্যাশনাল কনফারেন্সের সঙ্গে জোট থেকে সরে যাওয়ার বিষয়টি। যদিও আপাতত ওমর আবদুল্লার সরকারে তেমন কোনও তাৎক্ষণিক সংকট তৈরি হয়নি। বর্তমানে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যা ৮৮। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য দরকার ৪৫ জন বিধায়কের সমর্থন। এনসি-র হাতে ৪১ জন বিধায়ক রয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন পাঁচ জন নির্দল বা সহযোগী সদস্য এবং এক জন সিপিএম বিধায়ক। ফলে কংগ্রেস (৬ আসন) জোট থেকে বেরিয়ে গেলেও সরকারের সংখ্যা-সংকট হবে না। তবে রাজনৈতিকভাবে বড় অস্বস্তিতে রয়েছে জোট। রাজ্যসভা আসন ভাগাভাগি নিয়েই অশান্তির সূচনা। অভিযোগ, এক 'নিরাপদ আসন' কংগ্রেসকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পিছিয়ে গিয়েছে এনসি। ফলে কংগ্রেস রাজ্যসভা নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। জম্মু-কাশ্মীর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তারিক হামিদ কারা এক সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, ''ফারুক আবদুল্লা সোনিয়া গান্ধীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কংগ্রেসকে এক নিরাপদ আসন দেবেন। কিন্তু পরে এনসি একতরফা ভাবে তাদের প্রার্থী ঘোষণা করে। এতে আস্থা ভঙ্গ হয়েছে।'' তিনি আরও জানান, ''জোট সরকারের কাজের ধরণ নিয়েও আমাদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ আছে। কোনও সমন্বয় কমিটি নেই, সিদ্ধান্ত

একতরফা ভাবে নেওয়া হচ্ছে। সব নেতাই চাইছেন, আমরা এই জোট থেকে বেরিয়ে আসি।'' প্রসঙ্গত, রাজ্যসভায় জম্মু-কাশ্মীরের চারটি আসনের মধ্যে এনসি-র শক্তি অনুযায়ী তিনটি আসন প্রায় নিশ্চিত। বাকি একটি আসন নিয়ে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে লড়াই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কংগ্রেস সরে দাঁড়াতেই এনসি চারটি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে। ফারুক আবদুল্লার সঙ্গে সোনিয়া গান্ধি এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের বৈঠকের পরও কোনও সমঝোতা হয়নি। কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, এনসি তাদের 'চতুর্থ আসন' দিয়েছে, যা একেবারেই নিরাপদ ছিল না। তাই দল ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রার্থী না তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। এনসি অবশ্য বলছে, ''আমরা কংগ্রেসকে এক আসন দিয়েছিলাম, মনে করেছিলাম তারা জিততে পারবে। কিন্তু তারা লড়াইয়ে নামল না। তাই আমরা নিজেদের প্রার্থী দিচ্ছি।'' ওমর আবদুল্লার বক্তব্য, ''এটাই হবে প্রকৃত পরীক্ষা, কে বিজেপির পাশে দাঁড়ায়, আর কে নয়।'' তিনি আরও কটাক্ষ করে বলেন, ''বিজেপি একটিও আসন জিততে পারবে না ঘোড়াবেচা ছাড়া। তাদের কাছে ২৮টি ভোট আছে, জয়ের জন্য চাই ৪০। বাইরের সমর্থন তাদের নেই। তাই টাকার ও প্রভাবের জোরেই ভোট কিনতে হবে।''

শুধু পুঁজি নয়, সৃজনশীল ধ্বংসও অর্থনীতির চাকা ঘোরায়, যে ব্যাখ্যায় নোবেল ৩ অর্থনীতিবিদকে

সংবাদ সংস্থা, স্টকহম, ১৩ অক্টোবরঃ ২০২৫ সালের অর্থনীতির নোবেল পুরস্কার জয় করলেন তিন জন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ - জোয়ের মোকিয়র, ফিলিপ আগিয়ন এবং পিটার হাওইট। কেন তাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হল? কারণ, তাঁরা যুক্তি, তর্ক ও গবেষণা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, শুধু পুঁজি বা শ্রম নয় - নতুন চিন্তা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনই আসল চালিকাশক্তি, যা একটি দেশ বা সমাজকে দীর্ঘমেয়াদে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। ইতিহাসে দীর্ঘ সময় ধরে মানুষের জীবন প্রায় একই রকম ছিল। আয় বা জীবনযাত্রার মানে তেমন উন্নতি হতো না। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর থেকে ছবিটা বদলে গেল। নতুন নতুন আবিষ্কার ও প্রযুক্তি একের পর এক আসতে শুরু করল - ফলে উৎপাদন বাড়ল, আয় বাড়ল, জীবনমান উন্নত হল। এই ধারাবাহিক উন্নতির পিছনের কারণই বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন তিন অর্থনীতিবিদ। জোয়েল মোকিয়র দেখিয়েছেন, শুধু কিছু কাজ করে ফেলা যথেষ্ট নয় - কেন সেটি কাজ করে, সেটাও বোঝা জরুরি। আগে অনেক আবিষ্কার হতো, কিন্তু তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না থাকায় সেই প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে নতুন কিছু তৈরি করা যেত না। শিল্পবিপ্লব এই স্থানেই বদল আনে -

বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার সঙ্গে উদ্ভাবনের যোগ ঘটায়। এরই পাশাপাশি সমাজে উদার মনোভাবও জরুরি। কারণ মুক্ত চিন্তার পরিসর না থাকলে উন্নতি থেমে যায়। ফিলিপ আগিয়ন ও পিটার হাওইটের এই দুই অর্থনীতিবিদ ১৯৯২ সালে এক গুরুত্বপূর্ণ মডেল তৈরি করেন- যার নাম Creative Destruction বা সৃজনশীল ধ্বংস। এর মানে হল-যখন নতুন ও ভাল কোনও পণ্য বা প্রযুক্তি বাজারে আসে, পুরনো জিনিসগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। নতুনটি সৃজনশীল, কারণ সেটি উন্নততর। কিন্তু একই সঙ্গে ধ্বংসাত্মক, কারণ পুরনো প্রযুক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকতে পারে না। এই সংঘাতকে যদি সঠিকভাবে সামলানো যায়, তাহলে সমাজ এগোয়। আর যদি না যায়, তাহলে নতুন উদ্ভাবন আটকে যায়, অর্থনীতি থমকে যায়। নোবেল কমিটির মতে, এই গবেষণা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, অর্থনৈতিক উন্নতি এমনি এমনি হয়ে যায় না। সমাজে নতুন চিন্তা ও প্রযুক্তিকে জায়গা দিতে হয়, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দিতে হয়, যাতে নতুন উদ্ভাবন পুরনোকে প্রতিস্থাপন করতে পারে। এই ধাক্কা ও পরিবর্তনের মাধ্যমেই অর্থনীতি ক্রমশ মজবুত হয়। নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান জন হাসলারের কথায়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ধরে রাখতে গেলে আমাদের সৃজনশীল ধ্বংসের প্রক্রিয়াকে চালু রাখতে হবে। নইলে আমরা আবার স্থবিরতায় ফিরে যাব। এই পুরস্কারের আর্থিক অঙ্ক হল, ১.১ কোটি সুইডিশ ক্রোনা। এর অর্ধেক অর্থ জোয়েল মোকিয়রকে এবং বাকি অর্ধেক আগিয়ন ও হাওইটকে যৌথভাবে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও কানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এই আবিষ্কার ও তত্ত্বের জন্যই তাঁদের দেওয়া হয়েছে Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2025- যা জনপ্রিয়ভাবে অর্থনীতির নোবেল পুরস্কার নামে পরিচিত।

১১ দফা সুপারিশ, মুখ্যমন্ত্রী-রাজ্যপালকে চিঠি জাতীয় মহিলা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবরঃ দুর্গাপুর গণধর্ষণ কাণ্ডে নির্যাতিতার বয়ানে যে পাঁচ জনের উল্লেখ ছিল, তাঁদের সকলকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু তাদের কড়া শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকতে রাজি নয় ছাত্রীর পরিবার। এদিকে রাজ্য সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে চলেছে জাতীয় মহিলা কমিশনও। ইতিমধ্যে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ১১ দফা সুপারিশ করেছে তারা। গণধর্ষণের খবর পেয়ে দুর্গাপুর পৌঁছেছিল জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা। সেই প্রেক্ষিতে দুর্গাপুরের পরিস্থিতি নিয়ে কমিশনকে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন কমিশনের সদস্য তথা বিজেপি নেত্রী অর্চনা মজুমদার। ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে এ বার পদক্ষেপ করেছে কমিশন। ১১ দফা সুপারিশের পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি পাঠিয়েছে তারা। নির্যাতিতার বিনামূল্যে এবং সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। এই মামলাটি ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতে শুনানি করতে হবে। নির্যাতিতার বিশেষ পরীক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে। কারণ ট্রমার কারণে তিনি সকলের সঙ্গে পরীক্ষা দেওয়ার অবস্থায় নাও থাকতে পারেন। পাশাপাশি জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন যাতে দুর্গাপুরের ওই মেডিক্যাল কলেজে দ্রুত পরিদর্শনে যায়, সেই সুপারিশও করেছে তারা। একই সঙ্গে, হাসপাতালে একটি পুলিশ ফাঁড়ি বা পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র বসানোর সুপারিশ করেছে কমিশন। পড়ুয়ারা কে কখন ঢুকছেন, কে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তা প্রত্যেক প্রবেশ এবং বাহির পথে নথিবদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। হাসপাতাল চত্বরে কোথায় কোথায় সিসি ক্যামেরা রয়েছে, তার মধ্যে কতগুলি কাজ করে, তারও একটি বিস্তারিত রিপোর্ট এক মাসের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে। ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত খাবারের দোকান এবং অন্য সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করার পরামর্শও দিয়েছে তারা।

হোটেল দুর্নীতি মামলায় লালুদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন, নির্দোষ দাবি আরজেডি প্রধানের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর ঃ বিহারে ভোটের আগে অস্বস্তি বাড়ল রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর। দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত সোমবার আইআরসিটিসি হোটেল দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব, বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছে। এই মামলাটি রাঁচি এবং পুরীর দু'টি আইআরসিটিসি হোটেলের টেন্ডারে দুর্নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত।সোমবার সকালেই আইআরসিটিসি হোটেল দুর্নীতি মামলায় আদালতে হাজিরা দেন লালু, তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্যরা। আদালত বিভিন্ন ধারায় লালুদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছে। তবে সব অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে। লালু প্রসাদ যাদব দাবি করেন, তিনি দোষী নন। বলেন, তিনি বিচারের মুখোমুখি হবেন। রাবড়ি দেবী এবং তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে প্রতারণা এবং ষড়যন্ত্রের দায়ে চার্জ গঠন করা হয়েছে। তাঁরাও বলেন, বিচারের মুখোমুখি হবেন।

কাফ সিরাপ খেয়ে মৃত্যুর তদন্তে ইডি, চেন্নাইয়ে ৭ জায়গায় তল্লাশি

চেন্নাই, ১৩ অক্টোবর ঃ বিতর্কিত কাশির সিরাপ ' প্রস্তুতকারক সংস্থা স্রেসান ফার্মাসিউটিক্যালস-এর যোগসূত্র ধরে এ বার তামিলনাড়ুর একাধিক জায়গায় অভিযান শুরু করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার সকাল থেকে চেন্নাইয়ের অন্তত সাতটি জায়গায় হানা দিয়েছে ইডি। চলছে তল্লাশি অভিযান। উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিতর্কিত এই কাশির সিরাপ খেয়ে মধ্যপ্রদেশে ২০টি শিশুর মৃত্যুকে ঘিরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থানেও একই ওষুধ খেয়ে বেশ কয়েক জন শিশুর অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা শোনা যায়। স্রেসান ফার্মা নামে যে সংস্থা ওই কাশির সিরাপ তৈরি করেছিল, দিন চারেক আগেই তার মালিক জি রঙ্গনাথনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এবার কাশির সিরাপ কাণ্ডে নয়ছয়ের অভিযোগে তদন্তে নামল ইডি।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ফি বৃদ্ধি, এআইডিএসও-র বিক্ষোভ

আগরতলা, ১৩ অক্টোবর ঃ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে গত ১০ অক্টোবর শিক্ষাসংক্রান্ত ফি হঠাৎ করে বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোমবার তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে এআইডিএসও। সংগঠনের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে সোমবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত হয় বিক্ষোভ কর্মসূচি। বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা অভিযোগ তোলেন, সরকার একদিকে যেখানে সবার জন্য শিক্ষার কথা বলছে, সেখানে সাধারণ পরিবারের শিক্ষার্থীদের উপর এই অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ অমানবিক। ফর্ম ফিলাপ, মার্কশিট, রেজাল্ট সংশোধন, সার্টিফিকেট সংগ্রহসহ একাধিক ক্ষেত্রে ফি দ্বিগুণ বা তারও বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে দাবি করেন বিক্ষোভ ারীরা। এআইডিএসও নেতৃত্ব জানায, অবিলম্বে এই অযৌক্তিক ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে। নচে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে। বিক্ষোভ শেষে সংগঠনের প্রতিনিধিদল মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্তৃপক্ষের কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দেয় এবং শিক্ষার্থীদের স্বার্থে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানায়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

৮টি যুদ্ধ থামিয়েছি, কৃতিত্ব নিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৩ অক্টোবর (হি.স.)ঃ আন্তর্জাতিক কূটনীতির মঞ্চে ফের নিজের সাফল্যের কাহিনি শুনিয়ে শিরোনামে উঠে এলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এয়ার ফোর্স ওয়ানের এক প্রেস গ্যাগলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করলেন, আমি এখন পর্যন্ত আটটি যুদ্ধ থামিয়েছি। তাঁর কথায়, যুদ্ধ শেষ হয়েছে, আমার মনে হয় যুদ্ধবিরতি বহাল থাকবে। গাজার চলমান সংঘর্ষে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির পর শান্তির আবহ তৈরি হয়েছে- সেই প্রেক্ষিতেই নিজের ভূমিকা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য করলেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, মধ্যপ্রাচ্যের উত্তপ্ত পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে, এবং এই সাফল্যের কৃতিত্ব তিনি নিজের কূটনৈতিক পদক্ষেপকেই দিচ্ছেন।ট্রাম্পের দাবি, এটি হবে অষ্টম যুদ্ধ, যা আমি সমাধান করেছি। একথা বলেই তিনি জানান, তাঁর প্রশাসনের কৌশল ছিল যুদ্ধ নয়, বরং ' ও আলোচনার মাধ্যমে সমাধান'। তিনি বলেন, আমরা সবাইকে খুশি করব। সবাই খুশি, সে ইহুদি হোক, মুসলিম হোক কিংবা আরব দেশ হোক। আমরা ইজরায়েলের পরে মিশরে যাচ্ছি, এবং আমরা খুব শক্তিশালী ও ধনী দেশ হিসেবে অন্যান্য দেশের নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তাঁরা সবাই এই শান্তিচুক্তিতে জড়িত।এই মন্তব্যে স্পষ্ট, ট্রাম্প আবারও আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘদিনের সংঘাত- ইজরায়েল ও গাজা উপত্যকার মধ্যে ল।ই- গত কয়েক মাসে যে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিল, তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ ছ।য়েছিল। বেসামরিক মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল হু হু করে। জাতিসংঘ এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলি বারবার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছিল। অবশেষে একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর গাজার আকাশে কিছুটা শান্তি নেমে আসে। সেই প্রেক্ষিতেই ট্রাম্পের মন্তব্য- যা স্পষ্টতই রাজনৈতিক বার্তা বহন করছে, বিশেষত আগামী মার্কিন নির্বাচনের প্রাক্কালে।ট্রাম্পের এই বক্তব্য কেবল মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক নয়। তিনি আরও বিস্তৃতভাবে দাবি করেছেন, কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে তিনি একাধিক আন্তর্জাতিক সংঘাত এড়াতে পেরেছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি টেনেছেন ভারত ও পাকিস্তানের নাম। তাঁর বক্তব্য, আমি কেবল শুল্কের ভিত্তিতে কয়েকটি যুদ্ধের নিষ্পত্তি করেছি। উদাহরণস্বরূপ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আমি বলেছিলাম, যদি তোমরা যুদ্ধ করতে চাও, আর তোমাদের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র থাকে, তাহলে আমি তোমাদের উভয়ের ওপরই বড় শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছি- ১০০ শতাংশ, ১৫০ শতাংশ, এমনকি ২০০ শতাংশ পর্যন্ত। আমি বলেছিলাম যে আমি শুল্ক আরোপ করছি। আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করেছিলাম।এই মন্তব্যে একদিকে ট্রাম্পের নিজস্ব কূটনৈতিক ধাঁচ ফুটে উঠেছে- হুমকি, অর্থনৈতিক চাপ ও দ্রুত সিদ্ধান্তের মিশ্রণ। অন্যদিকে, সমালোচকরা বলছেন, এই ধরনের বক্তব্য কেবল আত্মপ্রচারমূলক। ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা বরাবরই জটিল, কিন্তু বাস্তবে ট্রাম্পের সময় যে কোনও ব। যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে, তার প্রমাণ তেমন নেই। তবুও ট্রাম্পের বক্তব্যে যে আত্মবিশ্বাস, তা তাঁর রাজনৈতিক প্রচারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।২০১৬ সালের নির্বাচনের সময় থেকেই ট্রাম্প বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন- তিনি আমেরিকাকে ' যুদ্ধ' থেকে সরিয়ে আনবেন। তাঁর প্রশাসনের সময়ে সিরিয়া ও আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করা হয়েছিল, যা অনেকেই তাঁর ' কৌশল'-এর অংশ হিসেবে দেখেন। যদিও সেই সময়ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা বলেছিলেন, ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই আমেরিকার কৌশলগত প্রভাব কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ট্রাম্পের কাছে সেটিই ছিল তাঁর ' তিনি বারবার বলেছেন, আমার সময় কোনো নতুন যুদ্ধ শুরু হয়নি। এবার তাঁর দাবি, কেবল যুদ্ধ থামানোই নয়, যুদ্ধবিরতির স্থায়িত্বও তাঁর প্রশাসনের প্রচেষ্টার ফল।গাজার ক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্য আরও তাৎপর্যপূর্ণ। কয়েক সপ্তাহ আগেও ইজরায়েলি বাহিনীর বিমানহানায় গাজার একাধিক এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ চলেছিল। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় হামাসের রকেট হামলাও চলেছিল ইজরায়েলের শহরগুলিতে। এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে ট্রাম্পের এই বক্তব্য একদিকে যেমন আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে, অন্যদিকে তাঁর বিরোধীরা বলছেন, এই মন্তব্য আসলে নির্বাচনী প্রচারের অংশ। কারণ, আগামী মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্পের অন্যতম মূল স্লোগান হচ্ছে- ' আগে, কিন্তু বিশ্বে শান্তি চাই।'তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, আমরা শক্তিশালী, ব। ও ধনী দেশ। অন্য দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও সুদৃ। করতে চাই। এই চুক্তিতে সবাই জড়িত। এই বক্তব্যে ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রবিন্দু যেন আবারও উঠে এল- অর্থনীতি ও বাণিজ্য। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও শুল্ক আরোপই হচ্ছে আধুনিক যুগের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র। তিনি বিশ্বাস করেন, যুদ্ধের চেয়ে বাণিজ্য যুদ্ধই বেশি কার্যকরভাবে শান্তি স্থাপন করতে পারে।তবে ট্রাম্পের এই আত্মবিশ্বাসী মন্তব্যে যে বিতর্কের সুরও রয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। বিশ্লেষকরা বলছেন, গাজার যুদ্ধবিরতির পেছনে আন্তর্জাতিক চাপ, জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ, আরব লিগের মধ্যস্থতা- এসবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেখানে ট্রাম্পের ভূমিকা কতটা বাস্তবিক, তা স্পষ্ট নয়। আবার ভারত-পাকিস্তান প্রসঙ্গে তাঁর দাবি ইতিহাসসম্মত নয় বলেও মনে করেন অনেক কূটনীতিক।তবুও, ট্রাম্পের এই বক্তব্য বিশ্ব রাজনীতিতে এক নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। কারণ, তিনি শুধুমাত্র যুদ্ধবিরতির মধ্য দিয়ে নয়, বরং শুল্ক কূটনীতি-র মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি করছেন- যা মার্কিন নীতিতে এক অভিনব দৃষ্টান্ত। তাঁর মতে, যদি আমি শুল্ক আরোপ না করতাম, তাহলে সেই যুদ্ধের নিষ্পত্তি কখনোই করা যেত না। এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে, ট্রাম্প এখনো অর্থনৈতিক শক্তিকেই আন্তর্জাতিক প্রভাবের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখেন।এয়ার ফোর্স ওয়ানে দেওয়া তাঁর এই সাক্ষাকার কেবল সংবাদ নয়, বরং এক রাজনৈতিক বার্তা। গাজার যুদ্ধবিরতি, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক, কিংবা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংঘাত- সবকিছুর মধ্যেই ট্রাম্প নিজেকে তুলে ধরছেন ' শান্তির স্থপতি' হিসেবে। যদিও তাঁর সমালোচকরা বলছেন, বাস্তব পরিস্থিতি অনেক জটিল। কিন্তু ট্রাম্পের ভঙ্গিতে যে আত্মবিশ্বাস, তা নিঃসন্দেহে তাঁকে আগামী নির্বাচনের প্রচারে আরও এগিয়ে দেবে।শেষমেশ প্রশ্ন উঠছে- সত্যিই কি ট্রাম্প আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন, নাকি এটি কেবল রাজনৈতিক কৌশল? আন্তর্জাতিক মহল এখন সেই উত্তর খুঁজছে। কিন্তু আপাতত ট্রাম্পের দাবি ঘিরে যে আলোচনা শুরু হয়েছে, তাতে একথা পরিষ্কার- তাঁর ভাষণ, তাঁর কূটনীতি এবং তাঁর রাজনৈতিক প্রচার- সবকিছুই এক নতুন আন্তর্জাতিক আলো।নের জন্ম দিয়েছে।গাজার শান্তি প্রসঙ্গে তাঁর শেষ মন্তব্যটি যেন সার সংক্ষেপ- যুদ্ধ শেষ, আমার মনে হয় যুদ্ধবিরতি বহাল থাকবে। হয়তো এই বক্তব্য বাস্তবের শান্তি নয়, কিন্তু রাজনৈতিক প্রচারের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এটি এক শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে।

কারুরে পদপিষ্টের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর (হি.স.)ঃতামিলনাড়ুর কারুর জেলায় টিভিকে প্রধান তথা দক্ষিণী জনপ্রিয় অভিনেতা বিজয়ের সমাবেশে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ পদপিষ্টের ঘটনার তদন্তের ভার এবার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছে যে, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই পুরো ঘটনাটির দায়িত্ব নেবে। পাশাপাশি তিন সদস্যের একটি বিশেষ তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে, যার নেতৃত্ব দেবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অজয় রাস্তোগি। আদালতের এই পদক্ষেপে নতুন করে আশার আলো দেখছেন নিহতদের পরিবার ও আহতদের স্বজনরা।ঘটনাটি ঘটেছিল গত ২৭ সেপ্টেম্বর। সেদিন কারুরে আয়োজিত ছিল এক বিশাল জনসভা। অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন টিভিকে প্রধান এবং দক্ষিণী অভিনেতা বিজয, যিনি রাজনৈতিক মঞ্চে ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করছেন। তাঁর উপস্থিতিতে এলাকায অভূতপূর্ব ভিড় জমে। সেই বিশাল জনসমাবেশে ভি। নিয়ন্ত্রণের অভাব, নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা না থাকা এবং প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার কারণে হঠাই ঘটে যায় মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনা। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক, হুড়োহুড়ি ও চিৎকারে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে পুরো প্রাঙ্গণে। শেষ পর্যন্ত ৪১ জনের মৃত্যু হয় এবং আরও ৭০ জনেরও বেশি গুরুতর আহত হন।সেই ভয়াবহ ঘটনার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। প্রশ্ন উঠতে থাকে- কেন এমন বিশাল জনসমাবেশে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? কেন প্রশাসন আগেভাগে ভিড় নিযন্ত্রণের কোনও কার্যকর পরিকল্পনা করেনি? অভিযোগ ওঠে, রাজনৈতিক জনপ্রিয়তার শোডাউন করতে গিয়েই জীবনের নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে।এই সমস্ত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই সুপ্রিম কোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। মৃতদের পরিবার, মানবাধিকার সংগঠন এবং নাগরিক সমাজের সদস্যরা আদালতের কাছে আবেদন জানান, ঘটনাটির তদন্ত যেন রাজ্য পুলিশের হাতে না রেখে কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে দেওয়া হয়। তাঁদের যুক্তি ছিল, যেহেতু এই ঘটনায় রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রশাসনিক ত্রুটি দুই-ই জড়িত, তাই রাজ্য পুলিশ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে পারবে না।সোমবার সেই আবেদনের শুনানিতে বিচারপতি জে. কে. মাহেশ্বরী ও বিচারপতি এন. ভি. আনজারিযার দ্বৈত বেঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশ দেন- এটি অত্যন্ত দু ঃখজনক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা। এত মানুষের মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং এক গভীর প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রতিফলন। তাই এই ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। বেঞ্চ জানায়, আমরা চাই, সত্য যেন সামনে আসে। সেইজন্যই আমরা সিবিআইকে তদন্তের দাযিত্ব দিচ্ছি।আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, তিন সদস্যের বিশেষ কমিটি এই তদন্ত প্রক্রিয়া তদারকি করবে। কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অজয় রাস্তোগি। তাঁর সঙ্গে থাকবেন এক অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিক এবং এক প্রশাসনিক আধিকারিক। তাঁদের দায়িত্ব হবে সিবিআইয়ের তদন্ত প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করা, প্রয়োজনে প্রমাণ সংগ্রহে সহায়তা করা, এবং মাসে একবার আদালতে অগ্রগতি রিপোর্ট জমা দেওয়া।আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে যে, তদন্ত চলাকালীন রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। কোনও নথি, সিসিটিভি ফুটেজ, বা প্রমাণপত্র সিবিআইয়ের কাছে লুকিয়ে রাখা যাবে না। রাজ্যের ডিজি ও জেলা প্রশাসককে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পর নিহতদের পরিবারের সদস্যরা আদালতের বাইরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, তাঁরা অনেকটা স্বস্তি পেয়েছেন। নিহত এক তরুণীর মা বলেন, আমার মেয়ে পড়াশোনা করত, শুধু বিজয় স্যারকে একবার দেখতে গিয়েছিল। আমরা ভাবিনি ওর শেষ দেখা হবে ওখানেই। আমরা ন্যায় চাই। রাজ্য সরকার কিছুই করেনি। এখন অন্তত সিবিআই তদন্তে সত্য বেরোবে বলে আশা রাখছি।অন্যদিকে, রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া তীব্র। বিরোধী দল ডিএমকে এই ঘটনার জন্য রাজ্য প্রশাসনকে দায়ী করেছে। দলের মুখপাত্র বলেছেন, এটি সরকারের নিরাপত্তা ব্যর্থতা। এত বড় সমাবেশে ভিড় নিযন্ত্রণের ন্যূনতম ব্যবস্থাও ছিল না। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা। আমরা নিহতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছি এবং আহতদের চিকিসার সমস্ত ব্যযভার সরকার বহন করছে। তবে আদালতের নির্দেশে তাঁরা জানিয়েছেন, সিবিআই তদন্তে তাঁরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।টিভিকে পার্টির তরফে অভিনেতা বিজয়ও শোকপ্রকাশ করেছেন এবং মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, এটি আমার জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক মুহূর্ত। আমি প্রার্থনা করি নিহতদের আত্মা যেন শান্তি পায়। আমি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি, যাতে দ্রুত ক্ষতিপূরণ পৌঁছায়। আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে কিছু পরিবারকে সাহায্য করছি।তবে আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে আরও গভীর এক উদ্বেগের ইঙ্গিত- ভবিষ্যতে যেন এমন মর্মান্তিক ঘটনা পুনরাবৃত্তি না ঘটে। বিচারপতিরা বলেছেন, রাজনৈতিক সমাবেশ বা জনসভা আয়োজনের আগে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। কোনও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি থাকলে জনসমাগমের মাত্রা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওযা দরকার। আদালত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে, জনসমাবেশের নিরাপত্তা বিধি আরও কঠোরভাবে প্রয়োগের জন্য নতুন নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে।তদন্ত প্রক্রিয়া হাতে পেয়ে সিবিআই ইতিমধ্যেই প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করেছে। সংস্থার এক সিনিয়র আধিকারিক জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলের ফরেনসিক বিশ্লেষণ, সিসিটিভি ফুটেজ, সাক্ষীদের জবানবন্দি, এবং প্রশাসনের ভূমিকা- সবকিছুই নতুন করে খতিয়ে দেখা হবে। প্রাথমিকভাবে জেলা পুলিশের ১০ জন কর্মী ও কয়েকজন প্রশাসনিক আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হতে পারে।সুপ্রিম কোর্টের এই পদক্ষেপে দেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন স্বাগত জানিয়েছে। তাদের মতে, এটি কেবল এক জেলার মানুষের ন্যায়বিচার নয়, বরং পুরো দেশের জন্য একটি বার্তা- জনগণের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস করা যাবে না।কারুরের রাস্তাগুলি আজও সেই ঘটনার দাগ বহন করছে। স্মৃতিস্তম্ভের কাছে এখনো প্রতিদিন জ্বলে মোমবাতি, ঝুলে ফুলমালা। মৃতদের স্বজনেরা আশা করছেন, এবার সত্যিই তদন্তে বেরিয়ে আসবে প্রকৃত দোষীদের নাম। আর এই পদপিষ্টের শোকে স্তব্ধ তামিলনড়ু নতুন করে ভাবছে- রাজনীতি কি সত্যিই মানুষের জীবনের চেয়ে ব। হয়ে গেছে?

প্রথম দফায় ৭ জনকে মুক্তি হামাসের, ঘরে ফিরছেন ইজরায়েলি পণবন্দিরা

জেরুজালেম, ১৩ অক্টোবর ঃ দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে চুক্তি অনুযায়ী, ইজরায়েলি যুদ্ধবন্দিদের কয়েকজনকে মুক্তি দিল হামাস। দু'বছর ধরে চলা ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে সংঘাতের অবসানের পর এ বার শুরু শান্তি চুক্তির প্রথম ধাপের বাস্তবায়ন। প্রথম দফায় ৭ ইজরায়েলি পণবন্দিকে মুক্তি দিল হামাস। দু'বছরের বন্দিদশা কাটিয়ে অবশেষে নিজেদের দেশে ফিরলেন তাঁরা।প্রসঙ্গত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবে গাজায় শান্তি চুক্তির প্রথম ধাপে রাজি হয়েছে ইজরায়েল ও হামাস । সেই চুক্তি অনুসারেই শুরু হল বন্দি বিনিময়।জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে ৭ জন পণবন্দিকে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ' ক্রস'-এর হাতে তুলে দিয়েছে হামাস। সেখান থেকে ইজরায়েলের সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে তাঁদের। এই সাতজনের মধ্যে রয়েছেন ইতান মোর, গালি এবং জিভ বারম্যান, মাতান অ্যাংরিস্ট, ওমরি মিরান, গাই গিলবোয়া দালাল ও অ্যালন আহেল। এদিকে, চুক্তির অংশ হিসেবে ১৯০০ জনেরও বেশি জেলবন্দি প্যালেস্তিনীয়কে মুক্তি দেওয়ার কথা তেল আভিভ সরকারের।ইজরায়েল দাবি করেছিল, গাজায় এখনও ৪৮ জন পণবিন্দ রয়েছেন, যাদের মধ্যে ২০ জন জীবিত বলে মনে করা হচ্ছে। সেই মতো এদিন সকালে মোট ২০ জন জীবিত ইজরায়েলি পণবন্দির তালিকা প্রকাশ করেছিল হামাস। তার মধ্যে থেকে মুক্তি পেলেন ৭ জন। এবার ধাপে ধাপে মুক্তি পাবেন বাকি ১৩ জন পণবন্দি। যদিও মুক্তি পাওয়া পণবন্দিদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।তবে পণবন্দিদের মুক্তিতে খুশির হাওয়া গোটা ইজরায়েলজুড়ে। সে দেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে তেল আভিভে হাজার হাজার মানুষ জ।ো হয়েছেন। দক্ষিণ ইজরায়েলের রেইম সামরিক ঘাঁটির বাইরে উড়ছে হেলিকপ্টার। এই হেলিকপ্টারে চাপিয়েই বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে পণবন্দিদের। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও তাঁর স্ত্রী পণবন্দিদের জন্য হাতে লেখা নোট এবং উপহার প্রস্তুত করেছেন। নোটটিতে লেখা রয়েছে, ' সকল জনগণের পক্ষ থেকে, আপনাদের স্বাগতম! আমরা আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।' পাশাপাশি জীবিত পণবন্দিদের ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি এদিন দুপুরে মৃত পণবন্দিদের দেহও ফিরিয়ে আনার প্রস্তুতি নিয়েছে ইজরায়েলের সরকার।

ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা গাড়ির, আগুনে ঝলসে মৃত্যু দুই আরোহীর

বিকানের, ১৩ অক্টোবর ঃ ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আগুন ধরে গিয়েছিল একটি গাড়িতে। সেই আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে গাড়ির দুই আরোহীর। সোমবার রাজস্থানের বিকানের জেলার এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন গাড়ির অপর দুই যাত্রী। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাইসারের কাছে ভারতমালা রোডে চলন্ত ট্রাকের সঙ্গে দ্রুত গতিতে আসা ওই গাড়িটির ধাক্কা লাগে। মুহূর্তে গাড়িটিতে আগুন লেগে যায়। দুই

বিশেষ প্যাকেজের দাবিতে উত্তাল কালাবুরাগি, তিন দফা দাবিতে কৃষকদের বনধে স্তব্ধ জেলা

কালাবুরাগি, ১৩ অক্টোবর (হি.স.)ঃ বন্যা ও টানা বৃষ্টিপাতের জেরে চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন কর্ণাটকের কৃষকেরা। বিশেষ করে কালাবুরাগি জেলার অবস্থা ভয়াবহ। ধান, তুলো, পেঁয়াজ, আখ, সবজি- প্রায সব ফসলই তলিয়ে গেছে অতিবৃষ্টির জলে। ঘরছাড়া বহু কৃষক এখন আশ্রয় নিয়েছেন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বা ত্রাণ শিবিরে। এমন পরিস্থিতিতে কৃষক পরিবারগুলির মুখে একটাই প্রশ্ন- তাঁদের ক্ষতির দায় কে নেবে? ঠিক এই অবস্থাতেই জেলার জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের দাবি তুলে সোমবার কালাবুরাগিতে বনধের ডাক দিয়েছে ' কর্ণাটক হোরাতা সমিতি'। তাদের তিন দফা দাবিকে ঘিরে উত্তাল হযে উঠেছে সমগ্র এলাকা।ভ্বন্বনধের প্রভাব এদিন জেলাজুড়ে পড়েছে। সকাল থেকেই দোকানপাট বন্ধ, বাজারে নিস্তব্ধতা, গণপরিবহণে আংশিক প্রভাব প।ছে। যদিও প্রশাসন দাবি করেছে, জরুরি পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা হয়েছে এবং কোথাও বড় কোনও অশান্তি ঘটেনি। তবুও শহরের প্রধান রাস্তাগুলিতে এবং গ্রামীণ অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত অবরোধে জনজীবন ব্যাহত হয়। পুলিশ প্রশাসন পুরো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছে।কল্যাণ কর্ণাটক হোরাতা সমিতির কৃষক নেতা দয়ানন্দ পাটিল এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, সোমবার কালাবুরাগি বনধ। আমাদের তিনটি প্রধান দাবি- প্রথমত, সম্পূর্ণ ঋণ মকুব দ্বিতীয়ত, এনডিআরএফ-এর আওতায় রাজ্য ও কেন্দ্রের যৌথ তহবিল থেকে জরুরি সাহায্য এবং তৃতীয়ত, প্রতি একর জমির ক্ষতির জন্য কৃষকদের ২৫,০০০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ। তাঁর কথায়, এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বহু কৃষক সর্বস্বান্ত। সরকার কেবল আশ্বাস দিয়েছে, বাস্তবে কোনও সাহায্য পৌঁছায়নি। কৃষকরা চিন্তিত, হতাশ, কিন্তু রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দাবি পূরণে অনিচ্ছুক।বৃষ্টিতে কালাবুরাগি জেলায় প্রায় সব নদী উপচে পড়েছে। কৃষিজমিতে নেমে এসেছে নদীর জল। অনেক গ্রাম এখনও জলমগ্ন। ফসলের পাশাপাশি গবাদি পশুরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ ও রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় যোগাযোগও ভেঙে পড়েছে। জেলার বিভিন্ন ব্লকে কৃষকেরা জানিয়েছেন, তাঁদের হাতে আর কোনো উপার্জনের পথ নেই। বীজ, সার, চাষের সরঞ্জাম- সবই নষ্ট হয়ে গেছে। এরই মধ্যে নতুন ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময় এসেছে। কৃষকেরা বলছেন, এই অবস্থায় ঋণ শোধ করা মানে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক মাসে কালাবুরাগি ও সংলগ্ন এলাকায় গড় বৃষ্টিপাত প্রায় দ্বিগুণ হযেছে। এমন অবস্থায় যে ফসলের ক্ষতি হয়েছে তার আর্থিক পরিমাণ হাজার কোটি টাকারও বেশি। কৃষি দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের কাজ চলছে, কিন্তু ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। এতে ক্ষোভ আরও বেড়েছে কৃষকদের মধ্যে।কৃষক নেতা পাটিল অভিযোগ করেন, আমরা রাজ্য সরকারের কাছে বহুবার আবেদন করেছি। মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়েছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাইনি। রাজ্যের শাসক দল কেবল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা বলে, কিন্তু বাস্তব সাহায্য দিতে ব্যর্থ। তিনি আরও বলেন, আমাদের এই বনধ কেবল ক্ষোভ প্রকাশ নয়, এটি অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। আমরা চাই না কেউ ক্ষুধায় বা ঋণের চাপে আত্মহত্যা করুক।এদিকে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে রাখতে বিশেষ পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে আবেদন জানানো হযেছে, বনধ শান্তিপূর্ণ রাখার জন্য। পুলিশ সুপার রবি কুমার বলেন, আমরা কৃষকদের দাবি বুঝি, তবে সাধারণ মানুষ যাতে সমস্যায় না পড়েন, সেটিও আমাদের দাযিত্ব। তিনি জানান, কোথাও বড় কোনও অশান্তি বা গ্রেফতারের খবর নেই।তবে বনধের প্রভাব প।ছে সরকারি দফতরেও। অফিসে কর্মীদের উপস্থিতি অনেক কম ছিল। স্কুল, কলেজ, বাজার- সবই আংশিকভাবে বন্ধ ছিল। পরিবহণ ব্যবস্থায়ও কিছুটা ব্যাঘাত ঘটে। যাত্রীদের ভোগান্তি হয় বাস টার্মিনাল ও স্টেশনে। তবে হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, ফায়ার সার্ভিস- এই জরুরি পরিষেবাগুলি সচল রাখা হয়।রাজনৈতিক মহলেও বনধ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছেন, রাজ্য সরকার কৃষকদের প্রতি উদাসীন। বিরোধী নেতা সিদ্দারামাইয়া বলেন, কৃষকরা বাঁচলে দেশ বাঁচবে। কিন্তু সরকার কৃষকের কান্না শুনছে না। কালাবুরাগি আজ তার প্রতীক। অন্যদিকে শাসক দলের মুখপাত্র জানান, সরকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে এবং রাজ্য স্তরে ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রে।অন্যদিকে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের দ্রুত সাহায্য করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ কৃষিই দক্ষিণ কর্ণাটকের প্রধান জীবিকা। কৃষক সম্প্রদায়ের ক্রযক্ষমতা নষ্ট হলে স্থানীয় অর্থনীতিতেও মন্দার প্রভাব পড়বে। তাঁরা পরামর্শ দিচ্ছেন, সরকার যেন অবিলম্বে এনডিআরএফ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করে এবং ঋণ মকুবের প্রক্রিয়া শুরু করে।কালাবুরাগির ইতিহাসেই কৃষি আন্দোলনের ভূমিকা প্রবল। স্বাধীনতার পর থেকে বারবার এই অঞ্চলের কৃষকেরা নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য পথে নেমেছেন। কখনও সেচ সমস্যায়, কখনও শস্যের দরে, কখনও খরা কিংবা বন্যায়। আজও সেই লড়াই অব্যাহত। আজকের বনধ যেন সেই দীর্ঘ কৃষক সংগ্রামেরই এক নতুন অধ্যায়।বনধের শেষদিকে শহরে কৃষকদের মিছিল দেখা যায়। হাতে ব্যানার, স্লোগান- আমাদের ক্ষতিপূরণ দাও, ঋণ মকুব করো, কৃষকের দাবি মানো- এমনই আওয়াজে মুখরিত হয কালাবুরাগির রাস্তাঘাট। নারী কৃষকেরাও সেই মিছিলে যোগ দেন। তাঁদের কণ্ঠে ক্ষোভ ও হতাশার পাশাপাশি আছে দৃঢ়তার সুর- তাঁরা জানেন, এই লড়াই কেবল অর্থের নয, সম্মানেরও।দিনের শেষে শহরের দোকানপাট কিছুটা খুলতে শুরু করলেও, মানুষের মনে রয়ে যায় এক প্রশ্ন- সরকারের কানে পৌঁছবে তো এই প্রতিবাদের ধ্বনি? কৃষকদের দাবি মেটাতে কী পদক্ষেপ নেবে প্রশাসন? উত্তর এখনো অজানা। কিন্তু কালাবুরাগির মাটিতে আজ যে বার্তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, তা স্পষ্ট- কৃষকরা আর নীরব থাকবেন না

লৌহপুরুষের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ত্রিপুরাজুড়ে ঐক্য পদযাত্রা

আগরতলা, ১৩ অক্টোবর (হি.স.)ঃলৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সারাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরায়ও আয়োজন করা হবে জেলাভিত্তিক ঐক্য পদযাত্রা। আগামী ৩১ অক্টোবর থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের আটটি জেলায় এই পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ খবর জানান রাজ্যের যুব বিষযক ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী টিংকু রায়।মন্ত্রী জানান, এবছর সারা দেশে সর্দার ১৫০ ঐক্য পদযাত্রা বা ইউনিটি মার্চ নামে এই কর্মসূচি পালিত হবে। কর্মসূচির মূল লক্ষ্য - ' ভারত, আত্মনির্ভর ভারত' শীর্ষক বার্তা দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া এবং জাতীয় গর্বকে আরও উদ্দীপিত করা।এই উপলক্ষে গত ৬ অক্টোবর কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রকের মন্ত্রী ডঃ মানসুখ মান্ডব্য মাই ভারত নামে একটি পোর্টালের উদ্বোধন করেছেন। এই পোর্টালের মাধ্যমে সারা দেশে সর্দার প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির সমন্বয করা হচ্ছে।রাজ্যে পদযাত্রার পূর্বে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্তরে প্রবন্ধ, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং সেমিনার আয়োজনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যেখানে সর্দার প্যাটেলের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা হবে।মন্ত্রী টিংকু রায় জানান, আগরতলায় পশ্চিম জেলার উদ্যোগে পদযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ)

আবহাওয়া

সাধারণত অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই বিদায় নেয় বর্ষা। কিন্তু চলতি মরসুমে দক্ষিণবঙ্গে এখনও বর্ষা বিদায় নেয়নি। আবহবিদেরা জানাচ্ছেন, আগামী কিছু দিন বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বিশেষ করে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। উত্তরবঙ্গে অবশ্য আপাতত বর্ষণের আভাস নেই। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.০ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী তিন-চার দিন আবহাওয়া এমনই থাকবে। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আচমকা বৃষ্টি হতে পারে শহর কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। তার পর ধীরে ধীরে এ বারের মতো বর্ষা বিদায় নেবে। অর্থা আগামী কয়েকদিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪০মনিট এবং রাত ০১টা ৪৪মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩০মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৮মিনিটে।

পেনশন প্রকল্পে আবেদনের সময়সীমা দুই মাস বৃদ্ধি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৩ অক্টোবর ঃ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের নির্দেশ মেনে জাতীয় পেনশন ব্যবস্থার আওতায় থাকা ইউনিফায়েড পেনশন প্রকল্পে আবেদনের সময়সীমা দুই মাস বৃদ্ধি করেছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারে কর্মরত আধিকারিকদের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার জন্যে আবেদন করতে পারবেন বলে আজ এক দপ্তর থেকে জারি করা এক সার্কুলারে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য আগে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার জন্যে আবেদন করার কথা জানানো হয়েছিল।

রেলমন্ত্রী বিলিমোরা বুলেট ট্রেন স্টেশন পরিদর্শন করেছেন

১৩ অক্টোবর ঃ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ মুম্বাই আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্পের নির্মাণাধীন বিলিমোরা বুলেট ট্রেন স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। তাঁর সাথে ছিলেন ভালসাদের সংসদ সদস্য শ্রী ধবল প্যাটেল এবং গানদেবীর বিধানসভা সদস্য শ্রী নরেশ প্যাটেল।পরিদর্শনের সময়, মন্ত্রী বিলিমোরা বুলেট ট্রেন স্টেশনে চলমান নির্মাণ এবং ট্র্যাক স্থাপনের কাজ পর্যালোচনা করেছেন। উত্তর বিলিমোরা বুলেট ট্রেন স্টেশনবিলিমোরা শহর তার আম বাগানের জন্য বিখ্যাত। স্টেশনের সম্মুখভাগের নকশা এই আম বাগান থেকে অনুপ্রাণিত, যা শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং স্থানীয় সারাংশকে প্রতিফলিত করে। অভ্যন্তরীণ স্থান এবং প্ল্যাটফর্ম এলাকাগুলি পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো এবং বায়ুচলাচলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। উচ্চ গতিতে ট্রেনের কম্পন থেকে ফিটিংগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য অ্যান্টি-ভাইব্রেশন হ্যাঙ্গার দিয়ে মিথ্যা সিলিং ঝুলানো হয়েছে।স্টেশনটিতে আধুনিক যাত্রী সুবিধা যেমন ওয়েটিং লাউঞ্জ, নার্সারি, বিশ্রামাগার, খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি রয়েছে। বয়স্ক, প্রতিবন্ধী এবং শিশুদের পরিবারের চাহিদার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে বিভিন্ন স্তরে মসৃণ চলাচলের জন্য একাধিক লিফট এবং এসকেলেটর স্থাপন করা হচ্ছে।স্টেশন চত্বরে, সবুজ এবং সতেজ পরিবেশ তৈরির জন্য গাছপালা এবং চারা রোপণ করা হচ্ছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে নিবেদিতপ্রাণ পিক-আপ এবং ড্রপ-অফ জোন, বাস, গাড়ি এবং দুই চাকার যানবাহনের জন্য পৃথক পার্কিং, ইভি পার্কিং ইত্যাদির পরিকল্পনা করা হয়েছে। আরামের সাথে স্থায়িত্বের মিশ্রণে, স্টেশনটিতে IGBC (ইন্ডিয়ান গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল) এর একাধিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন জলের দক্ষ ব্যবহার, বৃষ্টির জল সংগ্রহ, কম প্রবাহিত স্যানিটারি ফিক্সচার, অভ্যন্তরে কম তাপ বৃদ্ধি, কম VOC রঙ ইত্যাদি। নবসারী জেলার অম্বিকা নদীর তীরে বিলিমোরার কাছে কেসালি গ্রামে অবস্থিত, স্টেশনটি বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমে সুসংযুক্ত বিলিমোরা রেলও স্টেশন ৬ কিমি- বিলিমোরা বাস ডিপো ৬ কিমি- জাতীয় মহাসড়ক NH-৩৬০ ূ ২.৫ কিমিস্টেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য- মোট নির্মিত এলাকা ূ ৩৮,৩৯৪ বর্গমিটার- স্টেশন ভবন দুটি স্তর নিয়ে গঠিত গ্রাউন্ড কাম কনকোর্স স্তর পার্কিং, পিক-আপড্রপ অফ বে, পথচারী প্লাজা, নিরাপত্তা চেক পয়েন্ট, অপেক্ষা লাউঞ্জ, বিশ্রামাগার, লিফট, এসকেলেটর, সিঁড়ি, কিয়স্ক, টিকিটিং ইত্যাদি।

চার মাস পর অভিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষীর জামিন -কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে নতুন মোড়!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৩ অক্টোবর ঃ কসবা গণধর্ষণ-কাণ্ডে নিরাপত্তারক্ষী পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায় জামিন পেলেন। সোমবার আলিপুর

আদালত ২০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করে। এদিন সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যা জামিনের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, ঘটনায় নিরাপত্তারক্ষীরই ভূমিকা ছিল। তিন সবটাই জানতেন। পালটা সওয়ালে পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, ঘটনায় সরাসরি যোগ ছিল না। এমনকী নির্যাতিতাও তা জানিয়েছেন। ফলে জামিন দেওয়া হোক। সবপক্ষের বক্তব্য শুনার পর আদালত বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামিন মঞ্জুর করেন। ঘটনার প্রায় চার মাস পর তিনি জামিন পেলেন। গত ২৫ জুন কসবা আইন কলেজের গণধর্ষণের ঘটনায় তোলপাড় হয় তিলোত্তমা। খোদ কলেজের সিকিউরিটি গার্ড রুমের মধ্যেই এক ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকী নির্যাতিতা কাউকে যাতে কেউ কিছু না জানায় সেই ভয় দেখানো হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র-সহ আরও দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুধু তাই নয়, ঘটনার দিন ল'কলেজে ডিউটিতে ছিলেন নিরাপত্তারক্ষী পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায়। সবকিছু জেনেও চুপ ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, সিসিটিভিতেও অভিযুক্ত পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যায়। এরপরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। দফায় দফায় জেরা করা হয়। এদিন আলিপুর আদালতে জামিন মামলার শুনানিতে আইনজীবী দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য আরও বলেন, মূল অভিযুক্ত মনোজিতের প্রভাব এতটাই ছিল, আতঙ্কে চুপ থাকতে বাধ্য হন পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনার সঙ্গে কোনও যোগ ছিল না তাঁর।' এমনকী নির্যাতিতা নিজেও সে কথা জানিয়েছেন বলে আদালতে জানান পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী। অন্যদিকে বিশেষ সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, ঘটনায় নিরাপত্তারক্ষী ভূমিকা ছিল। কলেজের তালা খুলতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সবটা জানতেন বলে সওয়াল সরকারি আইনজীবীর।

বরানগরের সোনার দোকান ডাকাতিতে অভিযুক্ত দুষ্কৃতীদের 'আটক-বাকিদের খোঁজে তৎপর পুলিশ!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৩ অক্টোবর ঃ বরানগরের সোনার দোকানে ডাকাতি ও ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার বিহারের নওদা থেকে তাকে আটক করেছে বারাকপুর কমিশনারেটের গোয়েন্দারা। এ নিয়ে মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮। ধৃতদের জেরার মাধ্যমে বাকিদের খোঁজে পুলিশ তৎপর। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সৌরভ দাস ওরফে সুরো। তার বাড়ি কলকাতার মুচি পাড়ায়। ট্রানজিট রিমান্ডে সোমবার তাকে বারাকপুরে নিয়ে যাওয়া হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শম্ভুনাথ দাস লেনের ষাটোর্ধ ব্যবসায়ী শংকর জানাকে খুন ও সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় ভিনরাজ্য থেকে আসা দুষ্কৃতীদের গাইড হিসাবে কাজ করেছিল সুরো। এছাড়াও কোন রাস্তা দিয়ে পালাতে হবে তার রেইকিও সে করেছিল বলেই অভিযোগ। আরেক ধৃত সুরজি শিকদারের সঙ্গে এই সুরোই প্রথমে সোনার দোকানে ঢুকেছিল বলেই জানিয়েছে পুলিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঘটনাটি ঘটে ৪ অক্টোবর বরানগরের শম্ভুনাথ দাস লেনে। দুপুর ৩টার দিকে নিজের দোকানে ছিলেন মালিক শংকর জানা। অভিযোগ, আচমকা ক্রেতার ভান করে ছয়জন দোকানে ঢোকেন এবং গয়নাগাটি দেখতে গিয়ে লুটপাট শুরু করেন। শংকরবাবু বাধা দিলে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে আক্রমণ করা হয়। ডাকাতদল শংকরবাবুর মাথার পিছনে ভারী কোনো বস্তু দিয়ে আঘাত করলে তিনি জ্ঞান হারান এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

সাইকেল রাখাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ দমদমে ধুন্ধুমার, প্রোমোটারকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৩ অক্টোবর ঃ বরবিবার দুপুরে দক্ষিণ দমদম পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। অভিযোগ, প্রোমোটার তাপস রায় ও তাঁর ছেলে শঙ্কর রায়কে মারধর করেছেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর তঃদ্রা সরকারের সমর্থকরা। শুধু তাই নয়, তাদের অফিসে ভাঙচুর করা হয়েছে এবং বাড়িতেও হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে পূর্ব সিঁথি রোডে দুপুর ১২টা নাগাদ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাইকেল রাখাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় বচসা। তা মুহূর্তের মধ্যেই হাতাহাতিতে গড়ায়। পরে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, ভাঙচুর হয় প্রোমোটারের অফিস। ঘটনার পর নাগেরবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রোমোটার তাপস রায়। তিনি অভিযোগ জানিয়ে বলেন, আমি অফিস থেকে বেরিয়ে সবাইকে ঠেকানোর চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু ওদের লোক এসে আমার অফিস ভাঙচুর করল। আমার বাড়িতেও আক্রমণ চালানো হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, তাপস রায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলছে কিছু কর্মীর। সেই বিরোধই রবিবার বিকট রূপ নেয়। অন্যদিকে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তন্দ্রা সরকার জানিয়েছেন, আসল ঘটনা অন্য। তিনি জানান, তৃণমূলের একজন বর্ষীয়াণ কর্মী ব্লাড টেস্ট করিয়ে ফিরছিলেন। তিনি সাইকেল রেখে ফোন করছিলেন। কিন্তু প্রোমোটারের ছেলে হঠাৎ তাঁকে আক্রমণ করে, বুকে ঘুষি মারে। প্রোমোটারের গায়ে কেউ হাত তোলেনি, পুরোটাই সাজানো নাটক। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা তীব্র হয়ে উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তৃণমূল কাউন্সিলর এবং প্রোমোটারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার নজির - খোলা গ্যারেজে পড়ে গুচ্ছ গুচ্ছ পরীক্ষার খাতা!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কল্যাণী,১৩ অক্টোবর ঃ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার খাতা পড়ে আছে যত্রতত্র। আবাসনের উন্মুক্ত গ্যারেজে বান্ডিল বান্ডিল খাতা রাখা হয়েছে। পরীক্ষকের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে পড়ুয়াদের ভবিষ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের বাংলা বিভাগের সেকেন্ড সেমিস্টারের পরীক্ষার কয়েক বান্ডিল খাতা কল্যাণী বি ব্লকের একটি বহুতল আবাসনের পিছনে উন্মুক্ত গ্যারেজের মধ্যে পড়ে রয়েছে। আর সেই খাতা দেখার পরই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নথি এভাবে উন্মুক্ত জায়গায় কী করে এল, কারা এগুলি ফেলে গেল? এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর জানা গিয়েছে, ওই বহুতল আবাসনে থাকা মুর্শিদাবাদের হাজি এ কে খান কলেজের বাংলা বিষয়ের অধ্যাপক

ননীগোপাল মালো এই খাতা রেখেছিলেন। এই বিষয়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার অধ্যাপক বিমলেন্দু বিশ্বাস বলেন, ওই খাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়ার কথা। কেন তিনি দিলেন না? ২০২৩ সালের খাতা এতদিন কেন ওই অধ্যাপক তার কাছে রেখেছেন? কেনইবা এভাবে উন্মুক্ত জায়গায় ফেলে রেখেছেন, তা নিয়ে তদন্ত হবে। তিনি আরও জানান, এই বিষয়ে জানতে ওই অধ্যাপককে বিশ্ববিদ্যালয়ে. ডেকে পাঠানো হবে এবং দ্রুততার সঙ্গে ওই খাতা উদ্ধার করা হবে। সংবাদমাধ্যমের নজরে বিষয়টি আসতেই অধ্যাপক ননীগোপাল মালো তড়িঘড়ি খাতাগুলি সরিয়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন। পরবর্তীতে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে তিনি পুরো ঘটনাটি স্বীকার করেন এবং জানান, তাঁর এই কাজ করা অন্যায় হয়েছে এবং ঠিক হয়নি।

কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন কবে চালু হবে? বিস্তারিত জানালেন মেট্রো কর্তা!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৩ অক্টোবর ঃ কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত কবি সুভাষ স্টেশন, যা কিছুদিন আগেও সক্রিয় ছিল, আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। স্টেশনের পিলারে ফাটল ধরা পড়ার কারণে নিরাপত্তার স্বার্থে গত জুলাই মাস থেকে মেট্রো ওই স্টেশন পর্যন্ত যাচ্ছে না। মেরামতির কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। তবে যাত্রীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্ন ছিল, স্টেশনটি কবে পুনরায় চালু হবে। শনিবার এক অনুষ্ঠানে কলকাতা মেট্রোর নতুন জেনারেল ম্যানেজার জানান, কাজ সম্পন্ন হতে আরও ৬-৭ মাস সময় লাগবে। অর্থাৎ, চলতি বছরে আর কবি সুভাষ স্টেশন থেকে পরিষেবা পাওয়া যাবে না বরঞ্চ এটি আগামী বছর চালু হবে। গত ২৮ জুলাই কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের একটি পিলারে ফাটল দেখা যায়। এই

স্টেশনটি মাটির উপরে প্রায় ২১ টি পিলারের উপর তৈরি। একে একে চারটি পিলারে সেই ফাটল স্পষ্ট হয়। ফলে রাতারাতিই মেট্রো চলাচল বন্ধ করে তা মেরামতির কাজ শুরু হয়। স্টেশনের কাঠামো ফের পরীক্ষা করতে সমীক্ষা শুরু করে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি সংস্থা। জানা গিয়েছে, যে সমীক্ষক সংস্থা এই কাজ করছিল, তারা রিপোর্ট জমা দিয়েছে। গোটা স্টেশনটি ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করা হবে। কিন্তু সেই কাজ কত তাড়াতাড়ি শেষ হবে, যাত্রীদের প্রশ্ন এখন সেটাই। কারণ, ব্লু লাইনের দক্ষিণ প্রান্তে শেষ স্টেশন হিসেবে এই মেট্রো স্টেশনটি গড়িয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা সংযোগকারী। এখানে প্রচুর মানুষের যাতায়াত। স্টেশনটি বন্ধ হওয়ায় তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন। যদিও এখান থেকে নিকটবর্তী মেট্রো স্টেশন শহিদ ক্ষুদিরাম যেতে বাস, অটো পরিষেবা আছে।কলকাতা মেট্রোর নতুন জেনারেল ম্যানেজার শুধাংশু শেখর মিশ্র জানিয়েছেন, স্টেশনের মেরামতির কাজ সম্পন্ন হতে ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময় লাগবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহ থেকে কাজের গতি বা।ানো হবে। শহিদ ক্ষুদিরামের স্টেশনের পর নির্মাণাধীন ক্রসওভারও আগামী সপ্তাহের মধ্যে তৈরি হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। পুরো প্রকল্পে প্রায় ৯.৫ কোটি টাকা খরচ হবে।

এবার গার্ডেনরিচে ধর্ষণ! অন্ত ঃসত্ত্বা নাবালিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৩ অক্টোবর ঃ নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ খাস কলকাতায়। অভিযোগ, ধর্ষণের জেরে অন্ত ঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে ওই নির্যাতিতা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে গার্ডেনরিচ এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্ত কুতুবউদ্দিন শাহকে গ্রেপ্তার করেছে স্থানীয় দক্ষিণ বন্দর থানার পুলিশ। পকসো-সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কীভাবে এই ঘটনা তা জানতে দফায় দফায় ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৮ সেপ্টেম্বর নাবালিকার পরিবারের তরফে দক্ষিণ বন্দর থানায় অভিযোগ জানানো হয়। একবার নয়, একাধিক জায়গায় একাধিকবার নানা অছিলায় ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পরিবারের অভিযোগ, বারবার ধর্ষণে অন্ত ঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন ওই নির্যাতিতা। তদন্তে নামে পুলিশ। জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে মূল অভিযুক্ত কুতুবউদ্দিন শাহকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নাবালিকার সঙ্গে অভিযুক্তের সম্পর্ক ছিল বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার, ১০ অক্টোবর দুর্গাপুরের পরাণগঞ্জে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। রাত ৮টা নাগাদ বন্ধুর সঙ্গে খাবার কিনতে ক্যাম্পাসের বাইরে বেরিয়েছিলেন ওড়িশার বাসিন্দা ওই ছাত্রী। তখনই তিনি নির্যাতনের শিকার হন বলে জানা যায়। যা নিয়ে উত্তাল শহর। এর মধ্যেই ফের ধর্ষণের অভিযোগ।

সোনারপুরে বিজেপির হেভিওয়েট নেতা ও পঞ্চায়েত সদস্য যোগ দিলেন তৃনমূল কংগ্রেসে

নিজস্ব সংবাদদাতা,সোনারপুর, ১৩ অক্টোবর ঃ আর কয়েকমাস পর রাজ্যে ভোট। আর এই বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুরু হয়ে গিয়েছে দলবদলের খেলা। এবার সোনারপুরে হয়ে গেল রাজনৈতিক পালাবদল। প্রতাপনগর পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য কার্তিক সরদারআনুষ্ঠানিক ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। রবিবার রাজপুর রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে তার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ।ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক লাভলী মৈত্র, ডায়মন্ডহারবার যাদবপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পল্লব দাস সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলাই বারিক সহ আরো অনেকে। এদিনএই যোগদানের পর বিধায়ক লাভলী মৈত্র বলেন,তৃণমূল শক্তিশালী কারণ দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের পথ দেখান। অন্যদিকে, সদ্য শাসকদলে যোগদানকারী কার্তিক সরদার বলেন,এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে আমি তৃণমূলেই বেশি ভরসা পাচ্ছি।তাই তৃনমূল কংগ্রেসের সদস্য হলাম উন্নয়নের স্বার্থে। বছর ঘুরলেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন হবে। আর তার আগে ডাকাবুকো এই বিজেপি নেতার ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেওয়াটা রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষ তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

লিলুয়ার চকপাড়ায় দুই গোষ্ঠীর সংঘষ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৩ অক্টোবর ঃ পুরনো শত্রুতা ও এলাকা দখল ঘিরে লিলুয়ার চকপা।ায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, আহত মহিলা সহ বেশ কয়েকজন। গ্রেফতার ৪। হাও।ার লিলুয়া থানা এলাকার দক্ষিণ চকপাড়ায় রবিবার রাতে ওই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, এলাকার দখল নিতেই এদিন রাতে আচমকা হামলা চালায় একই এলাকার আরেক দল দুষ্কৃতি। হামলা এবং পাল্টা হামলায় উত্তেজনা ছড়ায়। মহিলাদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। পাল্টা মহিলারাও হামলাকারীদের ওপর লাঠি হাতে তেড়ে যান। গোটা ঘটনা ক্যামেরাবন্দি হয় সিসিটিভিতে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে লিলুয়া থানার পুলিশ।এদিনের হামলার ঘটনায় মহিলা সহ জখম হন কয়েকজন। এদিন হামলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রুখে দাঁ।ান মহিলারা।

মদ্যপদের ধরতে বিশেষ প্রযুক্তির ব্রিদ অ্যানালাইজার কিনছে লালবাজার

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৩ অক্টোবর ঃ মদ্যপ হয়ে কেউ গাি চালালে রা পড়বে। ধরা পড়ার বেশ কয়েকদিন পরও যদি কেউ দাবি করেন যে, তিনি মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাননি, সেই দাবি আর ধোপে টিঁকবে না। এবার যে আধুনিক ব্রিদ অ্যানালাইজারগুলি কিনতে চলেছে লালবাজার, তাতেই থাকছে নিজস্ব মেমোরি। উৎসবের মরশুমে বাড়তে পারে মদ্যপান করে গাড়ি চালানোর প্রবণতা। বিশেষ করে রাতে পানশালা বা ক্লাব থেকে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে অনেকেই ফিরতে পারে বাড়ি। আর মদ্যপান করে গাড়ি চালালেই ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। তাই পথ দুর্ঘটনায় রাশ টানতে এবার ৫০টি অত্যাধুনিক ব্রিদ অ্যানালাইজার কিনছে কলকাতা পুলিশ। সেগুলি তুলে দেওয়া হবে কলকাতার ২৬টি ট্রাফিক গার্ডের হাতে।

অনেক সময়ই দেখা যায়, জরিমানা এড়াতে অনেক মদ্যপ গাড়ি বা বাইক চালক কয়েকদিন পর দাবি তোলেন যে, তিনি সেদিন মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন না। তাই এই দাবি কেউ যাতে না করতে পারে, তার জন্য এই আধুনিক ব্রিদ অ্যানালাইজারে থাকছে নিজস্ব মেমোরি। ওই যন্ত্রের মেমোরিতে থাকছে দশ হাজার রেকর্ড, যাতে সময়, তারিখ, অ্যালকোহলের পরিমাণ, সবই উল্লেখ থাকছে। পরবর্তীকালে কোনও চালক যদি পুলিশকে ' করেন, তখন এই যন্ত্রই রেকর্ড হাজির করবে। এ ছাড়াও যন্ত্রের রেকর্ডে গাড়ির নম্বর, কোন আধিকারিক পরীক্ষা করছেন, এমনকী টাচ স্ক্রিনে সইয়েরও সুযোগ থাকবে। এই যন্ত্রের ডেটা বা তথ্যের কারচুপি কেউ যাতে করতে না পারেন, তার জন্য পাসওয়ার্ড লক-সহ ' প্রোটেকশনে'র ব্যবস্থা থাকবে। এর ফলে মদ্যপ চালকদের ধরা আরও সহজ হবে বলে দাবি লালবাজারের। জানা গিয়েছে, এই ৫০টি আধুনিক ব্রিদ অ্যানালাইজার কিনতে ২২ লাখ টাকারও বেশি খরচ হচ্ছে। কোনও মদ্যপ চালক কিছুটা দূর থেকে ফুঁ দিলেও যাতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্ক্রিনে ফল ভেসে ওঠে, এবার পুলিশ সেই ব্যবস্থাই করছে।

পুজো শেষ হওয়ার পরও থাকছে উৎসবের রেশ। দিওয়ালি ও কালীপুজো থেকে ক্রিসমাস বা বর্ষবরণের উৎসবে মাতবে কলকাতা-সহ পুরো রাজ্য। উৎসবের দিনগুলি ছাড়াও শীতের আমেজ পড়তে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই মদিরার প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। আর তার সঙ্গে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি বা বাইক চালানোর প্রবণতা বেড়ে চলে। রাতের শহরে এই কারণে যাতে পথ দুর্ঘটনা না হয়, তার জন্য শহরের বিভিন্ন রাস্তায় হবে নাকা চেকিং। আর কলকাতার ট্রাফিক গার্ডগুলির যে আধিকারিকরা নাকা চেকিংয়ের দায়িত্বে থাকবেন, তাঁদের হাতে থাকবে এই আধুনিক ব্রিদ অ্যানালাইজার। এখন প্রত্যেকটি ট্রাফিক গার্ড, এমনকী, থানাগুলির হাতে ব্রিদ অ্যানালাইজার থাকলেও তা কিছুটা পুরনো মডেলের। তাই আরও নতুন মডেলের এই যন্ত্র আনছে পুলিশ। লালবাজারের সূত্র জানিয়েছে, এই ব্রিদ অ্যানালাইজারের ওজন ৩০০ গ্রামের বেশি নয়। তাই দীর্ঘ সময়ের জন্য এই যন্ত্রটিকে হাতে ধরে রাখতে সমস্যা হবে না। এই ব্রিদ অ্যানালাইজারের উপর দিকে থাকবে আধুনিক সেন্সর। অনেক সময়েই দেখা গিয়েছে, কোনও চালক মদ্যপান করে থাকলে তিনি জোরে ফুঁ দিতে চান না। আবার এতটা দূর থেকে ফুঁ দেওয়ার চেষ্টা করেন, যাতে সেন্সর বিশেষ টের না পায়। কিন্তু এই নতুন যন্ত্রে ভেঙে যাবে এই জারিজুরি। বেশ কিছুটা দূর থেকে ফুঁ দিলেও এই যন্ত্রটি দশ সেকেন্ড সময় নেবে অ্যালকোহলের পরিমাণ বুঝতে। তার পর ৩.২ ইঞ্চির এলসিডি ডিসপ্লে টাচ স্ক্রিনে ফুটে উঠবে অ্যালকোহলের পরিমাণ। চালক কত পরিমাণ মদ্যপান করেছেন, তা দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এটাওয়ায় পুলিশের তৎপরতায় গ্রেফতার এক দুষ্কৃতী

এটাওয়া, ১৩ অক্টোবর (হি.স.)ঃ উত্তরপ্রদেশের এটাওয়ায় পুলিশের তপরতায় গ্রেফতার এক দুষ্কৃতী । ধৃতের থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি পিস্তল ও চারটি কার্তুজ। ধৃতের নাম রাজন। বুধবার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ধৃত রাজনের বিরুদ্ধে এক যুবককে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয় এটাওয়ার সদর থানায়।

সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সম্মেলন ভদ্রেশ্বরে

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ভদ্রেশ্বর, হুগলি। ১৩ অক্টোবর, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ২৭ তম সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশ্য সম্মেলন হল ভদ্রেশ্বর মনসাতলায়। মূল বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম র জনপ্রিয় নেত্রী মিনাক্ষী মুখার্জি। আর জি কর থেকে সম্প্রতি দুর্গাপুরে গণধর্ষণ সহ একাধিক ইস্যুতে কার্যত তৃণমূলকে ধুয়ে দিলেন সিপিএম নেত্রী মিনাক্ষী। তিনি বলেন পাড়ায় পাড়ায় মহিলাদের শক্তিশালী করতে আমরা মেয়েদের ব্রিগেড তৈরী করছি। আত্মরক্ষা সমিতি থেকে মহিলা সমিতির জন্ম আমরা অতীত ইতিহাস জানি। এর পরে মহিলাদের সম্ভ্রমে আঘাত এলে আমরা সেই হাত ভেঙে গুড়িয়ে দেবো। আমরা বলতে চাই মেয়েদের পণ্য হিসেবে ভাবছে তৃণমূল। আমরা বামপন্থীরা মেয়েদের অধিকারের কথা বলছি। কেন মেয়েরা রাতে বেরোতে পারবে না? আমরা কি তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক? এদিন মিনাক্ষী ছাড়া বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কনীণিকা বোস ঘোষ। তিনি বলেন দুই সাম্প্রদায়িক শক্তি একদিকে আর এস এস অন্যদিকে তালিবান দুজনেই নারী বিরোধী। তিনি তৃণমূলের সাথে বিজেপিকেও আক্রমন করেন। এই সমাবেশে গোটা জেলা জুড়ে অগণিত মহিলা অংশগ্রহণ করেছিলেন। একদিকে তৃণমূল অন্যদিকে বিজেপি, এই দুই নারীবিদ্বেষের বিরোধিতা জানালো মহিলা সমিতির একাধিক নেতৃত্ব, আজ হুগলি জেলা সমাবেশের মঞ্চে।

বর্ষা শেষে কামারহাটিতে জন্ডিসের আতঙ্ক -আক্রান্ত হল ৩০ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৩ অক্টোবর ঃ বর্ষার মৌসুম শেষ হতেই উত্তর কলকাতার কামারহাটি এলাকায় স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নতুন উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহে ডেঙ্গির তীব্রতার পর এবার শীতল জলবায়ু এবং বৃষ্টি কমার পর জন্ডিসে আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বেড়েছে, যা এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এখন একটাই প্রশ্ন - এই পরিস্থিতি থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং জন্ডিসের সংক্রমণ কিভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব? কামারহাটি পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ড বর্তমানে এই সংক্রমণের কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই ওয়ার্ডে অন্তর্ভুক্ত হরিচরণ চ্যাটার্জি ট্রিট, যদুনাথ এম এম ফিডার রোড এবং জয় কিষান রোডের এলাকার মধ্যে প্রায় ৩০ জন জন্ডিসে আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছে ছোট শিশু, যুবক এবং বিভিন্ন বয়সী বয়স্ক মানুষ। এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের মাত্রা এমন যে তারা রীতিমতো ভয়ে ঘর থেকে বের হতে দ্বিধা বোধ করছেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, জন্ডিসের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করার পর থেকেই তারা স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে সতর্ক হয়েছেন। কিন্তু আতঙ্ক বাড়ছে এমন কারণে যে, আক্রান্তদের বেশিরভাগের অভিযোগ - তারা দীর্ঘদিন ধরে পুরসভার ট্যাঙ্কের জল খাচ্ছেন, যেখানে দুর্গন্ধ ও অস্বাভাবিক গন্ধ লক্ষ্য করা গেছে। অনেক পরিবার মনে করছেন, সেই জলে ভ্রান্তি বা দূষণের কারণে তাদের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পুরসভার পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে সচেতন শিবির আয়োজন করা হয়েছে। এসব শিবিরে বাসিন্দাদেরকে জন্ডিস প্রতিরোধ, সঠিক পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়গুলো জানানো হচ্ছে। পাশাপাশি, প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন স্থানে জলের ট্যাঙ্ক সরবরাহ করা হয়েছে, যাতে মানুষ দূষিত জল না খায়। যদিও এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে, তবুও অনেক বাসিন্দা আশঙ্কা করছেন যে, জলের মাধ্যমে জন্ডিস ছ।িয়ে পড়ছে কি না। এই বিষয়ে পুরসভা জানিয়েছে, তারা জল পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করছে। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এছাড়া, পুরসভার পক্ষ থেকে জল সরবরাহ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা নেওয়া হলেও এলাকাবাসী এখনও আশঙ্কায় রয়েছেন।

নববারাকপুরে অনুভব ভবনে আইএনটিটিইউসির বিজয়া সম্মেলনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, নববারাকপুর ,১৩ অক্টোবর ঃ নববারাকপুর আইএনটিটিইউসি-র নবনিযুক্ত সভাপতি শুভদীপ দাসের উদ্যোগে শুভ বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হল স্থানীয় অনুভব ভবনে। উপস্থিত পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নির্মিকা বাগচী, কোঅপারেটিভ হোমস লিমিটেডের সেক্রেটারি সুজিত চন্দ সহ বিভিন্ন শ্রমিক কর্মচারী। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা উপস্থিত শ্রমিক সংগঠনের কর্মীদের শুভ বিজয়া ও প্রাক কালি পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা জানান। নবনিযুক্ত শ্রমিক সংগঠনের সভাপতির সাথে শ্রমিক কর্মচারী দের পরিচিতি পর্ব সারেন। মুখ্যমন্ত্রীর জনমুখি বাস্তবায়িত প্রকল্প গুলির পরিষেবা সুবিধার কথাগুলি তুলে ধরে বলেন সামনে বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে শ্রমিকদের আরো বেশি করে সংঘবদ্ধতা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামিল হতে হবে এলাকার সার্বিক উন্নয়নে। নবনিযুক্ত শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি শুভদীপ দাস শ্রমিকদের স্বার্থে বিভিন্ন কাজে সবসময় নিয়োজিত থাকবেন বলে আগামীর বিভিন্ন কর্মসূচি কথা তুলে ধরেন।

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-**WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-24/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, **20 (Twenty) nos**. works/ Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/ sell starting from **13.10.2025 up to 22.10.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **13.10.2025 up to 22.10.2025 at 16:00 PM**. And Opening on **24.10.2025 at 16:05 A.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-**WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-25/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, **20(Twenty) nos**. works/ Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/ sell starting from **11.10.2025 up to 22.10.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **11.10.2025 up to 22.10.2025 at 16:00 PM**. And Opening on **24.10.2025 at 16:05 A.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-**WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-26/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, **20(Twenty) nos**. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Document download/ sell starting from **11.10.2025 up to 22.10.2025 16.00 PM**. Bid submission starting from **11.10.2025 up to 23.10.2025 at 16:00 PM.** And Opening on **25.10.2025 at 16:05 A.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট,** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডারটি **১১.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টের** সময় খোলা হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** ডিসিসি, ডিএসইআর এবং ডিপোতে স্থাপিত সিস্টেম সহ গ্রীন লাইনের (এসভিএসএ-এসডিএইচএম) সম্পূর্ণ ফেজ-I স্টেশনগুলির জন্য ডিসিএস সহ কিন্তু ইউপিএস ব্যতীত সিগন্যালিং সিস্টেমের জন্য স্থাপিত সকল ইক্যুইপমেন্টের তিন বছরের জন্য সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২৫,৮৮,৬৭,৭৭৪.৬০ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ১৪,৪৪,৩০০ টাকা, **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। টেন্ডারটি **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডদাতাদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্টার্ড থাকতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/ বিডদাতারাই ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময়ে সকল সংশ্লিষ্ট নথিপত্র অবশ্যই আপলোড করতে হবে।
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্ক/২০-২০২৫-আর২ তারিখঃ ১৩.১০.২০২৫

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩১০, সংখ্যা, মঙ্গলবার ২৭ আশ্বিন ১৪৩২

বাংলা গানের সৃষ্টি

অনেক পুরোনো দিনের কথা। একবার ষ্টার থিয়েটারে পন্ডিত রবিশঙ্কর এসেছিলেন সেতার পরিবেশন করতে। সেখানে সেদিন দর্শকাসনে উপস্থিত ছিলেন তিনিও। অনুষ্ঠান শুরু হল সন্ধ্যায়। চলল গভীর রাত অবধি। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার কিছু আগেই হঠাৎ তিনি উঠে পড়লেন। অনুষ্ঠান চলতে চলতেই বানিয়ে ফেললেন সুর। অন্য কোন আওয়াজ যাতে কানে না পৌঁছায় তাই দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে ছুটতে লাগলেন বাড়ির দিকে। বাড়িতে যখন পৌঁছালেন তখন রাত তিনটে। এসেই হারমোনিয়াম নিয়ে বসে পড়লেন। ফোন করলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে। বললেন, একটা হিট গান তৈরী আছে। এখনই চলে আয় ঊ গানটা লিখে দে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বললেন, এখন বাস চলা আরম্ভ হয়নি। ভোরবেলা প্রথম বাসেই আপনার বাড়ি আসছি। যেমন কথা তেমন কাজ। ভোরবেলা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার প্রথম বাসে করে পৌঁছালেন তার বাড়ি। তৈরি হল, 'বনে নয়, মনে মোর পাখি আজ গান গায়।' গানটি গেয়েছিলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গান তৈরিতে তিনি ছিলেন অসম্ভব খুঁতখুঁতে। সিনেমার নাম ধন্যি মেয়ে। গানের মধ্যে দিয়ে একটা ডানপিটে মেয়েকে তুলে ধরতে হবে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, ''যা যা বেহায়া পাখি যানা, অন্য কোথা যানা... ।'' অর্থাৎ পাখির সঙ্গে কথা বলছে সেই মেয়ে। তিনি সুর দিলেন। সকলেই দিলেন বাহবা। কিন্তু তিনি খুশি হলেন না। বললেন গানটা ঠিক হল না। পরের দিন স্টুডিয়োতে ডাকলেন হরবোলা মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রেকর্ড হল বিভিন্ন পাখির ডাক আর সেই ডাক অন্তর্ভুক্ত করা হল মূল গানে। শেষমেশ তিনি খুশি হলেন । সিনেমার নাম 'মৌচাক' ঊ বিখ্যাত গান 'পাগলাগারদ কোথায় আছে'। গানটা কিন্তু প্রথমে চিত্রনাট্যে ছিল না। তার অনুরোধেই সেই গান পরিচালক সিনেমায় ঢোকান। কাজ করেছিলেন ভাস্কর বসুর 'ঠাকুমার ঝুলি'তে ঊ সেখানে এক জায়গায় বলা হচ্ছে, 'কুড়মুড় খাই কুসুমের মুন্ডি/কুড় কুড় কুড় করে খাই অজিতের পিন্ডি।' সেই শব্দ তুলে ধরার জন্যে এক ঠোঙা লেড়ো বিস্কুট কিনিয়ে আনালেন। সেই বিস্কুট প্রত্যেকের হাতে দিয়ে বলা হল, মাইক-এর সামনে বিস্কুটে কামড় দিতে হবে। সেই আওয়াজেই তৈরি হল রাক্ষসখোক্কসের মুন্ডি-পিন্ডি খাওয়ার শব্দ। তাঁর পিতা ডাক্তার সনৎকুমার ঘোষ ছিলেন স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত চিকিৎসক ঊ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়-এর ছাত্র। তাই তিনিও ভর্তি হলেন আরজিকরে। হলেন ডাক্তার। কিন্তু ছোট থেকেই তবলাই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। সঙ্গীতাচার্য অনাথ বসু আর ওস্তাদ দ্রাবিড় খান ছিলেন তাঁর গুরু। কিন্তু পেশা করলেন গানকেই। কোনোদিনই করেননি ডাক্তারি। শিল্পীদের মধ্যে থেকে সেরাটা বের করে নিয়ে আসতে জানতেন। সেরা গান লেখার জন্যে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে কত বার লড়িয়ে দিয়েছেন। আর দুজনেই দিয়েছেন সেরাটা। দারুন বন্ধুত্ব ছিল উত্তম কুমারের সঙ্গে। উত্তমকাকু আর সুপ্রিয়াদেবীকে দিয়ে গানও রেকর্ড গিয়েছিলেন ;'এই মনজোছনায় অঙ্গ ভিজিয়ে এসো না গল্প করি'। মুম্বাই গিয়েছিলেন। কিন্তু ওখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি-মানসিকতার সঙ্গে মানাতে পারেননি। ফিরে আসেন কলকাতায়। তিনি রবীন মজুমদারকে নিজের বাড়িতে চকিৎসা করেন।

অশ্লীলতার দায়ে

নারায়ণ সান্যালের অশ্লীলতার দায়ে বইটি ওঁর বিভিন্ন বিখ্যাত লেখার ভিড়ে হারিয়ে যায়। কিন্তু ১৯৭৫ সালে লেখা এই বই সেই সময়ে শুধু না আজও কোথাও গিয়ে যেন প্রাসঙ্গিক। একটি বই বাজেয়াপ্ত হল অশ্লীলতার অভিযোগে। লেখক বহু পূর্বেই যদিও মারা গিয়েছেন কিন্তু প্রকাশককে হঠাৎই গ্রেফতার করা হয় বই প্রকাশের দুই দিন আগে। এরই মধ্যে একটি রেপের ঘটনাও আকস্মিকভাবে এর সাথে যুক্ত হয়ে যায়। বলা যায় যে রেপ করেছেন সে এই বই পড়েই এটা করেছেন, আদতে আসল অভিযুক্ত ওই বই। পরে কোর্টে কেস ওঠে এবং গল্প এগোতে থাকে। এই বইটিও নারায়ণ বাবুর বেশিরভাগ লেখার মতোই আরভিং ওয়ালেস এর দি সেভেন মিনিটস্ বইয়ের বঙ্গীকরণ। কিন্তু এখানেও তিনি বঙ্গের প্রেক্ষাপটে এই বই লেখার সময় তৎকালীন সময়কে অসাধারণ ভাবে তুলে এনেছেন। কোনটা শ্লীল আর কোনটা অশ্লীল এই মাপকাঠি কে ঠিক করবেন এবং কিসের ভিত্তিতে ঠিক করবেন এই প্রশ্ন বারংবার তিনি করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' নিয়ে চলা কেসের প্রসঙ্গও এসেছে। এসেছে আইনের বিভিন্ন দিকও। সাথে মানুষের মনস্তত্ত্বের কিছু দিক নিয়েও আলোচনার চেষ্টা হয়েছে যেখানে যৌন অক্ষমতা লুকোনোর জন্য লোকে অনায়াসে খুনের দায় নিতেও পিছপা হয় না। আসলে এই বই বহু আগে পড়া থাকলেও রেডিও মিলন এই পুজোয় অসাধারণ একটি অডিও ভার্সন এনেছেন এই উপন্যাসের। বিশ্বাসঘাতক, কাঁটা সিরিজ, নেতাজীকে দেখেছি ইত্যাদি বিখ্যাত বইয়ের ভিড়। এছাড়াও ১৯৮৩ সালে একটি চলচ্চিত্রও হয়েছিল এই বইকে ভিত্তি করে একই নামে। প্রসঙ্গত মূল ইংরেজি বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে এবং নারায়ণ বাবুর বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। কিন্তু ১৯৬৮ সালে বাংলা সাহিত্য আবারও কাঠগড়ায় ওঠে প্রজাপতি উপন্যাসের হাত ধরে। অশ্লীলতার দায়ে এই বই নিষিদ্ধ করবার দাবি ওঠে এবং ১৯৭৩ সালে এই কেস ওঠে সুপ্রিম কোর্টে। এই কেসের বিভিন্ন তথ্য, বক্তব্যের সাথে নারায়ণ বাবুর উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের চিন্তাধারা, কথোপোকথন ইত্যাদির বেশ মিল পাওয়া যায়। আর মজার ব্যাপার এই যে প্রজাপতির মুখ্য চরিত্র সুখেন, নারায়ণ বাবুর উপন্যাসে যে যুবক রেপ কেসে অভিযুক্ত হয় তাঁর নামও সুখেন। হয়তো এই জিনিস কাকতালীয় কিন্তু ওই আর কি আমার সামান্য পাঠক মস্তিষ্কে সবই এক সুতোয় যেন বাঁধা পরে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

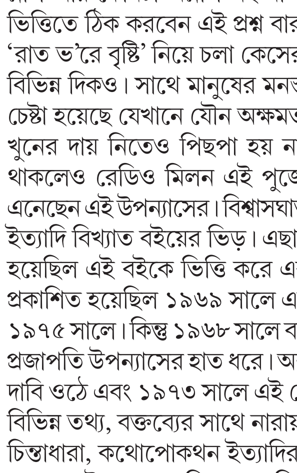

সাধনা করতে হবে। সাধনায় যিনি সিদ্ধি লাভ করবেন তিনি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি হন ঈশ্বরের সন্তান। বুদ্ধদেব থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণদেব সবাই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পান বলেই তারা ভগবান হতে পেরেছেন। মানুষ সত্যিই ভগবান হতে পারে যদি তিনি সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন। সিদ্ধি লাভ করতে পারলেই অসম্ভবকে সম্ভব করা যেতে পারে। সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়া সম্ভব। কী করে অসম্ভব কাজকে অতি সহজে কাজে পরিণত করা যেতে পারে তা তিনি বলতে পারেন যার মধ্যে ক্ষমতা রয়েছে। তিনি অপরাজেয়।

বিবেকানন্দ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে।

কর্মবীর বাংলার বাঘ উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রকুমার শীল

ইংরেজিতে;Intellectual giant ; বলে যে শব্দবন্ধটি পাওয়া যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীর একজন বিরাট প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর সমকালীন বাংলা তথা

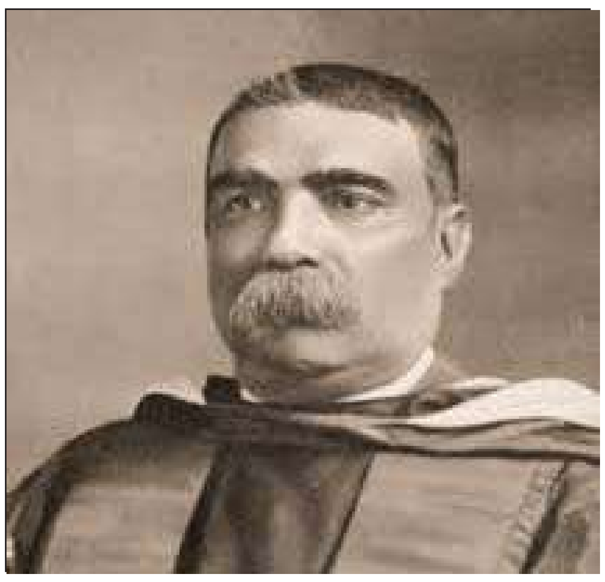

ভারতবর্ষে তাঁর তুল্য প্রতিভাবান ব্যক্তি অন্য কেউ ছিলেন কিনা; সেবিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। একইসাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে; রবীন্দ্র-প্রতিভা, বা জগদীশচন্দ্র কিংবা প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা অথবা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বহুভাষাবিদ হরিনাথ দে ও চন্দ্রশেখর রমণ প্রমুখের প্রতিভা আর আশুতোষের প্রতিভা ঠিক সমগোত্রীয় ছিল না। এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভার যে ঐতিহাসিক পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন, সেসব নিঃসন্দেহে ভারতীয় জাতির কাছে চিরকালের গর্বের একটা জিনিস হয়ে থাকবে। তবে নিজের সমকালীন অনেকের প্রতিভার সঙ্গে আশুতোষের প্রতিভার মূল পার্থক্য এটাই ছিল যে, তাঁরা প্রত্যেকেই এক-একটি ক্ষেত্রে দিকপাল ছিলেন আর আশুতোষ সেখানে সত্যিই একজন; 'ইনটেলেকচুয়াল জায়ান্ট' ছিলেন। তাই সেযুগের বা পরবর্তী সময়ের কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে তো বটেই, এমনকি অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষেও আশুতোষের সেই গগনস্পর্শী প্রতিভার পরিমাপ করাটা নিতান্তই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রতিভার একটা লক্ষণ ছিল যে, তিনি তাঁর সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন এবং বর্তমান কালকে দূর-দূরান্ত কালের মধ্যে সম্প্রসারিত করে দেওয়াটা তখন একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই শিক্ষার কথা ধরা যেতে পারে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, শিক্ষা-শিক্ষা-শিক্ষাই ছিল তাঁর মূল মন্ত্র। কেমন করিয়া আমাদের দেশের সর্বত্র জ্ঞান বিস্তার হয়, সুদূর পল্লীর নিভৃত কুটীরের দীন কৃষকও শিক্ষালাভ করে, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা।

ঢাকার জগন্নাথ কলেজের সেক্রেটারি চন্দ্রকুমার দত্ত একবার আশুতোষকে পরীক্ষায় পাশের হার কমিয়ে দেওয়ার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন; পাশ না কমালে তো আর রক্ষা নেই! এর উত্তরে আশুতোষ সেদিন তাঁকে বলেছিলেন, দশটা কলেজ করুন না।। আমি চাই দেশে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ুক; ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেনি, বাংলা দেশে এমন কেউ যেন না থাকে। আমাদের দেশের ঘরে-ঘরে, পল্লীতে-পল্লীতে শিক্ষা বিস্তার করতে হবে।

শিক্ষা বিস্তার করতে হবে; এই যে তাঁর চিন্তা, তাঁর সময়ের হিসেবে এটা কিন্তু খুব একটা সহজ চিন্তা ছিল না। সেযুগে দূর কালকে কতটা পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারলে একথা ভাবা এবং বলা সম্ভব ছিল, সেই ক্ষমতা শুধুমাত্র আশুতোষের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। তিনি যে একজন প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন, এটাই সেটার একটা ঐতিহাসিক নজির। তিনি যদি সত্যিই একজন প্রতিভাধর পুরুষ না হতেন, তাহলে আশুতোষের কল্পনা কখনই এরকম একটা ভাব নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনকার্যে প্রযুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। বর্তমানে প্রায় সকলেই জানেন যে, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পরে সেখানে জ্ঞানানুশীলন করবার জন্য পৃথিবীর সর্বজাতির কাছে আহবান জানিয়েছিলেন এবং এই দেশের ছাত্রদের মধ্যে নানা বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য নানা দেশীয় অধ্যাপকদের নিযুক্ত করেছিলেন। দেশ-বিদেশের সুধিরা তখন আশুতোষের সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। আশুতোষের আগে ও পরে বহু গুণী এবং যোগ্য ব্যক্তিরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদে আসীন হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর উত্তুঙ্গতাকে এখনও পর্যন্ত কেউ কি স্পর্শ করতে পেরেছেন? অতীতে এই প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছিলেন,' আশুতোষের পূর্বে আরো দু'-চারজন বাঙালী বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্ণধার হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই এমন করিযা বিশ্ব বিদ্যালযের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তিনি কর্মী ছিলেন; কাল্পনিক ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি শুধু সম্মুখেই ছিল না, বহুদূরে ছিল। আলোক যেমন পলক মধ্যে নিবিড় অন্ধকারকে দূর করিয়া দিয়া সম্মুখের দিকটা দীপ্ত করিয়া তোলে তেমনি আশুতোষের দৃষ্টি; কোন সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি নিবন্ধ রাখিয়া ধীরে ধীরে গঠনকার্যে নিযুক্ত থাকিত। বহুদূর ভবিষ্যতের অন্ধ জগৎও সে দীপ্ত মহিমার আলোকে আলোকিত হইয়াছিল।

তাই এহেন ব্যক্তি যদি প্রতিভাধর বলে সম্পূজিত এবং স্বীকৃত না হন, তাহলে সেই গৌরব অন্য কার প্রাপ্য হতে পারে?

এছাড়া আশুতোষের প্রতিভার অন্যদিকও রয়েছে। তিনি প্রচণ্ড কর্মীপুরুষ ছিলেন। অতীতে এই প্রসঙ্গে বিচারপতি র‍্যাঙ্কিন, যিনি কলকাতা হাইকোর্টে আশুতোষের একজন সতীর্থ ছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "The daily outturn of Sir Asutoshós work was a moral to others– to one and all."

ইংরেজিতে; 'man of action ;বলে একটা কথা রয়েছে; এই কথাটির নিগূঢ় মর্ম যাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁরা অনায়াসেই বুঝতে পারবেন যে, কর্মী পুরুষ হওয়াটা খুব একটা সহজ কথা নয়। অতীতে আশুতোষের কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্যম দেখে সাধারণ মানুষ রীতিমত বিস্মিত হতেন। নানা বিচিত্র ও দীর্ঘকালস্থায়ী কর্মের মধ্যে তিনি; আক্ষরিক অর্থে সর্বদা ডুবে থাকতেন। বর্তমান প্রজন্ম যেহেতু তাঁকে দেখেননি, তাই তাঁরা কিছুতেই ধারণা করতে পারবেন না যে তাঁর কর্মের বহুমুখীনতা, ব্যাপকতা এবং জটিলতা ঠিক কিরকম ছিল। তিনি যেন কর্মের ও ইচ্ছাশক্তির একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন। এই কারণেই তাঁকে নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছিলেন, নিবিড় কর্ম-স্রোতের মধ্যে তাঁহার বৃথা অপব্যয় কবিবার যত তিলমাত্র সময় ছিল না। অথচ প্রত্যহ প্রায় অর্ধশত লোক তাঁহার রসা রোডের বাড়ির বাহিরের ঘরটার বারান্দায় অপেক্ষা করিত। কোন কার্ড দিয়া কাহাকেও ঢুকিতে হইত না। ধনী, দরিদ্র, সাহেব, উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী, রাজা, মহারাজা প্রভৃতি অনেকেই যাইতেন; এই দর্শন -উৎসবে কাণা, খোঁড়া, গরীব ও সচ্ছল অবস্থার লোকের কোন ভেদ ছিল না। আশুবাবু বাহিরের ঘরটায় ঢুকিয়াই যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া লইতেন, তারপর বড় চেয়ারে বসিতেন। যাঁহাদের সঙ্গে একটু বেশি কথা কওয়ার দরকার, তাঁহাদিগের প্রতি প্রথমতঃ মনোযোগ দিতেন না। অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইলে নিভৃতে লইয়া গিয়া আলাপের পর তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেন। কিন্তু কাহারো সঙ্গে বেশি ক্ষণ কথা কহিবার প্রয়োজন হইত না, ঠিক কাজের কথা জানিতে চাহিতেন, দীর্ঘ প্রস্তাবের সুযোগ দিতেন না। তারপর এক-একটি লোককে তাঁহার বড় চেয়ারটার কাছে ডাকিয়া আনিতেন এবং দুই-এক মিনিট মধ্যে ঠিক, কাজের কথা শুনিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত ও একান্ত বাহুল্য-বর্জিত উত্তর দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিতেন। এইভাবে এক-একটি করিয়া সকলের কথা শুনিতেন এবং সকলেরই কথার জবাব দিয়া তাঁহাদের যাত্রা সার্থক করিতেন। কেহ এমন কিছু বলিবার সুবিধা পাইতেন না যে, আজ বড় ভিড়, কোন কথা পাড়িবার সুযোগ হইল না। তাঁহার গৃহটি ঠিক কর্মক্ষেত্র ছিল; উহা বাজে কাজে বা বাজে কথার আড্ডা ছিল না। বড় চেয়ারটার এত কাছে এবং এত মৃদু স্বরে কথা বলিতেন যে, একজনের সঙ্গে কি কথা হইল, তাহা অপরে জানিতে পারিত না। এইভাবে এতবড় ভিড় তিনি সামলাইয়া লইতেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির গুণে তিনি এত লোকের মধ্যে একটি লোকেরও কথা ভুলিয়া যাইতেন না, যাঁহাকে যাহা বলিতেন, ঠিক সময়ে ঠিক তাহা করিতেন; তাঁহার কথা অব্যর্থ ছিল। তাঁহাকে কখনো বলিতে শুনি নাই, 'মহাশয়, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আর একদিন আসবেন।' প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন কর্মবীর।

কলকাতার কচুরি এখন বাংলা বিখ্যাত হয়েছে

সোমেন চন্দ্র

কলকাতার কচুরি বৃত্তান্ত। সকাল সাড়ে আটটা। হলুদ রোদ মাখা শ্যামবাজার মোড় থেকে ট্রামগাড়ি বাঁক নিচ্ছে ছায়াঝরা বিধান সরনীর দিকে। কর্চরিকার দেখা পেতে হলে, এটাই সেরা সময়। কর্চরিকা আদি নাম। আর এখন, কচুরি। যার গল্প শুরু করতে হলে, উত্তরের কলকাতায় পা রাখতেই হবে।

হরিদাস মোদক ঃ শ্যামবাজার মোড়েই পাশাপাশি দুই হরিদাস মোদকের দোকান। তার মধ্যে যে দোকানটা একটু পুরনো দেখতে, সেখানে একবার ঢুকে পড়লেই, কেমন যেন চুপচাপ হয়ে যায় চারপাশ। কাঠের বেঞ্চ-টেবিল। রঙচটা দেয়ালে মহাপুরুষদের বাঁধান ছবি, রজনীগন্ধার সরু মালা ঝুলছে সেখানে। কলকাতার আকাশ যখন আরো একটু নীল ছিল, ধুতি পরা যুবকের দিকে যখন কেউ অবাক হয়ে ঘুরে তাকাত না, যেন সেই হাওয়া বাতাস আজও থমকে আছে এখানে। আর, আধো আবছায়া থেকে ঝুড়ি হাতে একজন এগিয়ে আসছে আপনার দিকে। সবুজ কলাপাতায় ঘিয়েরঙা দুটি কচুরি থিতু হল তারপর। তার সঙ্গে হাতা ভরা ছোলার ডাল। নাহলে খোসা সমেত আলুর তরকারি। রসিক মাত্রেই জানেন, শ্রীরাধিকা যেমন বৃন্দাবনচন্দ্রের হ্লাদিনীশক্তি, কচুরির সঙ্গে ডাল বা তরকারির সম্পর্কও ঠিক তাই। আমরা যুগল বড় ভালবাসি। সে যাই হোক, এই দোকানে কচুরি মিলবে শুধু সকালে। তারপর লুচি। অভিধান বলছে, ডালের পুর দেওয়া ভাজা খাবারই হল কচুরি। সেভাবে দেখলে, ছোলার ডালের পুরীকেও কচুরি বলতে হবে। কিন্তু না। খাঁটি কচুরিতে কাঁচা বিউলির ডাল আর হিঙের পুর ছাড়া অন্য কিছু চলবে না। আবার ঐ একই পুর যখন পাঁচফোড়ন দিয়ে ভাজা হয়ে ময়দার লেচিতে ভরা হবে, তখন তার নাম রাধাবল্লভী। শীতের কথা আলাদা। তখন কড়াইশুঁটির পালা। এসব কথার ফাঁকে, পাঁচ মাথার মোড় ছেড়ে পানসি ভিড়েছে বাগবাজারে, পটলার ঘাটে। বাগবাজারে যখনই ঢুকেছি, রাস্তার দু'পাশে সাজানো থরে থরে কচুরি দেখে একটাই কথা মনে হয়েছে, এত কচুরি খায় কারা! উত্তর মেলে না। শুধু ভোজবাজির মতো খালি হয়ে যায় ঝুড়ির পর ঝুড়ি। কিন্তু, এই ভিড়েও পটলার কচুরির হিসেবনিকেশ আলাদা। সে অটল হিমাদ্রীসম। দেখতে দেখতে তিরানব্বই বছর পার করে দিল এই ছোট্ট দোকান! কাচের শো কেসের ওপারে, বাবু হয়ে বসে আছেন দিব্যেন্দু সেন। এখনকার মালিক। চোখে ঋত্বিক ঘটকের সেই কালো ফ্রেমের চশমা।

-'কে শুরু করেছিলেন দোকান?'

-'আমার ঠাকুরদা, শশীভূষণ সেন।'

-'তিনিই কি পটলা?'

-'না। পটলা তাঁর ছেলে। আমার কাকা। ভালো নাম কার্তিক সেন।

টুকরোটাকরা কথার ফাঁকে হাত চলছে সেনবাবুর। কচুরী আর ছোট আলুর তরকারি, শালপাতার বাটিতে ছড়িয়ে পড়ছে হাতে হাতে। বিকেলে এখানে রাধাবল্লভী পাবেন। দুটি বল্লভী, দু'টুকরো আলুর দম। পাকা খদ্দের ভুলেও কোনোদিন একটুকরো আলু বেশি চাইবে না। চাওয়াটা ভব্যতা নয়। যা দেওয়া হয়েছে, একেবারে ঠিকঠাক। ঐ আলুর দম বাজার খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

এবার সুকিয়া স্ট্রিট। মোড় থেকে কয়েক পা এগোলেই, গীতিকা। সরু একফালি দোকানে, কাঠের পাটাতনে বসে একটানা কচুরি বেলে চলেছেন একজন। পাশেই ময়দার তাল ঠাসা চলছে। এখানে কচুরি পাওয়া যায় যেকোন সময়। হিঙের কচুরি। আলুর তরকারি আর চাটনি মাখিয়ে মুখে দিলে কী হবে, বলি কেমনে! এই দোকান শুরু করেছিলেন গনেশ দলুই। মুড়ি, বাতাসা, তেলেভাজা আর কচুরি। এখন দোকান শঙ্কর দলুইয়ের হাতে। কণ্ঠি পরা শ্যামল মানুষটি। ঝকঝকে কথাবার্তা। ভুরু একটু কুঁচকেই বলেছিলাম, 'হিঙের দাম তো অনেক। দিচ্ছেন কীভাবে?' মিডল স্ট্যাম্প ছিটকে গেল আমার।

-'না দিলে হিঙের কচুরি হবে কী করে!' হাসছেন শঙ্কর দলুই। গণেশ দলুইয়ের নাতির নাতি। শিক্ষা আমার পুরো হয়নি এখনো, বললাম, 'কতদিনের দোকান? একশো বছর হবে?' আবার সেই হাসি, 'আমারই তো পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল'

কলকাতায় কচুরির খোঁজ সাঙ্গ করা, আর পিছনদিক করে এভারেস্টে ওঠা, দুটোই একরকম। তবু এই ঝাঁকি দর্শনে, একটু অন্যরকম স্বাদের কথা বলতে ইচ্ছে করছে এবার।

ধর্মতলায়, কর্পোরেশন আর চাঁদনির ক্রসিঙে থমকে দাঁড়িয়েছি বারবার। পাশাপাশি দুটো অবাঙালি কচুরির দোকান। যেকোনো একটায় ঢুকে পড়লেই হল। তবে এখানে কচুরির থেকেও টানটা বেশি কাঁচা লঙ্কার আচারের দরুন। আচারের মোহ। বলে। এরকমই একটা দোকান হল ভবানীপুরের শ্রীহরি। এটাসেটা মিষ্টি আছে হরেকরকম। কিন্তু ভিড়টা হল কচুরি আর রাধাবল্লভীর। শ্রীহরি কখনো ফাঁকা দেখেছি, এরকমটা ঠিক মনে পড়েনা। এখানেও আসল চাহিদাটা বোধহয় ছোলার ডালের। ১৯১২ সালে এই দোকান শুরু করেছিলেন সন্তোষকুমার গুঁই। কিছু বলা হল। শ্যামবাজারের দ্বারিক, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে মহারানি।

প্রিন্স দ্বারকানাথের ব্যবসা বাণিজ্য

জীবনতারা হালদার

এই বাঙালি কোম্পানির সেরেস্তাদার উত্তরণের এই কাহিনী মোটেও রূপকথার গল্প নয় বরং বলা যায় উনবিংশ শতকের তিনের দশকে যখন বহু বিলিতি মার্চেন্ট হাউসগুলোয় লালবাতি জ্বলেছে তখন তাঁর ব্যবসায় উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। শুধু মিডিয়া ব্যারন বললে ভুল হয় আদপে তিনি

বিজনেস টাইকুন। ব্যাঙ্কের সঙ্গে বাঙালির যোগসূত্র থেকে ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে রেলপথের স্বপ্ন দেখা, সংবাদপত্রের উন্নতি সাধন তাঁর নাম যে সব কিছুর সঙ্গে। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। শিল্পপতির শিরোপা তাঁর পাওনা । একটা সময় ছিল যখন দ্বারকানাথের বেঙ্গল কোল কোম্পানি ভারতে উৎপাদিত সেরা কয়লার ৬০-৭০ শতাংশ উৎপাদন করত। কোম্পানিতে সেই আমলে কাজ করতেন ৫০০০খনি কর্মী ও নয় হাজার বোট কর্মী। যারা নদীপথে কলকাতায় কয়লা নিয়ে আসতেন। চা থেকে,নুন, চিনি সব ব্যবসা যেন তাঁর হাতের পুতুল যেখানে হাত লাগিয়েছেন সেখানে সোনা ফলেছে।শুধু তাই নয় ইস্ট ইন্ডিয়ান রেল কোম্পানির সাথে পাল্লা দিয়ে তিনি গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেল কোম্পানি খোলবার পরিকল্পনা পাকাপাকি করে ফেলেছিলেন।

দ্বারকানাথের ব্যবসায়িক জীবনের বিস্তারিত খবর বেঙ্গল হরকরায় প্রকাশিত হত। দ্য ইংলিশম্যান কাগজ প্রতিষ্ঠিত হলে মূলধন যোগান দেন দ্বারকানাথ। মিডিয়া ব্যারন হয়ে তিনি থামতে চাননি বরং সবসময় লক্ষ ছিল বিজনেস টাইকুন হবেন। পার্শি ব্যবসায়ী রুস্তমজী কাওয়াসজির সঙ্গে ১৮৩৬সালে দ্বারকানাথ ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানি খুললেন,তিন বছরে এখানে ছত্রিশটা জাহাজ সারাই হয়। অবশ্যই তাঁর স্মরণীয় কৃতিত্ব কার টেগোর কোম্পানির প্রতিষ্ঠা। ছ'খানা জাহাজের মালিক ছিলেন দ্বারকানাথ সঙ্গে আরও অনেক জাহাজের এজেন্ট।

পরিকল্পনা করেছিলেন স্টিম ফেরি ব্রিজ -এর, সেই সময় মাত্র সাত মিনিটে গঙ্গার এপার থেকে ওপারে পৌঁছে যাবে,প্রতিবারে অন্তত ১১০০ যাত্রী পারাপার করবেন।নানা কারণে সেই প্রচেষ্টা ভণ্ডুল হয়,যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয় দ্বারকানাথের মৃত্যুর পরে আরও প্রায় তিরিশ বছর যখন গভর্নমেন্ট ১৮৭৭সালে হাওড়া - কলকাতার যাত্রীদের জন্য ২লক্ষ ২০হাজার পাউন্ড খরচ করে পল্টন ব্রিজ করে দেন। এদেশের নদীপথে বাষ্পচালিত জাহাজ কোম্পানি পরিচালনার কৃতিত্ব দ্বারকানাথের।বীমা ব্যবসায়ে নেমে ওরিয়েন্টাল লাইফ অ্যাসুরেন্স সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন । কিছুদিন পরে আরও বড় একটি বীমা কোম্পানি,নিউ ওরিয়েন্টাল লাইফ অ্যাসুরেন্স কোম্পানি।

দ্বারকানাথ বিখ্যাত এজেন্সি হাউস ম্যাকইটনস কোম্পানির সাথে জড়িয়ে পড়েন। এই ম্যাকইনটনস আর দ্বারকানাথের আত্মীয় গোপীমোহন ঠাকুর সেকালের বিখ্যাত 'কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক' এ জড়িত ছিলেন।

ওই ব্যাঙ্ক থেকে আর একটি ব্যাঙ্ক তৈরি হয় ১৮২৮সালে নাম ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের শেয়ার ছাড়া হলে তিন সপ্তাহে ১৮১জন ধনপতি ১১লক্ষ টাকার ৪৪৪টি শেয়ার কেনেন। ব্যাঙ্কের ১৫জন ডিরেক্টরের মধ্যে তিন জন ছিলেন বাঙালি।

আইনের প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল বলে জানা যায় না, তবে একসময় রবার্ট কাটলার ফার্গুসনের থেকে আইন শিখে তাঁর লিগ্যাল এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন দ্বারকানাথ, বড় বড় জমিদারদের আইনী পরামর্শ দিতেন বিনিময়ে দুহাত ভরে অর্থ উপার্জন করেছেন।

ছ'খানা জাহাজের মালিক ছিলেন দ্বারকানাথ সঙ্গে আরও অনেক জাহাজের এজেন্ট। দু'বার বিলেত গিয়েছেন, ফরাসী সম্রাট লুই ফিলিপের রাজ দরবারে বিপুল অভ্যর্থনা পেয়েছেন। মানুষ হিসেবেও দ্বারকানাথ মুক্তমনা। আসুন ছোট্ট একটা কাহিনী না বললে দ্বারকানাথ সম্পর্কে সব বলা হয় না। তাঁর বয়স যখন মাত্র তেরো বছর, পিতৃহীন হলে মা জননী অলকাসুন্দরী শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরেছিলেন।

অলকাসুন্দরী বাঁচতে চেয়েছিলেন। তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গঙ্গাযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। বেঁচে থাকার জন্য তাঁর মনে ছিল তীব্রতর আকাঙ্খা। অলকাসুন্দরী কে দ্বারকানাথ প্রাণের অধিক ভালবাসতেন বললে কম বলা হয়। তাঁর প্রতি ভক্তিবশত তিনি স্বেচ্ছায় অনেক বিধিনিষেধ মেনে নিতেন।

বাড়ির লোকের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, হতাশ অলকাসুন্দরী বলেছিলেন যদি দ্বারকানাথ বাড়িতে থাকিত, তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস না। তিনি সত্যিই বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন,এই জীবন পিপাসা স্বাভাবিক। সেই সময় কেউ বাড়িতে মারা যেতেন মনে করা হত তাঁর আত্মার সদগতি হবে না, অতএব মৃতপ্রায় মানুষদের অনেককে গঙ্গাযাত্রা করানো হত, এবং ওই মৃতপ্রায় মানুষকে বলা হত গঙ্গাযাত্রী। মায়ের গঙ্গাযাত্রা অবশ্য রুখে দিতে পারেন নি দ্বারকানাথ কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী দিগম্বরী যখন মৃত্যুশয্যায় কারও আর দুঃসাহস হয়নি গঙ্গাযাত্রার কথা বলতে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কলকাতার সেরা বৈদ্য, ডাক্তার ডেকে নিজের স্ত্রীর চিকিৎসা করেছিলেন।

স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতেন দ্বারকানাথ, আক্ষরিক অর্থেই তিনি স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। অবশ্য দিনের শেষে বলতে হয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সৌভাগ্যের সূচনাও তাঁর হাত ধরেই হয়।

পাঠকদের দরবার 'পথের পাঁচালী লেখক'

গোপেন মল্লিক

যেদিন বিভূতিভূষণ ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন পরলোকে,সূর্য পশ্চিমে ঢলছে, নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন বিভূতিভূষণ। দাদাকে ফেরাতে ওষুধ -ইনজেকশানে গলদঘর্ম নুটু চেষ্টা করছেন আর হতাশ হচ্ছেন যেন। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশঙ্কার ছায়া দুলতে থাকল গৌরীকুঞ্জের 'পরে। আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছেন বিভূতিভূষণ। নুটু এক দাগ ওষুধ এনে দাঁড়ালো, 'দাদা! ধীরে ধীরে চোখ মেললেন তিনি। ছোট ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, কী ওটা? ওষুধ, খেয়ে নাও দাদা।' ওষুধ! থাক নুটু। ক্ষীণকণ্ঠ। টেনে টেনে বললেন, তুই বরং আমার কাছে বোস। নুটু অবশ্য দু' পা দূরেও যাচ্ছেন না। কল্যাণী তো আছেনই। কী একটা ওষুধ মালিশ করছেন পেটে। যমুনা এটা-ওটা এগিয়ে দিচ্ছেন। আর তার ফাঁকে বাবলুকে সামলাচ্ছেন ও-ঘরে। নুটু বসে আছেন বিছানার পাশে। তাঁর দিকে তাকিয়ে বিভূতিভূষণ বললেন, আমরা কত ভাইবোন ছিলেম-না রে। আজ কেবল তুই আর আমি। এর পর তুই একলা। চোখের পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল বিভূতিভূষণের। দাদা। ধমক দিতে গিয়ে নুটুও কেঁদে ফেলেন। নিজেকে সামলে নিতে পারছেন না তিনি। তবু তিনি ডাক্তার। বুক বাঁধতে চেষ্টা করেন। -আমার কথা রাখবে না দাদা? নুটুর হাতখানা বুকের পরে টেনে নিলেন বিভূতিভূষণ। ছোট ভাইয়ের হাত! তবে ওষুধটা খাও।

দে। হাঁ করে ওষুধটা খেলেন। তার পরে করুণভাবে মিনতি, আর আমাকে ওষুধ খেতে বলিসনে ভাই। তুই বরং এক কাজ কর। ঘরে গীতা আছে, তুই পড়, আমি শুনি। গীতা হাতে নিয়ে নুটু জিজ্ঞেস করলেন,কোন্ অধ্যায় পড়ব দাদা? বিশ্বরূপ দর্শন-একাদশ অধ্যায়। চোখ বুজে আবার যেন ধ্যানমগ্ন হলেন তিনি। নুটু পড়ে চললেন। একে একে ষোড়শ শ্লোক পর্যন্ত পড়ে তাঁর মনে হল, ব্যাখ্যাটাও পড়ে যাই। কিরীটিধারী, গদাচক্রহস্ত, সর্বত্র তেজঃপুঞ্জস্বরূপ দুর্নিরীক্ষ্য, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাময় এক অপ্রমেয় পুরুষকে সর্বদিকে অবলোকন করছি। নুটু বাঙলা বলে যেতেই বিভূতিভূষণ আবার চোখ খুললেন। বললেন, ব্যাখ্যার দরকার নেই। ওতে সময় বেশি যাচ্ছে। তুই শুধু পড়ে যা। মর্ত্য থেকে অমর্ত্যলোক বিস্তারী এক জ্যোতির্বলয় যেন রচিত হল সে মন্ত্রে। যেন পরম পথিকের মহাযাত্রার আয়োজন শুরু হয়েছে গৌরীকুঞ্জে। এমন সময় স্বামী প্রজ্ঞানন্দ এলেন। নিমীলিতনেত্র হলেও যেন বুঝতে পারলেন বিভূতিভূষণ। অস্ফুট কণ্ঠে আহ্বান জানালেন স্বামীজিকে। সৌম্যমূর্তি স্বামী প্রজ্ঞানন্দও যেন কিঞ্চিৎ ব্যথাতুর। ওঁর শিয়রে বসে মুখ, ললাট-সমগ্র অবয়ব অবলোকন করলেন। কী দেখছেন স্বামীজি? কল্যাণী যেন কোন দৈববাণী শুনতে চাইছেন। সে কথার উত্তর দিলেন না স্বামীজি। বোধহয় উত্তর নেই। বাংলার লেখকেরা বহু কষ্ট করে জীবন অতিবাহিত করতেন। কবিরা তো বলতে গেলে পয়সা রোজগার করতে পারতো না। তবে সবাই বাংলা কবিতা এবং গল্প লিখতে ভালোবাসতো। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনে বহু সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি খেলাত ঘোষ স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটি ইন্সটিটিউটের চাতালে শুয়ে রাত কাটিয়েছেন। কেউ পয়সা দিলে তবেই খেয়েছেন। তারপরে তিনি কাজ নিয়ে ঘাটশিলা চলে যান।

তুফানগঞ্জ শহরে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সামনেই চলল তান্ডব

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুর ধর্ষণ কান্ড নিয়ে যখন রাজ্যজুড়ে তোলপাড় সোমবার দুর্গাপুর কান্ড সহ একাধিক অভিযোগ তুলে বিজেপির তরফে তুফানগঞ্জ থানায় স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি

ছিল। সোমবার সকালে সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতে তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়িকা যখন তুফানগঞ্জ শহরের দলীয় কার্যালয়ে আসেন সেই সময় তাকে ঘিরে গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। এমনকি বিজেপি বিধায়িকাকে ডাইনি বুড়ি গো ব্যাক স্লোগান দেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। উল্লেখ্য এই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল পুলিশ। এরপর বচসা বাধে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। অভিযোগ তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ব্যাপক মারধর করে। কার্যত দলীয় কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। লাঠিসোটা হাতে নিয়ে রীতিমতো তাণ্ডব দেখার তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। উল্লেখ্য এই সমস্ত ঘটনা পুলিশের সামনেই ঘটে ফলে স্বভাবতই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে বিস্তার প্রশ্ন। পরবর্তীতে কাঁচের বোতল এবং পাথর দিয়ে ঢিল ছড়ানো অভিযোগ তৃণমূলের দিকে। ঘটনায় ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে এলাকা। পরবর্তীতে বিরাট পুলিশ বাহিনী এসে উপস্থিত হয় বিজেপি তুফানগঞ্জ কার্যালয়ের সামনে। দু পক্ষই একে অপরের দিকে স্লোগান দিতে থাকেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় বেসে পড়েন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। মহিলা সমর্থকরা রাস্তায় শুয়ে পড়েন। গত সপ্তাহের উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যার পরিস্থিতির মধ্যে বিরোধীরা যখন বারংবার বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন ত্রান দিতে তখন তাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে শাসকদলের পক্ষ থেকে। একই ছবি সোমবার দেখা গেল তুফানগঞ্জে। যদি এরপর পুলিশ ঘটনা স্থলের দলীয় কার্যালয় থেকে বিধায়িকাকে বের করে দেন এরপর মালতি রাভা রায় শালবাড়ি উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তার কিছুক্ষণ পর পুনরায় বেশ কিছু কর্মী সমর্থক নিয়ে তিনি আবার তুফানগঞ্জ শহরের দলীয় কার্যালয়ের সামনে আসেন। ফলে স্বভাবতই তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরাও জমা হতে থাকে। অভিযোগ এরপরই পুলিশের সামনে দু পক্ষের মধ্যে লাঠি দিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় বিজেপির তুফানগঞ্জ বিধানসভার কো কনভেনার নিখিল গাবুয়া আহত অবস্থায় বর্তমানে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যদি এই প্রসঙ্গে তুফানগঞ্জ শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি গৌতম সরকার বলেন - গত বিধানসভা ভোটের পর থেকে বিধায়ককে দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি শুধু আসে না আর চলে যান। একটা ইট বা পাথর দিয়েও কোন কাজ তিনি করেননি মানুষের পাশে তো দূর অস্ত। তিনি আরো বলেন - রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় উন্নয়ন চলছে এর মাঝে তিনি তুফানগঞ্জে এসে তুফানগঞ্জকে অশান্ত করার চেষ্টা করছেন। তাকে প্রশ্ন করা হয় বিজেপির ঘোষিত কর্মসূচি নিয়োগ তিনি বলেন এই কর্মসূচি নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই তবে উনি তুফানগঞ্জে আসবেন উস্কানিমূলক কথা বলবেন আর আমাদের কর্মী সমর্থকদের নামে মিথ্যে মামলা দেবেন তা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। তিনি আরো বলেন এখানে শুধু তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা নয় সারা তুফানগঞ্জের সাধারণ মানুষ এসেছে আজকে ওনাকে তুফানগঞ্জ ছাড়া করতেন। যদিও এই প্রসঙ্গে চরম সুর চরান তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়িকা মালতি রাভা রায়। মালতি রাভা রায় বলেন - রাজ্যে গণতন্ত্র নেই। পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে পুলিশের সামনেই শাসক দল তাণ্ডব চালাচ্ছে আর পুলিশ তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। তিনি আরো বলেন, আমাদের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি ছিল অথচ পুলিশের সামনেই তৃণমূলের গুন্ডারা গুন্ডা গিরি করছে আর পুলিশ তাদের প্রটেকশন দিচ্ছে। আমাদের কর্মীদের আক্রান্ত করা হয়েছে তারপরেও নির্বিচার পুলিশ। তিনি বলেন সাধারণ মানুষ দেখছে হেরে যাওয়ার ভয়ে যে বিপুল পরিমাণ অশান্তি করছে তৃণমূল কংগ্রেস আগামী ২৬ -এর বিধানসভা ভোটে সাধারণ মানুষ তার উত্তর দেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিধানসভা ভোটের এখনো বাকি রয়েছে অনেক সময় তার আগেই যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিরোধীরা আক্রান্ত হচ্ছে তাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে তা গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেই সুখবর নয় এমনটাই মত রাজনৈতিক মহলের। গতকাল তুফানগঞ্জ লাগোয়া নাটাবাড়ি কেন্দ্রে বিজয়া সম্মেলনি করতে এসে বিরোধীদের কবর দেওয়ার কথা বলেন শাসকদলের কোচবিহারের জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। অপরদিকে কোচবিহারে তৃণমূল সাংসদ বলেন যাতে বিজেপি মিটিং মিছিল করে ঘর থেকে বেরোতে না পারে। ঠিক তার একদিন পর তুফানগঞ্জের এহেন ঘটনা তাহলে কি তারই প্রতিফলন ? অপরদিকে পুলিশের সামনে কিভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে তা নিয়ে উঠছে বিস্তর প্রশ্ন ? তবে পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে আগামী নির্বাচন কতটা সুস্থভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব তা নিয়ে চিন্তিত সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক কর্মী সমর্থকেরা।

কালীপুজো ও দীপাবলি, আইনশৃঙ্খলা এবং শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর ঃ কালীপুজো ও দীপাবলিকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা এবং শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে আগামী বুধবার আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে শহরের সব কালীপুজো উদ্যাপন কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসবেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা। উৎসবের দিনগুলিতে শহরে শব্দবাজি রুখতে কঠোর পদক্ষেপ, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে মাইক বাজানোর সময়সীমা নিয়ন্ত্রণ, দূষণরোধ এবং প্রতিমা বিসর্জন সংক্রান্ত নিয়মাবলি প্রসঙ্গে পুজো কমিটিগুলিকে অবগত করা ওই বৈঠকের উদ্দেশ্য। কলকাতা হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই দীপাবলির রাতে শব্দদূষণ রোধে ৯০ ডেসিবেল সীমা বেঁধে দিয়েছে। সেই নির্দেশের বাস্তবায়ন নিয়েই আলোচনা হবে বৈঠকে।

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-**WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-22/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District- Purulia, **14 (Fourteen) nos**. works/ Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **10.10.2025 up to 22.10.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **10.10.2025 up to 22.10.2025 at 16:00 PM**. And Opening on **24.10.2025 at 16:05 A.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

TENDER NOTICE

Notice inviting Tenders by the Block Development Officer, Jhalda-I Development Block for **eNIT No. WB/BDO JLD-I/NITe-12/2025-26**, bid submission end date **04/11/2025 up to 10:00, eNIT No. WB/BDO JLD-I/NITe-13/2025-26**, bid submission end date **07/11/2025 up to 10:00 am** Details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Jhalda-I Development Block

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-**WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-23/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District- Purulia, **20 (Twenty) nos**. works/ Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **11.10.2025 up to 22.10.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **11.10.2025 up to 22.10.2025 at 16:00 PM**. And Opening on **24.10.2025 at 16:05 A.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-**WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-21/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District- Purulia, **23 (Twenty Three) nos**. works/ Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **09.10.2025 up to 22.10.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **09.10.2025 up to 22.10.2025 at 16:00 PM**. And Opening on **24.10.2025 at 16:05 A.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

e-TENDER NOTICE

e-NIT no. WB/TMB/BDO/1887/NIT-121/2025-26 Dt. 25.09.2025 for **Sl. no. 1** to **100** for different schemes **BDO,Thakurpukur Maheshtala, Thakurpukur Maheshtala Block, 39, Biren Roy Road (East), South 24 Parganas** invites E-Tender for the work for the same as details below:

Name Sl No. 01 to 100 for different Schemes..Thakurpukur Maheshtala Development Block.

Bid Submission date Started on **14-10-2025 at 9.00A.M**. and Bid Submission End date on **01-11-2025 at 9.0 A.M.** details on NIT & Tender Documents may be download from: **http://wbtenders.gov.in** & e mail No. **bdothakurpukur@gmail.com.**

Sd/-
Block Development Officer
Thakurpukur Maheshtala Dev. Block, South 24 Parganas

১১টি পরিদর্শন কুঠি সাধারনকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর ঃ পর্যটকদের সুবিধায় রাজ্য সরকার সেচ ও জলপথ দপ্তরের অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা ১১টি পরিদর্শন কুঠি সাধারন মানুষকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গজলডোবা, শান্তিনিকেতনের খোয়াই, শিলিগুড়ির তিস্তা প্রকল্প ভবন, মুকুটমনিপুরের কংসাবতী ভবন, ডায়মন্ডহারবার পরিদর্শন কুঠির মত বিভিন্ন ডিভিশনাল আধিকারিকের আওতায় থাকা পরিদর্শন কুঠিগুলি আগে আসার ভিত্তিতে বুকিং দেওয়া হবে বলে সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে। বিধাননগরের জলসম্পদ ভবন থেকে এই পরিদর্শন কুঠি বুক করা যাবে।

হরিশ্চন্দ্রপুরের পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বড় ক্ষতি-পূরণের ঘোষণা গরীবের বন্ধু মতিউরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৩ অক্টোবর ঃ রাজ্য সরকারের পাশাপাশি এবার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বড় ক্ষতি-পূরণের ঘোষণা গরীবের বন্ধুর। মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের পর এবার মৃতা পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তথা সামাজিক মাধ্যমে গরিবের বন্ধু হিসেবে পরিচিত মতিউর রহমান। পরিবারের দাবি মন্ত্রী এসে আড়াই হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য এবং কিছু খাদ্য সামগ্রী দিয়েছিলেন। অন্যদিকে এদিন মতিউর অসহায় পরিবারের হাতে ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। মৃতা শ্রমিকের শিশু কন্যার পড়াশোনার দায়িত্ব নেন। ত্রাণ সামগ্রীও দেন। আবার এলাকার মানুষের দাবি অনুযায়ী তিনটি পোল দেন এলাকার জন্য। তিনি এলাকায় পৌঁছাতেই তাকে ঘিরে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায় এলাকার মানুষের মধ্যে। আবার অসহায় মানুষের ত্রাতার ভূমিকায় হরিশ্চন্দ্রপুরে গরীবের বন্ধু হিসেবে পরিচিত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মতিউর রহমান। সাথে এদিন বড় ঘোষণা মতিউরের। হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার কোন শ্রমিক বাইরে কাজে গিয়ে মারা গেলে প্রত্যেক পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা করে দেবেন। আর এই ঘোষণার পর শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মতিউরের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বিধায়ক সহ তৃণমূলের জন-প্রতিনিধিদের কটাক্ষ করেছে বিজেপি। মন্ত্রীকে পোল মন্ত্রী বলে তোপ। মানবসেবা মুখ্যমন্ত্রীর আদর্শ পাল্টা দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। মতিউর রহমানের জনপ্রিয়তা এবং তার সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে ক্রমশ জোড়ালো হচ্ছে তার তৃণমূলে যোগদানের সম্ভাবনা। প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুরের গোলামোড় সন্তোষপুর এলাকার বাসিন্দা লুসি খাতুন (৩০) পাঞ্জাবের চন্ডিগড়ে কাজে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। তার তিন সন্তান রয়েছে। গরিব অসহায় পরিবার। এই দুর্ঘটনার কথা জানতে পারেন মতিউর। তারপরে এদিন ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া সহ কন্যা সন্তানের পড়াশোনার দায়িত্ব নেন। প্রসঙ্গত ২০২১ বিধানসভার

হরিশ্চন্দ্রপুরের বিজেপি প্রার্থী মতিউর রহমান এই মুহূর্তে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল সমাজ সেবামূলক কর্মকান্ডের জন্য। এখন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে না থাকলেও জেলার রাজনৈতিক মহলে তার তৃণমূলে যোগদানের জল্পনা নিয়ে চর্চা হচ্ছে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত তাজমুলের হরিশ্চন্দ্রপুরে তার মতো একজন স্বচ্ছ ভাব মূর্তির সমাজসেবীকে প্রার্থী করতে পারে তৃণমূল। মনে করছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহল মহালের একাংশ। তারপর এদিন তার এই সাহায্য এবং শ্রমিকদের জন্য বড় ঘোষণা নিয়ে আলোড়ন পড়ে গেছে। পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিন রাজ্যে মারা গেলে রাজ্য সরকার ক্ষতিপূরণ দেয়। পাশাপাশি এবার হরিশ্চন্দ্রপুরের পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বড় ঘোষণা করে দিলেন গরিবের বন্ধু। যা নিয়ে শুরু রাজনৈতিক চাপানোতোর। এই এলাকার বহু মানুষ ভিন রাজ্যে কাজ করে। সাম্প্রতিককালে তাদের অনেকে বিভিন্ন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

E-Tender Notice

Online bids are invited for the year 2025-26 from the bonafied contractors for listed work under APAS Fund in respect of NIT no-**272/SUSU/2025, 273/SUSU/2025, 274/SUSU/2025, 275/SUSU/2025, 276/SUSU/2025, 277/SUSU/2025, 278/SUSU/2025, 279/SUSU/2025, 280/SUSU/2025, 281/SUSU/2025, 282/SUSU/2025, 283/SUSU/2025,** Dated-**09.10.2025.** Last date of paper submission on **27.10.2025 and 28.10.2025** for detail information contact to the undersigned.

Prodhan
Susunian Gram Panchayet

Office of the
Manguria Lalpur Gram Panchayat
Vill-Lalpur, PO-Daldali, Dist-Purulia(WB), Pin-723101

Notice Inviting E-Tender No. **02/MLGP & NIT-03/MLGP of 2025-26, Dated- 10/10/2025** FROM MANGURIA LALPUR GP, HURA, PURULIA PUBLISHED THE FOLLOWING **e- NIT-02/MLGP of 2025-26**. Last date of Application-**29/10/2025 up to 17.00 pm.** For details:- **https://wbtenders.gov.in NIT-03/MLGP of 2025-26 DATED-10/10/2025** Last Date of Application and issuing tender paper- **29/10/2025 up to 3.00 pm**.

Sd/- Pradhan
Manguria Lalpur Gram Panchayat

Office of The Pradhan
UDAYPUR-JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill.+PO-Udaypur, PS-Para, Dist.-Purulia

Notice Inviting Tender No:-**06/UJGP/2025-26, Date: 10/10/2025** Date of sale Tender form from **10/10/2025 to 17/10/2025 from 11.30 am to 3.30pm.** Last date of Dropping of Sealed Tender form on or before **17/10/2025 up to 4.30 P.M**. Date of Opening of Tender: **29/10/2025 at 02.30 P.M**. For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF THE
AHIRAN GRAM PANCHAYAT
Vill- Ahiran, P.S- SUTI, Dist-Murshidabad, PIN-742223
NOTICE INVITING TENDER
No. 05/2025-26

Online percentage rate Two cover system tenders for the total **22(Twentytwo)Nos.** works are hereby invited by the undersigned from the resourceful, bonafide, experienced Contractors, Registered Societies. Date & Time of submission of Bids up to **29.10.2025 at 2.00 pm**. Date & Time for opening Technical Bid **30.10.2025 at 2.00 pm**. For Details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Ahiran Gram Panchayat

সিকিমের রাজ্যপাল দ্বারা সেবক-রংপো রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের অগ্রগতির পর্যালোচনা

মালিগাঁও, ১৩ অক্টোবর ঃ সিকিমের রাজ্যপাল শ্রী ওম প্রকাশ মাথুর, পার্কিয়ং জেলার রংপোর খানিখোলায় সেবক- রংপো রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের পরিদর্শন করে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই পরিকাঠামোগত কাজের বর্তমানের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। সাথে ছিলেন লোকসভার সাংসদ ড. ইন্দ্র হ্যাং সুব্বা, পার্কিয়ংয়ের জেলা কালেক্টর রোহন এ এবং জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। পরিদর্শনের সময়, রাজ্যপাল প্রকল্পের স্থিতি মূল্যায়ন এবং এর গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন পর্যালোচনা করতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় করেন। প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপনা প্রদান করেন অরুণ কুমার চৌধুরী উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর জেনারেল ম্যানেজার (নির্মাণ), এবং ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হরি মোহন গুপ্তা। কর্তৃপক্ষরা রাজ্যপালকে এখন পর্যন্ত সাফল্য সম্পর্কে অবগত করেন, যার মধ্যে ১৪ টি টানেল এবং ২৩ টি সেতুর মতো প্রধান উপাদানগুলির কাজ প্রায় শেষের দিকে, এবং কাজের গতিকে প্রভাবিত করে এমন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের রূপরেখাও তুলে ধরেন। রাজ্যপাল উক্ত ভাষণে বলেন যে সেবক-রংপো রেল প্রকল্পটি পর্যটন বৃদ্ধি, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা জোরদারকরণ এবং রাজ্যে শিল্প উন্নয়ন ও

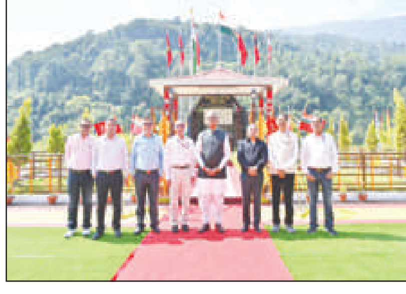

কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে এক রূপান্তরমূলক ভূমিকা পালন করবে। তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, ইরকন এবং সমস্ত প্রকল্পের কর্মকর্তাদের নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করেন, গুণমান, সুরক্ষা এবং সময়মত বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার জন্য তাদের আহ্বান জানান। এই প্রকল্পটিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন হিসেবে তুলে ধরে রাজ্যপাল উল্লেখ করেন যে ৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেবক- রংপো রেলওয়ে লাইন - পশ্চিমবঙ্গে ৪১.৫ কিলোমিটার এবং সিকিমে ৩.৫ কিলোমিটার - প্রথমবারের মতো হিমালয় রাজ্যটিকে রাষ্ট্রীয় রেল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করবে। সময়মতো কাজ শেষ হওয়ার আস্থা প্রকাশ করে তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জড়িত সমস্ত সংস্থাকে তার পূর্ণ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ইলেক্ট্রিক্যাল কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ ক্র.নং.-১। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ইলেক্ট-জি-এডিএ-২০২৫-৪১, তারিখঃ ১০.১০.২০২৫। কাজের বিবরণঃ** আদ্রা ডিভিসনে আপ অভিমুখে বাঁকুড়া-ছাতনা ও ইন্দ্রবিল-আদ্রা-র মধ্যবর্তী এবং আপ ও ডাউন অভিমুখে ওন্দাগ্রাম-বাঁকুড়া ও ঝাঁটিপাহাড়ী-ইন্দ্রবিল-এর মধ্যবর্তী আইবিএস সিস্টেমের জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১৪,১৭,২০৮ টাকা। ক্র.নং.-২। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ইলেক্ট-জি-এডিএ-২০২৫-৪২, তারিখঃ ১০.১০.২০২৫। কাজের বিবরণঃ** আদ্রা ডিভিসনে বাঁকুড়া-মসাগ্রাম স্টেশনে বোঁয়াইচন্ডী, পাত্রসায়র ও সেহারা বাজার স্টেশনে প্রতীক্ষালয়ের জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২৪,২০,৯১৬ টাকা। ক্র.নং.-৩। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ইলেক্ট-জি-এডিএ-২০২৫-৪৩, তারিখঃ ১০.১০.২০২৫। কাজের বিবরণঃ** বাঁধডীহ গুডস্ শেডের পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন/আধুনিকীকরণের জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬,৪৯,৩৪১ টাকা। ক্র.নং.-৪। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ইলেক্ট-জি-এডিএ-২০২৫-৪৪, তারিখঃ ১০.১০.২০২৫। কাজের বিবরণঃ** আদ্রা ডিভিসনে নিম্নলিখিত সংস্থাপনের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে ইলেক্ট্রিক্যাল কাজঃ (ক) বাঁধডীহ ও মলকেরা গুডস্ শেডে অনলাইন কানেক্টিভ সহ ২টি পিএম-১০ অ্যানালাইজার মেশিন। (খ) বোকারোতে বিকেইসি গুডস্ শেডে ১টি পিএম-১০ অ্যানালাইজার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩,৩২,৭৭২ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **০৩.১১.২০২৫ দুপুর ১২টা** এবং টেন্ডার খোলা হবে **০৩.১১.২০২৫ দুপুর ১২.৩০ মিনিটের** পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডার সম্পর্কে বিশদে জানতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।
(PR-710)

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/BR-I, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/I/003/124/2025-2026 Name of work : **Repairing of latrines, bathrooms at 1/6M, 1/6Q etc JK Ghosh Road in Ward No. 003.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **1,97,185.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/I/003/125/2025-2026 Name of work : **Improvement of drainage system at 1/8B, 1/7W etc. JK Ghosh Road in Ward No. 003.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **3,97,198.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/I/003/126/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS Pavement at 1/7M, 1/7Q etc JK Ghosh Road in Ward No. 003.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **3,97,609.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **21 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/I/003/127/2025-2026 Name of work : **Repairing of Privies at 1/7M, 1/7U etc JK Ghosh Road in Ward No. 003.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **1,98,086.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/I/003/128/2025-2026 Name of work : **Improvement of drainage system at 83E/1B/H/19 Belgachia Road and other places in Ward No. 003.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **4,49,201.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/I/003/129/2025-2026 Name of work : **Improvement of IPS passages at 83E/1B/H/18, 83E/1B/H/14 etc Belgachia Road in Ward No. 003.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **3,98,008.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **21 days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/I/003/130/2025-2026 Name of work : **Repairing of Privies at 83E/1B/H/23, 83E/1B/H/16 etc. Belgachia Road in Ward No. 003.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **1,49,852.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/EEC/I/003/131/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passages at 83E/1H, 83E/1J etc. Belgachia Road in Ward No. 003.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **4,43,559.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/EEC/I/003/133/2025-2026 Name of work : **Improvement of drainage system at 83H/H/1, 83/77 etc. Belgachia Road in Ward No. 003.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **4,98,646.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(10) NIT No. : KMC/EEC/I/003/134/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS and Paver Block Pavements at 83/77, 83/J etc. Belgachia Road in Ward No. 003.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **2,49,598.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion : **21 days.**

(11) NIT No. : KMC/EEC/I/003/135/2025-2026 Name of work : **Improvement of drainage system at 83A/H/18, 83A/H/10 etc. Belgachia Road in Ward No. 003.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **4,97,242.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(12) NIT No. : KMC/EEC/I/003/136/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passages at 83A/H/22, 83A/H/9 etc. Belgachia Road in Ward No. 003.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **3,97,673.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **21 days.**

(13) NIT No. : KMC/EEC/I/003/138/2025-2026 Name of work : **Improvement of drainage system at 1/2H/20, 1/2H/23 etc JK Ghosh Road in Ward No. 003.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **4,98,759.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(14) NIT No. : KMC/EEC/I/003/139/2025-2026 Name of work : **Repairing of latrines, bathrooms at 1/2/H/23, 1/2H/15 etc JK Ghosh Road in Ward No. 003.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **1,97,185.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(15) NIT No. : KMC/EEC/I/003/140/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passages at 1/2H/20, 1/2H/19/1 etc JK Ghosh Road in Ward No. 003.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **2,95,616.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **21 days.**

(16) NIT No. : KMC/EEC/I/003/141/2025-2026 Name of work : **Improvement of drainage system at 1/2/H/27, 1/2/H/27/1 etc JK Ghosh Road in Ward No. 003.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **4,99,924.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(17) NIT No. : KMC/EEC/I/003/142/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS Pavements at 1/2/H/25, 1/2/H/29 etc JK Ghosh Road in Ward No. 003.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **2,97,071.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **21 days.**

(18) NIT No. : KMC/EEC/I/003/143/2025-2026 Name of work : **Improvement of drainage system at 1/2/H/1 JK Ghosh Road and other places in Ward No. 003.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **4,98,922.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(19) NIT No. : KMC/EEC/I/003/132/2025-2026 Name of work : **Improvement of drainage system at 83E/1B/H/29 Belgachia Road and other places in Ward No. 003.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **4,47,852.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(20) NIT No. : KMC/EEC/I/003/144/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS Passages at 1/2/H/3/1, 1/2/H/4/4 etc JK Ghosh Road in Ward No. 003.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **3,96,316.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **21 days.**

(21) NIT No. : KMC/EEC/I/003/146/2025-2026 Name of work : **Improvement of drainage system at 1/2/H/9, 1/2/H/6 etc JK Ghosh Road in Ward No. 003.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **3,95,969.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(22) NIT No. : KMC/EEC/I/003/147/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS Pavements at 1/2/H/18, 1/2/H/15/1 etc JK Ghosh Road in Ward No. 003.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **3,97,259.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(23) NIT No. : KMC/EEC/I/003/148/2025-2026 Name of work : **Repairing of Privies at 1/2/H/7, 1/2/H/10 etc JK Ghosh Road in Ward No. 003.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **1,98,104.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(24) NIT No. : KMC/EEC/I/003/149/2025-2026 Name of work : **Improvement of drainage system at 83L/H/2, 83L/H/3 etc. Belgachia Road in Ward No. 003.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **4,47,747.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(25) NIT No. : KMC/EEC/I/003/150/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS and paver block pavements at 83L/H/1, 83L/H/2 etc. Belgachia Road in Ward No. 003.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,96,703.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **21 days.**

(26) NIT No. : KMC/EEC/I/004/28/2025-2026 Name of work : **Improvement of drainage system at 1/1B/6, 1/1B/1, 1/1D, etc Umakanta Sen Lane in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **1,99,239.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **21 days.**

(27) NIT No. : KMC/EEC/I/004/29/2025-2026 Name of work : **Improvement of Bathing platform at 11H/1, Paikpara Row, 3E, Chandranath Simlai Lane, 1H/44, etc, Sarbakhan Road in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,24,777.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion : **21 days.**

(28) NIT No. : KMC/EEC/I/004/046/2025-2026 Name of work : **Repairing of I.P.S. Passages at 51/2, 51/11, 51/13, etc. Rani Harshamukhi Road in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,94,518.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **21 days.**

(29) NIT No. : KMC/EEC/I/004/049/2025-2026 Name of work : **Repairing of I.P.S. Passages at 3H/11, 3H/22, 3H/1, etc. Tarini Charan Ghosh Lane in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **1,97,684.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **15 days.**

(30) NIT No. : KMC/EEC/I/004/052/2025-2026 Name of work : **Repairing of footpath at 1/1B/1 to 1/1D, Umakanta Sen lane in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **4,93,944.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **21 days.**

(31) NIT No. : KMC/EEC/I/004/054/2025-2026 Name of work : **Repair of I.P.S. Passage at 5/3B, 16/4A, etc. Simlai Para Lane and 3H/51, Tarini Charan Ghosh Lane in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,97,432.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **21 days.**

(32) NIT No. : KMC/EEC/I/004/056/2025-2026 Name of work : **Repair of I.P.S. Passage at 18, Dumdum Road in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,95,068.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **21 days.**

(33) NIT No. : KMC/EEC/I/004/057/2025-2026 Name of work : **Repair of I.P.S. Passage at 16, Dumdum Road Block-1 & 2 in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **4,95,601.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **21 days.**

(34) NIT No. : KMC/EEC/I/004/058/2025-2026 Name of work : **Repair of I.P.S. Passage at 16, Dumdum Road Block-45 & 10 in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **4,94,503.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **21 days.**

(35) NIT No. : KMC/EEC/I/004/059/2025-2026 Name of work : **Improvement of Privy at 8, 15/1, etc. Rani Branch road in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **4,48,054.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(36) NIT No. : KMC/EEC/I/004/061/2025-2026 Name of work : **Repairing of Privy at 26/59, Dum Dum road in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **3,99,611.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(37) NIT No. : KMC/EEC/I/004/063/2025-2026 Name of work : **Conversion of open drain to underground pipe sewer at 66/3, B.T.Road in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **4,98,705.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(38) NIT No. : KMC/EEC/I/004/064/2025-2026 Name of work : **Improvement of sewer line at 26/59 Dum Dum Road in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **3,98,972.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(39) NIT No. : KMC/EEC/I/004/066/2025-2026 Name of work : **Repairing of concrete road at 14/2, Umakanta Sen Lane in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **4,95,997.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(40) NIT No. : KMC/EEC/I/004/069/2025-2026 Name of work : **Repairing of sewer line at 21A/4, 21A/2, etc. Gangulipara Lane in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,49,607.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion : **21 days.**

(41) NIT No. : KMC/EEC/I/004/071/2025-2026 Name of work : **Improvement of Privy at 29/D/1A/5, 29G, etc. Beerpara Lane in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **4,98,909.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(42) NIT No. : KMC/EEC/I/004/072/2025-2026 Name of work : **Improvement of Sewer Line at 29D/1A/5, 29D, etc. Beerpara Lane in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **3,98,660.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(43) NIT No. : KMC/EEC/I/004/073/2025-2026 Name of work : **Improvement of Privy at 20A, Sreenath Mukherjee Lane in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **4,88,633.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(44) NIT No. : KMC/EEC/I/004/074/2025-2026 Name of work : **Improvement of Privy at 20A/H/1, Beerpara Lane in Ward No. 004.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **4,92,243.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(45) NIT No. : KMC/EEC/I/006/102/2025-2026 Name of work : **Repairing of privies at 1/B/H/1/1, 1/B/H/1/2, Rustomjee Parsee Road in Ward No. 006 under Br-I, KMC.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **1,99,963.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **30.10.2025 – 13.00 Hrs.** (for Sl. No. 1 to 45). Tender will be opened on : **01.11.2025 – 13.00 Hrs.** (for Sl. No. 1 to 45). The bid forms and other details are available on and from **15.10.2025 (6 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 45). The website **https://etender. wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 45).

CORRIGENDUM

(1) NIT No. APAS/103/150/170/06/006/25-26
(2) NIT No. APAS/103/150/170/07/007/25-26
(3) NIT No. APAS/103/150/170/02/002/25-26. Published in this Newspaper on **09.10.2025** (Key No. 1151/25-26) of **Engineering (Civil) Borough-XI Department** (Sl. No. 1, 3, 4). Last date and time of submission of bid will be **25.10.2025 upto 9 a.m.** instead of 18.10.2025 up to 12 Noon.(for Sl. No. 1 to 3) and date and time of opening of bid will be **29.10.2025 at 9 a.m.** instead of 25.10.2025 at 12 Noon (for Sl. No. 1 to 3). All other criteria remaining same.

NIT No. APAS/110/150/346/03/05/25-26. Published in this Newspaper on **09.10.2025** (Key No. 1151/25-26) of **Engineering (Civil) Borough-XI Department** (Sl. No. 2). Last date and time of submission of bid will be read as **25.10.2025 upto 9 a.m.** instead of 18.10.2025 up to 12 Noon. and Date and time of opening of bid will be **29.10.2025 at 12 Noon.** instead of 25.10.2025 at 12 Noon. All other criteria remaining same.

(1) NIT No. KMC/EEC/I/008/58/2025-2026
(2) NIT No. KMC/EEC/I/008/59/2025-2026. Published in this Newspaper on **20.09.2025** (Key No. 1110/25-26) of **Engineering (Civil) Borough-I Department** (Sl. No. 21 and 22). Last date of submission of bid will be read as **29.10.2025 at 13.00 hrs.** instead of 10.10.2025 at 13.00 hrs. (for Sl. No.1 & 2) and the tender will be opened on **31.10.2025 at 13.00 Hrs.** instead of 13.10.2025 at 13.00 hrs. (for Sl. No. 1 & 2). **(1194/25-26)**

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

দ্রুত বিলুপ্তির পথে মহাবিশ্বের ৪৮ হাজার প্রাণী! উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞরা

এ পৃথিবী সকলের জন্য। মানুষ হোক কি মানবেতর প্রাণী, উদ্ভিদ - সকলের বাসযোগ্য। কিন্তু উন্নততম প্রাণী হিসেবে মানুষই তার সিংহভাগ দখল করে রেখেছে। আর তার ক্রমবর্ধমান লোভের শিকার অন্যান্য প্রাণী। না, এসব তত্ত্বকথা নয়। সম্প্রতি প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থার সর্বোচ্চ শাখার এক রিপোর্টে এমনই উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তাতে উল্লেখ, মহাবিশ্বের ৪৮ হাজারের বেশি প্রাণী দ্রুত বিলুপ্তির পথে। এক লক্ষ ৭২ হাজার প্রাণী লাল তালিকাভুক্ত। তার কারণ হিসেবে উঠে এসেছে মানুষের বাসস্থান, কৃষিজমি বৃদ্ধির মতো কারণ। আসলে পৃথিবীর ১ ভাগ স্থল তো বটেই, তিনভাগ জলেও থাবা বসাচ্ছি আমরা! তাই বাকিরা আজ বিপন্ন।

সম্প্রতি আবু ধাবিতে ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচারের সম্মেলন ছিল। সেখানে বিলুপ্তপ্রায়, বিপন্ন প্রাণীদের নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, মেরুপ্রদেশের বাসিন্দা যেমন হার্প সিল, মেরুভাল্লুক, সি টার্টল এবং বহু পাখি দ্রুতই বিলুপ্তির পথে এগোচ্ছে। তার অন্যতম কারণ অবশ্যই বিশ্ব উষ্ণায়ন। যার জেরে দুই মেরুর জমাট বরফ ধীরে ধীরে গলছে। হিমবাহের গলনে বাড়ছে সমুদ্রের জলস্তর। শুধু তাই নয়, সমুদ্রের তলদেশেও উষ্ণতাবৃদ্ধির জেরে উথালপাথাল অবস্থা। আর এভাবেই সেসব জায়গার আদি বাসিন্দাদের বাসস্থান শেষ হয়ে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগেও যারা ' প্রাণী'র তালিকায়, রাতারাতি তারাই হয়ে উঠেছে বিলুপ্তপ্রায়! সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল গ্রেথেল অ্যাগুইলার ওই রিপোর্ট নিয়ে জানিয়েছেন, বিশ্বজুড়ে এই পরিবর্তনের নেপথ্যে মানুষের নানা কার্যকলাপের প্রভাবই বেশি। প্রকৃতির উপর অত্যাচার এবং আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার একটা ধ্বংসাত্মক প্রভাব দেখা যাচ্ছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, দ্রুত বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর সংখ্যাটা ৪৮ হাজার ৬৪৬। আর লাল তালিকাভুক্ত অর্থাৎ বিপন্ন ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৬২০। ভাবতে পারছেন একবার? আচমকাই কোনও একটা দিন হয়ত আসবে, মেরু ভাল্লুক, হার্প সিলদের অস্তিত্ব থাকবে শুধু ছবিতেই! পাখিদেরও একই অবস্থা। ডানা মেলে আকাশে ওড়ার জায়গা এবং বাসস্থান ক্রমশই কমছে। কনজারভেশন অফ নেচারের রিপোর্ট বলছে, অন্তত ৬১ শতাংশ পাখির জন্মহার কমেছে। বিশ্বের ১১ হাজার ১৮৫টি প্রজাতির পাখি ঝুঁকির মুখে। এদের বেশিরভাগই আফ্রিকা, মধ্য আমেরিকার।

বিশ্বের ৬০ শতাংশ নদীর গতিপথ বদল! পৃথিবীজুড়ে চলতে থাকা ধ্বংসলীলার মধ্যেই সামনে এক ভয়াবহ রিপোর্ট

চাহিদা এত বেশি তা যোগান দিতে প্রকৃতিকে নিংড়ে নিচ্ছে মানুষ। বিদ্যুৎ আহরণের জন্য নদীর উপর বসছে বিশাল সব বাঁধ। বদলে যাচ্ছে নদীর গতিপথ। এর ফলও মিলছে হাতেনাতে। গোটা বিশ্ব সাক্ষী হচ্ছে মহাপ্রলয়ের। পৃথিবীজুড়ে চলতে থাকা ধ্বংসলীলার মধ্যেই সামনে এল এমনই এক ভয়াবহ রিপোর্ট। যেখানে দাবি করা হচ্ছে, মানুষের চাহিদা অনুযায়ী বিশ্বের ৬০ শতাংশ নদীর গতিপথ বদলে দেওয়া হয়েছে। এমনন কি বাঁধ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যা জলের জীব বৈচিত্র নষ্ট করছে না, মানুষের জন্যও তা ভয়ংকর বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে।

' ল্যান্ড আউটলেট'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, মানুষ এই পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জমির চরিত্র সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। যার জেরে জীব বৈচিত্রে বিরাট প্রভাব পড়েছে। ' নেশান কনভেনশন টু কমব্যাট ডেসার্টিফিকেশন' ও কনজারভেশন অফ মাইগ্রেটরি স্পিসিস অফ ওয়াইল্ড অ্যানিমেল-এর রিপোর্ট বলছে, নদী, জঙ্গল, মাটির স্বাভাবিক চরিত্র সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়েছে। এর ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বের ৬০ শতাংশ নদীর উপর ভয়াবহ কাটাছেড়া করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, একটা সময় এশিয়ার মেকংকে মাছের জন্য আদর্শ জায়গা বলে বিবেচনা করা হত। নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে সেখানে মাছেরা এখন সংকটে। মাছেদের স্বাভাবিক যাত্রা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। বিলুপ্ত হয়েছে বহু প্রজাতির প্রাণী। লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন খাদ্য সংকটের মুখোমুখি। নদী ছাড়াও রেলপথ, রাস্তাঘাটও বাস্তুতন্ত্রের

উপর গুরুতর প্রভাব ফেলছে।

রিপোর্ট আরও বলছে, ২০৫০ সালের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। যা বাস্তুতন্ত্রের উপর চাপ বাড়ানোর পাশাপাশি মাটিকে ধসপ্রবণ করে তুলবে, বন্যা ও খরার মতো সমস্যা বাড়াবে। ইতিমধ্যেই মানুষের জেরে পৃথিবীর ৪০ শতাংশ ভূমি চরম সমস্যার মুখে। যা বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যার জন্য হুমকিস্বরূপ। ইউএনসিসিডির এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ইয়াসমিন ফুয়াদ বলেন, পৃথিবী ও জলের স্বাভাবিক সমন্বয়ের কারণে পৃথিবীতে জীবন সম্ভব হয়েছে। আমরা যদি এই স্বাভাবিকতাকে প্রভাবিত করি তাহলে আমাদের উপরেই বিপদ নেমে আসবে। যত দ্রুত বাস্তুতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করা উচিত আমাদের।

শুধু তাই নয়, ওই রিপোর্টে বাঁধ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। দাবি করা হয়েছে, বাঁধগুলিতে এত পরিমাণ জল সঞ্চয় করা হয়, যে কোনও কারণে যদি এই বাঁধ ভাঙে তবে বিরাট এলাকা জলের নিচে চলে যেতে পারে। দেশের বহু বাঁধ ইতিমধ্যেই ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। এমনিতে মানুষের তৈরি কোনও পরিকাঠামোরই একটি নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল থাকে। এবং তা ভেঙে প।তে বাধ্য। বিজ্ঞানীদের দাবি, যে সব অঞ্চলে বাঁধ রয়েছে সেই সব জায়গা ভূমিকম্পের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। ভারতে, তেহরি, ভাকরা, হিরাকুদ, নাগার্জুন, বাগলিহার, নাথপা, কাদানা, চান্ডিল এবং সর্দার সরোবরের মতো বাঁধগুলির বর্তমানে জীর্ণ অবস্থা। এইসব বাঁধ অদূর ভবিষ্যতে মহাপ্রলয়ের কারণ হতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর প্রসারণ ক্ষমতা কমছে

জন্ম-মৃত্যু নাকি মহাশক্তিমানের হাতে বাঁধা! জন্মের মতো মৃত্যুর সময়ও নির্ধারিত। পৃথিবীর ক্ষেত্রেও তাই। 'শেষের সেদিন' নিয়ে আগাম আন্দাজের কথা শোনালেন বিজ্ঞানীরা। বলা হচ্ছে, 'বিগ ব্যাং' অর্থাৎ মহাবিস্ফোরণে জন্ম হয়েছিল পৃথিবীর। ঠিক উলটো পদ্ধতি অর্থাৎ মহাসংকোচনে পৃথিবীর মৃত্যু হবে। এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে বিজ্ঞানীদের যৌথ গবেষণা। সেই দিনটি কবে? এর উত্তরে যে হিসেব পাওয়া যাচ্ছে, তাতে পৃথিবীর আয়ুষ্কাল এখনও ঢের বাকি। বিজ্ঞানীদের মতে, ১১ বিলিয়ন অর্থাৎ ১১০০ কোটি বছরের মধ্যে পৃথিবীর প্রসারণ থেমে যাবে। তারপর সে সংকুচিত হবে। আর ২০ বিলিয়ন বা ২০০০ কোটি বছরের মধ্যে সংকোচন শেষ হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যু হবে পৃথিবীর। সময়ের এতটাই প্রসারণ।স্পেনের গবেষক হোয়াং নান লু, চিনের ইউ-চেং কিউ এবং আমেরিকার হেনরি টাই - এই তিনজন মিলে ' এনার্জি' অর্থাৎ পৃথিবীর প্রসারণের নেপথ্যে সক্রিয় যে ' শক্তি, তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন। পরীক্ষার ফলাফল, পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই পৃথিবীর মৃত্যু নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তাঁরা। বলছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর প্রসারণ ক্ষমতা কমছে। ১১০০ কোটি বছর পর্যন্ত পৃথিবীর বৃদ্ধি হবে। তারপর তা সংকোচন হতে থাকবে। সবমিলিয়ে এখন থেকে হিসেব করলে আরও

৩৩০০ কোটি বছর হল পৃথিবীর আয়ুষ্কাল।এখন থেকে ১৩.৮ বিলিয়ন অর্থাৎ ১৩৮০ কোটি বছর আগে ' ব্যাং' বা মহাবিস্ফোরণে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল বলে ধরা হয়।হেনরি টাই, আমেরিকার কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসের অধ্যাপক সম্প্রতি ' কনস্ট্যাটান্ট', যার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রায় ১০০ বছর আগে বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ধারণা দিয়ে গিয়েছিলেন, তাকে এক নয়া সংযোজন করেছেন। পৃথিবীর সংকোচন-প্রসারণ সম্পর্কে বোঝার ক্ষেত্রে তা অনেকটাই সাহায্য করেছে।অধ্যাপক টাইয়ের কথায়, ২০ বছর আগে পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করতাম যে কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট সর্বদা ইতিবাচক। ফলে পৃথিবী সর্বদাই প্রসারিত হবে। কিন্তু নতুন গবেষণায় আমরা জানতে পেরেছি যে ওটা নেগেটিভও হয়। তার প্রভাবে পৃথিবী ' ক্রানচ' অর্থাৎ মহাসংকোচনের দিকে এগোবে। তাঁর মতে, সংকোচন পর্ব শুরুর অর্থ ধীরে ধীরে পৃথিবীর মৃত্যু এগিয়ে আসা। তাঁদের এই গবেষণা গত মাসে প্রকাশিত হয়েছে জার্নাল অফ কসমোলজি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোপার্টিকল ফিজিক্সে। তিন বিজ্ঞানীর এই আবিষ্কার নিঃসন্দেহে পৃথিবীবাসী হিসেবে আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শেষের সেদিন গুনছে পৃথিবী! সর্বদিক থেকে ধ্বংসের নাগপাশ যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। উষ্ণায়নের সর্বগ্রাসী দাপট পাহাড় থেকে সমুদ্র, মেরু থেকে ভূগর্ভ - ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগোচ্ছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর যেদিকে যত সৌন্দর্য, সবই যেন চাপা পড়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশ আলো করে রাখা যে প্রবাল দ্বীপের আকর্ষণে স্কুবা ডাইভিংয়ের মতো অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে পা বাড়াতে মানুষ ভয় পায় না, সেই সৌঃদর্য ফিকে হচ্ছে ক্রমশ। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলের প্রবাল প্রাচীরের বিপন্নতার কথা উঠে এল। বলা হচ্ছে, দীর্ঘতম ও বৃহত্তম ধ্বংসযজ্ঞ চলছে সেখানে! ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের মে মাস পর্যন্ত যেভাবে সমুদ্রে উষ্ণায়ন হয়েছে, তা নজিরবিহীন। তবে কি প্রবালের অস্তিত্ব প্রবল সংকটে?

অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মেরিন সায়েন্স সূত্রে খবর, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় নিনগালু ও কিম্বারলির রোলি শোলসের প্রবাল প্রাচীর ছিল সবচেয়ে সুরক্ষিত। এখন তাতেও অভিশাপ লেগেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সময়ে প্রায় ১৫০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ছিল অক্ষত। কিন্তু এবার সেখানে ধ্বংস শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, ২০২৪-২৫ সালে সবচেয়ে বেশি সাফ হয়েছে প্রবাল দ্বীপ, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ' প্রবাল প্রাচীরের কারণে নিনগালু দ্বীপ ' হেরিটেজ সাইট' হিসেবে পরিচিত, ঠিক যেমনটা অস্ট্রেলিয়া পূর্বের গ্রেট বেরিয়ার রিফ।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার বদলে যাওয়ার কাহিনি

অতীত কেমন ছিল, ভবিষ্যই বা কেমন,এই জিজ্ঞাসা থেকে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা চলে। তার সূত্র ধরে অতীতের একটা ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রাচীনকালে, প্রায় ৩ হাজার বছর আগে সেসব তৈরি হয়েছিল। কার্নাকের ভগ্নাংশ এখনও ভালোভাবে সংরক্ষিত। ভূতাত্ত্বিক

আমাদের চোখের সামনে। এবার প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার বদলে যাওয়ার কাহিনি তুলে ধরলেন গবেষকরা। নীল নদের ' প্রবাহের কারণে সভ্যতা ধীরে ধীরে বদলেছে। সম্প্রতি পলিমাটি এবং কয়েকটি ভূতাত্ত্বিক নমুনার বিশদে পরীক্ষা করে অনেক অজানা তথ্যই প্রকাশ্যে এনেছেন তাঁরা। মিশরের পর্যটনে অত্যন্ত বিখ্যাত কার্নাক। নীল এবং থিবিস নদীর ধারে লুক্সর এলাকায় মন্দির, মসজিদের মিলিত স্থাপত্যে যে উপাসনালয়গুলি গড়ে উঠেছিল পর্যটনস্থল হিসেবে বেশ জনপ্রিয় ইতিহাসে মোড়া এই খোলামেলা কার্নাক। মরুদেশের বুকে এই অংশ পুরাণের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, ঠিক কেন এই জায়গাটিকেই বেছে নেওয়া হল কার্নাক তৈরির জন্য।উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. অ্যাঙ্গাস গ্রাহাম এবং সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. বেন পেনিংটন জানিয়েছেন, ৬১ টি পলিস্তর এবং হাজারের বেশি মাটি থেকে উত্তোলন করা নমুনা পরীক্ষায় কার্নাকের সময়কাল চিহ্নিত করা গিয়েছে। ২৫৯১ থেকে ২৫১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে এসব গড়ে উঠেছিল। নদীর জলে ধুয়ে যাওয়ার দ্বীপাঞ্চল তখন বসবাসের যোগ্য ছিল না। পরবর্তীতে নীল নদের প্রবাহ বদলে যায়। যদিও মিশরবাসীর বিশ্বাস, এই কার্নাক গড়ে ওঠার নেপথ্যে প্রাচীন মিশরের কোনও পুরাণের ভূমিকা আছে। কিন্তু এখনকার অধিকাংশ গবেষক মনে করেন, যাঁরা কার্নাক তৈরি করেছেন, তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবেই এই জায়গায় পছ ঃদ করেছেন। আর নদীর প্রবাহের ' ঘিরে তাকে পবিত্র স্মৃতিসৌধের তকমা দিয়েছেন।সাম্প্রতিক গবেষণায় আরও জানা গিয়েছে, নদীতীরের সভ্যতা গড়ার বিষয়টি অনেক পরে শিখেছেন মিশরবাসী। প্রথমদিকে মরু এলাকার যেখানে খাল রয়েছে, তার তীরবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করা হয়। ইতিহাসের এই সাক্ষ্যই বলে দেয়, প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা কীভাবে পুরাণ, পরিবেশের সঙ্গে গভীরতর সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য লুক্সর শহরটি একেবারে সমতল এবং পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। তবে বিস্তর গবেষণার পরও ইতিহাসবিদরা মনে করিয়ে দিয়েছেন, এটাই প্রাচীন মিশরের হৃৎপিণ্ড।

খাদে পড়ল বাস, মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় দক্ষিণ আফ্রিকায় মৃত ৪২

১৩ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে প।ল যাত্রী বোঝাই বাস। দুর্ঘটনার জেরে অন্তত ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চলে। জানা গিয়েছে, বাসটি জিম্বাবোয়ে থেকে যাত্রী বোঝাই করে দেশে ফিরছিল। সেই সময় রাজধানী প্রোটিয়া থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার উত্তরে লুই ট্রাইচার্ড শহরের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দক্ষিণ আফ্রিকার রোড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট কর্পোরেশনের মুখপাত্র সাইমন জোযান বলেন, বিপজ্জনক পাহা।ি রাস্তা ধরে যাওয়ার সময় কোনওভাবে নিয়ন্ত্রণ হারায় বাসটি। উপর থেকে সোজা নিচে একটি বাঁধের উপর এসে পড়ে সেটি। দুর্ঘটনার একটি ছবি সামনে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, নীল রঙের একটি বাস কার্যত দুম।ে মুচ।ে উলটে রয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, এই দুর্ঘটনায় অন্তত ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা এখনও স্পষ্ট নয়। বাসটিতে ঠিক কতজন যাত্রী ছিলেন তা এখনও জানা যায়নি। অনুমান করা হচ্ছে মৃতের সঙ্গে আরও বা।তে পারে। সরকারের তরফে এই বিষয়ে এক বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, বাসটি জিম্বাবোযে. এবং মালাউইয.থেকে যাত্রী বহন করে দেশে ফিরছিল সেই সময়েই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। পাশাপাশি জোরকদমে শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ।

ট্রাকের উপর আছড়ে পড়ল বিমান!

১৩ অক্টোবর ঃ ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা আমেরিকার টেক্সাসে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, রবিবার ট্যারান্ট কাউন্টির হিক্স এয়ারফিল্ডের কাছে একটি ছোট বিমান ট্রাকের উপর আছড়ে পড়ে। ভয়ংকর বিস্ফোরণের সঙ্গে আগুন ধরে যায় বিমানটিতে। এই ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। দুর্ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা অন্তত ১০টি ট্রাকে আগুন ধরে যায়।

Name Change

OLD NAME SAIFUDDIN MONDAL S/O ALIBADDIN MONDAL R/O VILL NATUN NAOPARA, PS - DHOBULIA, DIST - NADIA. DO HERE BY DECLARE THAT HAVE CHANGED MY NAME SAIFUDDIN MONDAL S/O ALI BADDIN MONDAL AND SAIFUDDIN SHAIKH S/O ALI BORDIN SHAIKH BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON VIDE AFFIDAVIT NO 12167 SWORN BEFORE EXECUTIVE MAGISTE KRISHNAGAR COURT ON 19/12/19

Name Change

OLD NAME SIRAJUL MOLLA S/O ASHAD MOLLA R/O VILL PATPUKUR P.O DIGHA, P. S - NAKSHIPARA DIST NADIA DO HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME SIRAJUL MOLAH TO SIRAJUL MOLLA. AND HENCE FORTH I-SHALL BE KNOWN AS SIRAJUL MOLLA IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT NO 35 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLI AT KRISHNAGAR ON 8/10/25 SIRAJUL MOLLA AND SIRAJUL MOLAH IS SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Abdul Sekh (Old name) S/o-Iliyas Sk, Resident at, Vill-Dargapara, Po-Bhattabati, Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad, 742149, I have changed my name to Abdulla Sk (New name) I shall be known as Abdulla Sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 13/10/2025 Abdulla Sk and Abdul Sekh same and one identical person

Name Change

I Brahmachari Divya Chaitanya, in c/o Swami Sambuddhananda and presently residing at Radha-Gobinda Market, Parulia (village & post office), Purbasthali (police station), Purba Bardhaman (district), West Bengal-713513, do hereby state that I have changed my name and shall henceforth be known as Swami Ishtasmaranananda as declared before the Ld. first class judicial magistrate at Alipore Court, South 24-Parganas (vide the affidavit no. 21331 dated 16 Sept. 2025), and that Brahmachari Divya Chaitanya and Swami Ishtasmaranananda are one and the same person.

Name Change

I, Shayeb Akter Saikh (Old Name) S/O– Majit Saikh resident of Jhitkipota, Dakshin Jhitkipota, Kotwali, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741102 do hereby declared that I have changed my name from Shayeb Akter Saikh to Shoyeb Akhtar Saikh and henceforth I shall be known as Shoyeb Akhtar Saikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/10/2025. My name Shoyeb Akhtar Saikh & Shayeb Akter Saikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Subhadra Choudhury (Old Name) W/O–Ramsuk Chowdhury resident of Vill – Domkal Maheshyapara, Po- Domkal, Ps- Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Subhadra Choudhury to Subhadra Chowdhury and henceforth I shall be known as Subhadra Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/10/2025. My name Subhadra Chowdhury & Subhadra Choudhury both are same and one identical person.

Name Change

I, Swapan Kumar Choudhury (Old Name) S/O–Ramsuk Chowdhury resident of Vill – Domkal Maheshyapara, Po- Domkal, Ps- Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Swapan Kumar Choudhury to Swpan Chowdhury and henceforth I shall be known as Swpan Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/13/2025. My name Swpan Chowdhury & Swapan Kumar Choudhury both are same and one identical person.

Name Change

I, Yusuf Sk (Old Name) S/O–Hafejaddin Sekh resident of Vill-Begunbari Uttarpara, Po- Begunbari, Ps-Beldanga, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Yusuf Sk to Yusuf Sekh and henceforth I shall be known as Yusuf Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/10/2025. My name Yusuf Sekh & Yusuf Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, SHABANA (Old Name) W/O RAZI AHMED Residing at 71A, Dilkusha Street, P.O.-Circus Avenue, P.S.-Beniapukur, District - Kolkata, Pin - 700017 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SHAKAT ARA (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 13-10-2025. SHABANA (Old Name) and SHAKAT ARA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, SHANA BISWAS (Old Name) S/O JITENDRA BISWAS Residing at Gopalpur Pritinagar Ukhil Nara, P.O.-Pritinagar, P.S.-Ranaghat, District - Nadia, Pin - 741247 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as CHHANA BISWAS (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 13-10-2025. SHANA BISWAS (Old Name) and CHHANA BISWAS (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Afsar Ali (Old Name) S/O Late Ahad Boks Molla, Residing at Vill-Haroa, P.O & P.S-Haroa, Dist-24 Parganas North, Pin743425, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mawlana Afsar ali (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 13/10/2025. Afsar Ali (Old Name) and Mawlana Afsar ali (New name) Both are same and one identical person.

Name Change

I, Sazed Sekh (Old Name) S/O–Majid Sk resident of Vill- Diarpara, Po- Tentulia, Ps-Ranitala, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Sazed Sekh to Sajed Ali and henceforth I shall be known as Sajed Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/09/2025. My name Sajed Ali & Sazed Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Sofiulla Sk & Safiulla Sk (Old Name) S/O–Akul Sekh Khosbaspur, Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Sofiulla Sk & Safiulla Sk to Safiulla Seikh and henceforth I shall be known as Safiulla Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/10/2025. My name Safiulla Seikh (new name) & (old name) Sofiulla Sk & Safiulla Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Swapan Kumar Chowdhury, my father's (Old Name) Ramsukh Choudhury resident of Vill – Domkal Maheshyapara, Po- Domkal, Ps- Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my father's name from Ramsukh Choudhury to Ramsuk Chowdhury and henceforth my father's name shall be known as Ramsuk Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/10/2025. My father's name Ramsuk Chowdhury & Ramsukh Choudhury both are same and one identical person.

Name Change

I, Nurnahar Choudhury (Old Name) W/O–Swpan Chowdhury resident of Vill – Domkal Maheshyapara, Po- Domkal, Ps- Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Nurnahar Choudhury to Nurnahar Chowdhury and henceforth I shall be known as Nurnahar Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/10/2025. My name Nurnahar Chowdhury & Nurnahar Choudhury both are same and one identical person.

Name Change

I, Maharam Ali (Old Name) S/O–Kashimuddin Seikh resident of Vill-Hasanpur, Po-Hasanpur, Ps- Bhagwangola, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742302 do hereby declared that I have changed my name from Maharam Ali to Md Maharam Ali and henceforth I shall be known as Md Maharam Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/08/2025. My name Md Maharam Ali & Maharam Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Zabber Ali (Old Name) S/O–Ajijul Hoque resident of Mohanpur Mathpara, Kazisaha, Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Md Zabber Ali to Md Jabbar Ali and henceforth I shall be known as Md Jabbar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/10/2025. My name Md Jabbar Ali & Md Zabber Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Gofur Sk (Old Name) S/O–Mansur Ali resident of Purba Chandpur, Jalalpur, Kaliachak, Malda, West Bengal, Pin-732206 do hereby declared that I have changed my name from Gofur Sk to Md Gofur Sk and henceforth I shall be known as Md Gofur Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/10/2025. My name Md Gofur Sk & Gofur Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Monirul Sk (Old Name) S/O–Marjem Sk resident of Purba Mondalpara, Durgapur, Murshidabad, West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Monirul Sk to Manirul Seikh and henceforth I shall be known as Manirul Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/10/2025. My name Manirul Seikh & Monirul Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Jatindra Nath Mandal (Old Name) S/O–Paresh Mandal resident of Gourisail, Gangsara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741238 do hereby declared that I have changed my name from Jatindra Nath Mandal to Jatin Mandal and henceforth I shall be known as Jatin Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/10/2025. My name Jatin Mandal & Jatindra Nath Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Arman Sk (Old Name) S/O–Yusuf Sekh resident of Vill-Begunbari Uttarpara, Po- Begunbari, Ps-Beldanga, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Arman Sk to Arman Sekh and henceforth I shall be known as Arman Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/10/2025. My name Arman Sekh & Arman Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Roshid Sk (Old Name) S/O- Abu Siddique residing at Vill- Kapasdanga, P.O-Kapasdanga, P.S- Beldanga, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin No- 742133 do hereby declared that I have changed my name from Roshid Sk to Abdul Roshid and henceforth I shall be known as Abdul Roshid (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before Magistrate affidavit Berhampore court on 08/10/2025. My name Abdul Roshid & Roshid Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Sunnat Bibi W/o Gaffar residing at Vill. - Paltadanga, P.O. -Sondalia, P. S. - Shasan, Dist.- North 24 Parganas, West Bengal - 743423 , shall henceforth be known as SANNAT BIBI vide an affidavit before the Notary Public at Basirhat, North 24 Parganas on 13/10 /2025. That Sunnat Bibi and Sannat Bibi both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Salid Mondal পিতা Safik Mondal, গ্রাম-গদারচক, পোস্ট-সেলামপুর, পোস্ট-গোঘাট, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২১২২ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমার পিতার আসল নাম Safik Mondal এর পরিবর্তে Safikul Mondal, যা আমার মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্ত নথি এবং প্রবেশপত্রে (রেজিস্ট্রেশন নং ৪১৯১-০০৮৬৫৮, রোল ৩০২৪৩১এন নং ০০০৭) ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, গত ০৯.১০.২০২৫ তারিখে হুগলির মাননীয় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগের সামনে শপথপত্রের মাধ্যমে আমি সাফিক মন্ডল এবং সাফিকুল মন্ডল উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্ত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি Sri Sisir Kanrar So-Gobinda Kanrar ঠিকানা VILL PO.-Dakshin Jhapordaha, P.S.-Domjur, Dist - Howrah, Pin-711405, আমার প্রকৃত নাম Sisir kanRaR, কিন্তু আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে আমার নাম Sisir KaRAR হয়ে থাকায় এবং আমার পুত্র Saikat Kanrar এর মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটে ও Admit Card এ আমার নাম SisiR KARAR থাকায় ১৩১০২০২৫ ফার্স্ট ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হাওড়া কোর্টে এফিডেভিট করেছি আমার পুত্র Saikat Kanrar এর Passport No. N4559813 তে আমার নাম Sisir KanRAR আছে, SISIR KANRAR এবং SISIR KARAR এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change

I, Sakil Ahmed Khan (Old Name) S/o Mehdi Hasan Residing at 13, Natun Nagar Road, Maheshtala, P.o - Brace Bridge, District - South 24 Parganas, Pin - 700088 West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Shakil Ahmed Khan (New Name) as declared before the Kolkata vide affidavit Date 13-10-2025. Sakil Ahmed Khan (Old Name) and Shakil Ahmed Khan (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Dhiren Chandra Das (Old Name) S/o Braja Mohan Das Residing at South Protapgarh, North Dum Dum, P.o+P.s - Nimta, District - North 24 Parganas, Pin - 700049 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Dhiren Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-10-2025. Dhiren Chandra Das (Old Name) and Dhiren Das (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kulsum Parveen (Old Name) D/o Md Ilyas Residing at 29, Elliot Lane, P.o+P.s - Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Kulsum Perveen (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-10-2025. Kulsum Parveen (Old Name) and Kulsum Perveen (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Shabnam (Old Name) W/o Md Ziauddin Residing at 3/H/9, Anjuman Road, 2nd Floor, P.o - Entally, P.s - Beniapukur, District - Kolkata, Pin - 700014 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sabnam Hanif (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Calcutta vide affidavit no 471 Dated 09-09-2025. Shabnam (Old Name) and Sabnam Hanif (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Khedeja Begam (Old Name) W/o Late Abdul Jabbar Hazra Residing at 10, Nazrul Islam Avenue, Vip Road, P.o - Airport, P.s - Baguiati, District - North 24 Parganas, Pin - 700052 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Khodeja Begam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-10-2025. Khedeja Begam (Old Name) and Khodeja Begam (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Basiruddin Sekh (Old Name) S/o Rahim Box Sekh Residing at Rajak Gohalia, P.o - Dosatina, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Basir Sekh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-10-2025. Basiruddin Sekh (Old Name) and Basir Sekh (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Ranjit Kr. Roy (old name) son of Late Matilal Ray, Garapota, P.O - Garapota, P.S-Hanskhali, Dist-Nadia, Pin-741502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ranjit Ray (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate vide affidavit No. 90365 at Ranaghat dated 07/08/2025. Ranjit Kr. Roy and Ranjit Ray both are same and one identical person.

Name Change

I, Rabindra Nath Roy (old name) son of Ranjit Ray, residing at Garapota, P.O-Nadia Garapota, P.S-Hanskhali, Dist-Nadia, Pin-741502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Rabindra Nath Ray (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate vide affidavit No. 90586 at Ranaghat dated 07/08/2025. Rabindra Nath Roy and Rabindra Nath Ray both are same and one identical person

রাস্তা সংস্কারের জন্য বন্ধ থাকবে বাংলা-সিকিম লাইফ-লাইন ১০ নং জাতীয় সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালিম্পং, ১৩ অক্টোবর ঃ সোমবার দুপুর থেকেই বন্ধ থাকবে বাংলা-সিকিম লাইফ-লাইন ১০ নং জাতীয় সড়ক! ২৯ মাইল ও শেইলোপানির মাঝে ধস নামে! ধস সংস্কারের জন্য বন্ধ থাকবে বাংলা-

সিকিম লাইফ-লাইন। NHIDCL কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা, সোমবার দুপুর ১টা থেকে বন্ধ থাকবে ১০ নং জাতীয় সড়ক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এই সড়ক। বিকল্প রুটে চলবে গাড়ি। গত সপ্তাহের শনিবার মুষলধারে বৃষ্টিতে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে উত্তরবঙ্গের পাহাড়। তবে ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে পাহাড়ের বাসিন্দারা। আবারও নতুন করে পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায়। কিন্তু সিকিম যাওয়ার জাতীয় সড়কে ধস নামায় সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ করে দেয় এনএইচআইডিসিএল কর্তৃপক্ষ। ধস নামার পর রাতভর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সংস্কারের কাজ চালানো হয়। পরবর্তীতে ২৯ মাইলে একমুখী যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু সোমবার থেকে ১০ নং জাতীয় সড়ক সংস্কারের কারণে পুরোপুরি বন্ধ থাকবে জাতীয় সড়ক। **বিকল্প রুট কী-** শিলিগুড়ি- কালিম্পং, শিলিগুড়ি- কার্শিয়ং- জোরবাংলো- পেশক- তিস্তাবাজার-চিত্রে-কালিম্পং। শিলিগুড়ি-সেবক-গরুবাথান-লাভা-আলগাড়া-২১মাইল-কালিম্পং। শিলিগুড়ি- সেবক-কালিঝোড়া- পনবু-কালিম্পং। শিলিগুড়ি-সিকিম শিলিগুড়ি-কার্শিয়াং- জোরবাংলো-পেশক-তিস্তাবাজার-চিত্রে-রংপো-গ্যাংটক। শিলিগুড়ি-সেবক-গরুবাথান-লাভা-আলগাড়া-২১ মাইল-কালিম্পং-চিত্রে-রংপো-গ্যাংটক। শিলিগুড়ি-সেবক-গরুবাথান-লাভা-আলগাড়া-২১ মাইল-মঙসঙ-রংপো-গ্যাংটক। গত শনিবার উত্তরবঙ্গে বিপর্যয় নেমে আসে। জলের তোড়ে ভেসেছে একের পর এক গ্রাম। এখনও ফুঁসছে বালাসন। পাড় ভাঙলে যখন তখন ভেসে যাবে সর্বস্ব। আতঙ্কে বাগডোগরার এমএম তরাই গ্রাম। শিলিগুড়ির বাগডোগরার চা বাগান লাগোয়া এই গ্রাম। এই গ্রামে এখনও ফুঁসছে বালাসন। নদীতে জল বাড়লে সব ভেসে যাবে। আতঙ্কে গোটা গ্রাম। গত শনিবার উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হয়। ভয়াল রূপ ওঠে পাহাড়ি নদীগুলি। এর মধ্যে অন্যতম বালাসন। বালাসনের তোড়ে ভেসে গেছে একের পর এক গ্রাম। তছনছ নদী লাগোয়া এমএম তরাই পিকনিক স্পট। শনিবার রাতভর বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয় জীবন। বিপদে বন্যপ্রাণ। জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ারে একাধিক বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। নদীর জল কমতেই ভেসে উঠছে একের পর এক বন্যপ্রাণীর দেহ। কোচবিহারের পুন্ডিবাড়িতে একটি গণ্ডারকে উদ্ধার করে বনদফতর। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে। অনেক বন্যপ্রাণী আবার লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। এক বিপদ বাড়ে। জলপাইগুড়ি জেলায় ধূপগুড়ির মধ্য খট্টিমারিতে তাণ্ডব চালায় জংলি শুয়োর। আহত হয় চারজন। বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত আলিপুরদুয়ারের জলদাপাড়া। মৃত্যু হয় হরিণের। জলদাপাড়া জঙ্গল লাগোয়া শিমলাবাড়ি। এখানে সোমবারও কুনকি হাতি নামিয়ে একটি গন্ডার উদ্ধার করা হয়।

জেলাজুড়ে লাগাতার বৃষ্টির জেরে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন ফুল চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণদিনাজপুর, ১৩ অক্টোবর ঃ জেলাজুড়ে লাগাতার বৃষ্টির জেরে ফুল চাষের জমিতে জল দাঁড়িয়ে যাবার ফলে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন ফুল চাষিরা। পুজোর মরসুম শুরু হতেই ফুলের চাহিদা দ্বিগুন থাকলেও নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে গাদা সহ একাধিক ফুল চাষের ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন চাষিরা। বিগত এক মাসের টানা বৃষ্টিতে দোপাটি, গাঁদা, অপরাজিতা, রজনীগন্ধা- সহ বিভিন্ন ধরনের ফুলের মধ্যে বৃষ্টির জল ঢুকে গেছে। ফলে পাপড়ি পচে ফুলের গুণমান নষ্ট হচ্ছে। ওই ফুলে দাগ এসে যাওয়ার কারণে তা বিক্রি হচ্ছে না। এমনকি দাম বেড়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন ক্রেতা থেকে বিক্রেতা সকলেই। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের অভিযোগ, কালীপুজোর আগে প্রচুর ফুল নষ্ট হয়েছে। এমনকি অতিবৃষ্টির ফলে গাছের গোড়ায় জল জমেছে। ফলে ফুল গাছগুলির গোড়া পচে গিয়ে গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে। কমেছে ফুলের সংখ্যাও। সাধারণত এই সময়টা ফুলের দাম ভাল থাকে। কিন্তু চলতি বছর এই সময়ে ফুলের জোগান পাওয়া যাবে না। পরিস্থিতি যা, তাতে পুজোর মরশুমে ফুলের ক্ষতি সবচেয়ে বেশি। ভারী বৃষ্টির জমা জলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফুল বিক্রেতাদের কথায়, গাঁদা ফুলের পাইকারি মূল্য ১০০-১২০ টাকা।

গাছগুলো ডুবে নষ্ট হওয়ায় কালীপুজোর সময় পর্যাপ্ত ফুলের জোগান থাকবে না বলে মনে করছেন ফুল বিক্রেতারা। চাষিদের দাবি, এসময় পুজোতে গাঁদা, জবা, অপরাজিতার পাশাপাশি রজনীগন্ধার মত ফুলের চাহিদা বেশি থাকে। আর জেলার একটা বড় অংশ জুড়ে এই ফুলগুলির চাষ করা হয়। তবে, টানা বৃষ্টির প্রভাবে অধিকাংশ জমিতে জল দাঁড়িয়ে ফুল গাছ নষ্ট হয়েছে। ফলে কালীপুজোর আগে ফুলের ব্যবসায় বড় ক্ষতির একটি গাঁদা ফুলের মালা বিক্রি হত ২০-২৫ টাকা দরে। কিন্তু অতিবৃষ্টির প্রভাবে ফুলের জোগান তেমন না থাকায় দাম বেড়েছে দ্বিগুনের দ্বিগুণ। ৬০-৭০ টাকা দরে। ফলস্বরূপ দাম শুনেই পিছিয়ে যাচ্ছেন ক্রেতারা। ফুলের বরাত দেওয়ার পরিবর্তে নম নম করে সারতে চাইছে পুজো। ফুল বিক্রি না হওয়ায় দুদিন যেতে না যেতেই তা পচে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাথায় হাত পড়েছে ফুল চাষি-সহ বিক্রেতাদের।

দুর্গাপুর গণধর্ষণকাণ্ডে গ্রেফতার পঞ্চম অভিযুক্তও, পুলিশের জালে শেখ শফিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৩ অক্টোবর ঃ ওড়িশার পড়ুয়াকে গণধর্ষণের অভিযোগে দুর্গাপুরে গ্রেফতার বেড়ে পাঁচ। মোবাইল টাওয়ার ট্র্যাক করে পুলিশের জালে শেখ শফিক। সোমবার বেলার দিকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। আগেই পাকড়াও করা হয় আরও ৪ অভিযুক্তকে। নির্যাতিতার বন্ধুকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগে রবিবার গ্রেফতার করা হয় ৩ জনকে, আটক ১ জন। তদন্তকারীদের নজরে দেড় ঘণ্টার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ। শুক্রবার রাতে এই মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ছাত্রীর বাড়ি ওড়িশার জলেশ্বরে। থাকেন দুর্গাপুরে কলেজের হস্টেলে। হস্টেলের কাছে জঙ্গলে ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের অভিযোগ। এই ঘটনায় ছাত্রীর এক সহপাঠী এবং আরও পাঁচজনের বিরুদ্ধে দুর্গাপুর নিউ টাউনশিপ থানায় শনিবার গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপরেই ধরপাকড় শুরু করে পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে শোভাপুর থেকে গ্রেফতার করা হয় তিনজনকে, অপু বাউরি, ফিরদৌস শেখ এবং শেখ রিয়াজউদ্দিন। ধৃতদের থেকে উদ্ধার হয়েছে ছাত্রীর মোবাইল ফোন। গণধর্ষণের অভিযোগের তদন্তে পুলিশের নজর সিসি ক্যামেরা ফুটেজে। ফুটেজে দেখা যায়, শুক্রবার রাত ৭টা ৫৮-এ ছাত্রী এবং তাঁর সহপাঠীকে ক্যাম্পাস থেকে বেরোতে দেখা যায়। রাত ৮টা বিয়াল্লিশ-এ মেডিক্যাল কলেজের ক্যাম্পাসে একাই ঢোকেন ছাত্রীর সহপাঠী। কয়েক মিনিট ঘোরাঘুরি করেন। ৮টা ৪৮-এ ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে যান। ৯টা উনত্রিশে ছাত্রীকে নিয়ে ক্যাম্পাসে ফেরেন তাঁর সহপাঠী বন্ধু। রাত ৯টা ৩১ মিনিটে গার্লস হোস্টেলে ঢোকেন ছাত্রী। এরপরেই সহপাঠীদের জানায়। থানায় অভিযোগ করে। অসুস্থ হয়ে পড়ে। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ফিল্ম ট্যুরিজমে বড়সড় ধাক্কা উত্তরবঙ্গে ! বাতিল হচ্ছে একের পর এক সিনেমা, ওয়েব সিরিজের শ্যুটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর ঃ পাহাড়-জঙ্গল-নদী ঘেরা ডুয়ার্স। তার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য হাতছানি দেয় সকলকে। গত কয়েক বছরে রাজ্যের একাধিক প্রচেষ্টায় ডুয়ার্সে ধীরে ধীরে বাড়ছিল ফিল্ম ট্যুরিজম। বন্যা বিপর্যয়ে ধাক্কা তাতে। গত কয়েক বছরে একের পর এক বাংলা সিনেমার শুটিং হয়েছে ডুয়ার্সে। গরুমারা থেকে গরুবাথান। লাভা থেকে ঝালং, বিন্দু। চাপরামারি থেকে জলদাপাড়া বহু ওয়েব সিরিজের শ্যুটিং হয়েছে। বাদ নেই ভারতীয় সিনেমার দিকপালদের আসা যাওয়া। রজনীকান্ত থেকে করিনা কাপুর গত কয়েক বছরে শ্যুটিং করে গেছেন। কিন্তু বৃষ্টি, ধসের ধাক্কায় সেই সব স্পট ক্ষতিগ্রস্ত। আর তার জেরেই পিছিয়ে যাচ্ছে একের পর এক সিনেমা- ওয়েব সিরিজের শ্যুটিং। উত্তরবঙ্গের অন্যতম লাইন প্রোডিউসার চৈতালি বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন অনেক শ্যুটিং বাতিল হচ্ছে। চৈতালি বন্দ্যোপাধ্যায়, লাইন প্রোডিউসার বহু সিনেমা, ওয়েব সিরিজের। তিনি বলছেন, শরমন যোশী আপাতত এই দুর্যোগে এখানে আসবেন না বলে জানিয়েছেন। যশরাজ ফিল্মস তাদের একটা শ্যুটিং বাতিল করেছে। নিরমা ও ভেসলিন তাদের শ্যুটিং দার্জিলিং ও ডুয়ার্সে বাতিল করেছে। সমস্ত ধরণের প্রস্তুতি নেওয়া ছিল। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার জেরে এই ফিল্ম ট্যুরিজম ব্যাহত হয়েছে। বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সিনেমার শুটিংয়ের সাথে যুক্ত থাকে স্থানীয়রা। স্থানীয় অর্থনীতির একটা প্রভাব পড়ে এর উপরে। রিসর্ট বা হোটেল বুকিং হয়। এছাড়া কাজের প্রয়োজনে একাধিক গাড়ি ভাড়া করা হয়। সেগুলিও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। গরুমারা জঙ্গল ক্যাম্প রিসর্ট - এর ম্যানেজার বলছেন, আমাদের রিসর্টে একের পর এক বুকিং বাতিল হচ্ছে। এক কোমর জল উঠে এসেছিল। ফলে আপাতত কেউ আসতে চাইছেন না। চৈতালি বন্দ্যোপাধ্যায়, লাইন প্রোডিউসার বলছেন, আমাদের কাজের সঙ্গে স্থানীয় অর্থনীতি যুক্ত। তা বিপুল ধাক্কা খেল।

সমবায় ব্যাঙ্ক গুলিতে দুর্নীতি ও জালিয়াতির ঘটনা রুখতে জোরদার নিরাপত্তা

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর ঃ রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্ক গুলিতে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও জালিয়াতির ঘটনা রুখতে রাজ্য সরকার ওইসব ব্যাংকের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্য ব্যাংকের তরফ একটি সমগ্র সাইবার সুরক্ষা সংস্কার কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এর আওতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে ও নিয়োগ করবে। আগামী পাঁচ বছরের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও ঢেলে সাজানোর জন্য আগ্রহী সংস্থা নিয়োগের দরপত্র আহ্বান করেছে। তথ্য চুরি, আর্থিক জালিয়াতি বা সাইবার অপরাধ দ্রুত সনাক্ত ও প্রতিরোধ করাই এর উদ্দেশ্য। পদক্ষেপের মাধ্যমে গ্রাহকের তথ্য আরও সুরক্ষিত রাখা ও ডিজিটাল লেনদেনে আস্থা বাড়ানো যাবে বলে সমবায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মনে করেন।

ট্রাক্টরের ধাক্কায় পিষে গেলেন বাইক আরোহী, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৩ অক্টোবর ঃ মাথায় হেলমেট থাকলেও শেষ রক্ষা হল না। মুর্শিদাবাদে সাতসকালেই ঘটে গেল মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাজে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। সোমবার সকালে সামশেরগঞ্জের রতনপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ডাকবাংলার দিক থেকে ধুলিয়ানের দিকে যাওয়ার পথে উল্টো দিক দিয়ে আসা একটি বেপরোয়া ট্রাক্টর ধাক্কা মারে ওই ব্যক্তিকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক চালকের। মাথায় হেলমেট থাকা সত্ত্বেও ট্রাক্টর কার্যত পিষে দেয় তাকে। পুলিশ সূত্রের খবর, মৃত ব্যক্তির নাম রাজকুমার সিংহ (৪৫)। তার বাড়ি সুতি থানার জগতাই এলাকায়। তিনি একটি বিড়ি কোম্পানিতে কাজ করতেন। মৃতের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বাড়ি থেকে ধুলিয়ানের একটি বিড়ি কোম্পানিতে কাজে যাচ্ছিলেন তিনি। বাড়ি থেকে সুস্থ সবল অবস্থায় কাজে বেরিয়ে অফিসে পৌঁছানোর আগেই রাজকুমার সিংহের মৃত্যু সংবাদ তাঁর বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। যদিও দুর্ঘটনার পর বেপরোয়া ট্রাক্টরটিকে আটক করেছে পুলিশ। চালক পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এও জানিয়েছেন, বর্তমানে এলাকায় বেপরোয়া ট্রাক্টরের গতিবিধি বেড়েছে। আর বেপরোয়া গতির কারণেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটল। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, রাজকুমার সিংহ ছিলেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিল। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর জেরে আগামী দিনে কীভাবে সংসার চলবে তা বুঝে উঠতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা।

কফি চুরি রুখতে জমিতে সিসি ক্যামেরা ও উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন আলো লাগালেন কৃষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৩ অক্টোবর ঃ চোরের হাত থেকে বাঁচতে অভিনব ভাবনা কৃষকের। চোরের উপদ্রব থেকে কফি জমিকে বাঁচতে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন লাইট ও সিসিটিভি লাগালেন কৃষক। বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের উত্তরপ্রান্তে দামোদর নদীর পাশে প্রত্যন্ত একটি গ্রাম চর গোবিন্দপুর। এখানে একশো শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষিকাজ করেই জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন এখানকার কৃষকরা। বর্তমানে সমস্ত কৃষকের মাঠে রয়েছে শীতকালীন ফসল কফি। এই বছর কফির ব্যাপক ফলন হয়েছে ইতিমধ্যেই বাজারে সেই কফি বিক্রিও শুরু হয়েছে। কৃষকদের অভিযোগ বেশ কয়েকদিন ধরেই রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা কফি জমিতে ঢুকে কফি চুরি করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ফলে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছে কৃষকরা। কারণ কৃষকরা কফি চাষ করেছে মহাজনের কাছে ঋণ করে। এই কফি চুরি হয়ে গেলে তারা সংসার চালাবেন কী করে এবং মহাজনের ঋণ শোধ করবেন কী করে? তা ভেবে ভেবেই রাতের ঘুম উড়েছিল কৃষকদের। চোরের উপদ্রব থেকে বাঁচতে চর গোবিন্দপুরের এক কৃষক দারুণ পদক্ষেপ নিয়েছেন। কফি জমিতে লাগিয়েছেন সিসি ক্যামেরা এবং রাতের অন্ধকার দূর করতে জমিতে লাগিয়েছেন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আলো। কৃষকের দাবি, যেভাবে রাতের অন্ধকারে চোরের দল কফি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে তাতে করে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাদের। কফি চুরির হাত থেকে বাঁচতেই এই উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়েছেন কৃষক।

বিহারের নিখোঁজ ব্যক্তিকে বাড়ি ফেরালেন মালদার ৩ বন্ধু

সুদীপ্ত লাহিড়ী, মালদা, ১৩ অক্টোবর ঃ বাড়ি ফেরার সময় পথ হারিয়েছিলেন। এরপর অজানা পথে দিনের পর দিন হাঁটার পর আন্ত ঃরাজ্য সীমান্ত পেরিয়ে বাংলায় ঢুকে পড়েন। গত প্রায় ৩ মাস আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হওয়ার পর অবশেষে মালদার তিন বন্ধুর সহযোগিতায় বাড়ি ফিরলেন বিহারের সীতামাড়ি এলাকার এক ভবঘুরে ব্যক্তি। বিহারের ওই ব্যক্তিকে উদ্ধারকারী এক যুবক ভাস্কর ঘোষ জানান, পুরাতন মালদহের কাদিরপুর বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় তিন বন্ধু মিলে ভবঘুরেদের সাহায্যের জন্য যান। সেখানেই ওই ব্যক্তিকে দেখতে পান। সামান্য মানসিক ভারসাম্যহীন হলেও ওই ব্যক্তিকে দেখে তাঁদের স্বাভাবিক মনে হয়। তাঁর সঙ্গে কথা বলে নাম-ঠিকানা জানেন। এরপর নন্দ মাতো নামের ওই ব্যক্তিকে রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির মিশনে আশ্রয় দেওয়া হয়। অন্যদিকে তাঁর নাম-ঠিকানা জানার পর ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্চ করে সেই এলাকার স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করা হয়। এরপর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে পরিবারের সদস্যরা মালদায় ছুটে আসেন। ভবঘুরে ওই ব্যক্তির ছেলে কৃষ্ণ কুমার বলেন, গত তিন মাস আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান বাবা। এরপর ফোন মারফত খবর পাই মালদায় রয়েছেন। পরিবারের সদস্যকে ফিরে পেয়ে খুব ভাললাগছে। বাড়ির সদস্যকে দীর্ঘ ৩ মাস পর ফিরে পেয়ে উদ্ধারকারী তিন বন্ধুদের ধন্যবাদ জানান।

মদ বিক্রির বিরুদ্ধে মহিলাদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৩ অক্টোবর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানা এলাকার অন্তর্গত হরিরামপুর রূপনারায়ণপুর গ্রামে সোমবার সকালে দেশি মদ বিক্রির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামের মহিলারা। গ্রামবাসীদের মতে, গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে দেশি মদ বিক্রি হয়ে আসছিল। ফলস্বরূপ, অনেক পুরুষ তাদের কষ্টার্জিত অর্থ মদের জন্য নষ্ট করছিলেন। সোনার গয়না, বাসনপত্র এমনকি কাপড় বিক্রি করে মদ কিনে খাচ্ছিল। এই পরিস্থিতি দেখে গ্রামের একজন মহিলা এগিয়ে এসে মদ বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। তিনি গ্রামের সমস্ত মহিলাদের একত্রিত করেন এবং একাধিক মহিলা এতে যোগ দেন। সোমবার সকালে, মহিলারা একটি গণমিছিল বের করে। মহিলারা খোলাখুলি ঘোষণা করেন, যদি আবার কাউকে দেশি মদ বিক্রি করতে দেখা যায়, তাহলে আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা নেব। গ্রামবাসীরা বলছেন, এই প্রথমবারের মতো রূপনারায়ণপুরের মহিলারা এইভাবে একত্রিত হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছেন। আন্দোলনের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মদ বিক্রেতারাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পুলিশ প্রশাসনকেও এই অভিযানের কথা জানানো হয়েছে। স্থানীয়রা আশা করছেন যে প্রশাসন এখন এই অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

শ্রীরামপুরে লেপ্টোস্পাইরোসিস নতুন করে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৩ অক্টোবর ঃ লেপ্টোস্পাইরোসিস সংক্রামিত হয়। বর্তমান আবহাওয়া, পরিবেশ ও টানা বৃষ্টিতে জমে থাকা জলে ইঁদুর, ছুঁচো, বেজির মতো প্রাণীদের মল, মূত্র মিশছে। সেই জল থেকেই এই রোগটির প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান চিকিসকদের। লেপ্টোস্পাইরোসিস সংক্রামিত হয়। বর্তমান আবহাওয়া, পরিবেশ ও টানা বৃষ্টিতে জমে থাকা জলে ইঁদুর, ছুঁচো, বেজির মতো প্রাণীদের মল, মূত্র মিশছে। সেই জল থেকেই এই রোগটির প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান চিকিৎসকদের। এ বারে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত ও জমা জলের দাপট অব্যাহত থাকলেও, পতঙ্গবাহিত অসুখ ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে ছিল বৃষ্টির জমা নোংরা জল থেকে ছড়িয়ে পড়া অসুখ লেপ্টোস্পাইরোসিস নতুন করে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, লেপ্টোস্পাইরা ব্যাকটিরিয়া থেকে বা রোডেন্ট অর্থাৎ ইঁদুর, ছুঁচো, বেজি জাতীয় প্রাণী থেকে। ইতিমধ্যেই দু'জন এই অসুখে আক্রান্ত হয়ে শ্রীরামপুরের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার মধ্যে এক জন মহিলা। চিকিৎসকদের মতে, আগে এই রোগটি দেখা যেত না। এ বারে প্রায় দু'মাসের বেশি সময় ধরে বৃষ্টি হয়েছে। তাতে জমা জল দূষিত হতেই এই অসুখ থাবা বসিয়েছে। । লেপ্টোস্পাইরা ব্যাকটিরিয়া সাধারণত কিডনি এবং লিভারকে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত করে। এমতাবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়ে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা খুব জরুরি।

চিকিৎসার গাফিলতি, প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ

অশোক দাস, মেদিনীপুর, ১৩ অক্টোবর ঃ আবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতিতে অন্ত ঃসত্বা মহিলার মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা। সোমবার ক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগীর পরিজনরা। জানা গেছে, রবিবার সন্ধ্যায় শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা নিয়ে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন বেলদার বাসিন্দা শিখা দে দাস। পরিবারের অভিযোগ, শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা হলেও তা গুরুত্ব দেয়নি হাসপাতালের চিকিৎসকরা। প্রাথমিকভাবে কিছু পরীক্ষা করার পরেই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। পরিবার বারবার প্রসূতিকে হাসপাতালে ভর্তি রাখার আবেদন জানালেও সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এরপর গভীর রাতে ফের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় ওই গর্ভবতী মহিলার। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তাঁকে ভর্তি করা হয় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে। সোমবার সকালে মৃত্যু হয় ওই গর্ভবতী মহিলার। পরিবারের অভিযোগ চিকিৎসার গাফিলতির কারণেই প্রসবের আগেই মৃত্যু হল ৯ মাসের অন্ত ঃসত্বা মহিলার। ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রসূতির পরিবারের সদস্যরা।

চম্পাহাটির বাজি ক্লাস্টার বিশ বাঁও জলে, কবে শেষ হবে তাই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর, ১৩ অক্টোবর ঃ আগামী সোমবার কালীপুজো। বারুইপুরের চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাড়ালে বাজির বাজার জমে উঠেছে। তবে প্রশ্ন উঠছে এখানকার বাজির ক্লাস্টারের ভবিষ্যত নিয়ে। কারণ ক্লাস্টার গড়তে প্রায় ৩০ বিঘা জমি দেওয়া হলেও এখনও কাজ করে উঠতে পারেনি রাজ্য সরকার। দুর্ঘটনা এড়াতেই রাজ্যের বৃহৎ বাজিবাজার হিসেবে পরিচিত হাড়ালে ঘরে ঘরে থাকা বাজি তৈরির কারখানা ও দোকান গুলিকে জনবসতি থেকে সরিয়ে দেড় কিলোমিটার দূরে পাশের বেগমপুর মৌজায় তুলে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল রাজ্য। সেই কাজের জন্য বাজি ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে ২৪ বিঘা জমি সরকারকে দেওয়া হয়েছে। আরও ৬ বিঘা জমি দেওয়া হয় মজুত বাজির গোডাউন তৈরি করতে। ১৫ কাঠা জমি দেওয়া হয় বাজি তৈরির কেমিক্যাল ল্যাব ও কনফারেন্স রুমের জন্য। দমকলের জন্য ক্লাস্টারের কাছাকাছি ১ বিঘার বেশি জমি দেওয়া হয়েছে। তার অনুমোদন ইতিমধ্যেই পাওয়া হয়ে গেছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বেগমপুরের কাটাখালের পাশে বাজি হাব তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেখানে ৫৮টি বাজির দোকান তৈরি করার কথা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেখানে মাত্র ৪২টি দোকান তৈরি হয়েছে। তিন বছর কেটে গেলেও অগ্রগতি হয়নি ক্লাস্টার তৈরিতে। আর তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বারুইপুর থানার চম্পাহাটি, বেগমপুর ও সাউথ গড়িয়া এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় প্রায় আশি হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ ও প্রোক্ষ ভাবে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। শুধুমাত্র হাড়ালে প্রায় ৩০০-র বেশি বাজির দোকান রয়েছে। কিন্তু আজও ক্লাস্টার না হওয়ায় হতাশ ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে কারিগররা। এলাকার বাজি ব্যবসায়ীরা বলেন, আমরা ক্লাস্টার তৈরির জন্য তিন বছর আগে জমির বন্দোবস্ত করে দিয়েছি সরকারকে। কিন্তু সেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তামিলনাড়ু থেকে বাজি এ রাজ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা। ইতিমধ্যেই নতুন দমকল কেন্দ্রের অনুমোদন ও মিলেছে। তবে ভরসা পাচ্ছেন না হতাশ বাজি ব্যবসায়ীরা।

পেঁয়াজ সংরক্ষণে ৭৭৫ টি গোলা

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর ঃ ভিন রাজ্যের উপরে পেঁয়াজের নির্ভরতা কমাতে রাজ্য সরকার পেঁয়াজ সংরক্ষনের জন্যে ৭৭৫ টি গোলা তৈরি করবে। কৃষি বিপনন মন্ত্রী বেচারাম মান্না সোমবার হুগলি সার্কিট হাউসে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানেই তিনি রাজ্যে দশটি পেঁয়াজ উৎপাদক জেলায় এই গোলাগুলি তৈরি করা হবে বলে আধিকারিকদের জানান। গোলা তৈরির জন্যে হুগলিতে যে ৩৫২ জন অনলাইনে আবেদন করেছিলেন তাদের মধ্যে লটারি করে আজ ১৭৫ জনকে বেছে নেওয়া হয়। মন্ত্রী বলেন গোলা তৈরির জন্যে সরকারি ভাবে প্রত্যেককে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করে ভর্তুকী দেওয়া হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএলটি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১০৫-২৫, তারিখ ০৯.১০.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আহ্বান করছেন। **অবস্থানসহ কাজের নাম :** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনে ২x২৫ কেভি প্রণালীর টিটিসি মাস্টে ডবল পোল আইসোলেটরের ব্যবস্থার জন্য অতিরিক্ত উপকরণের এস্টিমেট শিডিউল। **কাজের আনুমানিক ব্যয়:** ৩,০২,৬৫,৫৬০ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে:** ৩,০১,৩০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য:** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৬.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলা :** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/ স্পেসিফিকেশনের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

(HWH-343/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭০৪, তারিখ : ১০.১০.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং. ১, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৮১-আর২। কাজের নাম:** চাতরার জন্য সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ - সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়া ডিভিসনে চাতরা গুডস শেডের আপগ্রেডেশন ও আধুনিকীকরণ। **টেন্ডার মূল্য:** ৭২,৮৫,৯৪৭ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ১,৪৫,৭০০ টাকা। **ক্র.নং. ২, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৮২। কাজের নাম:** সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়া ডিভিসনে রাজগ্রাম পাবলিক সাইডিং গুডস শেডের আপগ্রেডেশন ও আধুনিকীকরণের সাথে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৫০,৮৫,৬৯৯ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ১,০১,৭০০ টাকা। **ক্র.নং. ৩, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৮৩। কাজের নাম:** সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়া ডিভিসনে সাঁইথিয়া গুডস শেডের আপগ্রেডেশন ও আধুনিকীকরণের সাথে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৭৯,৪৬,০৪৪ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ১,৫৮,৯০০ টাকা। **ক্র.নং. ৪, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৮৫। কাজের নাম:** সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়া ডিভিসনে কুলাপাহাড়ি (তিলভিটা) গুডস শেডের আপগ্রেডেশন ও আধুনিকীকরণের সাথে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৬২,৬৯,৭৮০ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ১,২৫,৪০০ টাকা। **ক্র.নং. ৫, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৮৬। কাজের নাম:** সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়া ডিভিসনে পাকুড় গুডস শেডের আপগ্রেডেশন ও আধুনিকীকরণের সাথে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,০১,০০,৪৯৯ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ২,০০,৫০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১৮০ দিন প্রতিটির জন্য। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ৩১.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর যে কোনও সুবিধামতো তারিখে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-341/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SHIBRAMPUR GRAM PANCHAYAT

NIT NO.-375/SGP/2025 Dated-13/10/2025
NIT NO.-376/SGP/2025 Dated-13/10/2025
NIT NO.-378/SGP/2025 Dated-13/10/2025 Last date of Submission On or before **28/10/2025 (up-to 4.30 PM)** Date of Opening - **31/10/2025 (From 04.30 P.M)** (For viewing Tender:- **www.wbtenders.gov.in**)

Sd/-
Pradhan
Shibrampur Garm Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শুভময় সাঁতরা পিতা ঃ রবিন সাঁতরা ২০২২ সালে ডোমজুড় A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬১০১ নং দলিল দ্বারা সুপ্রিয় ও সমীরণ পাল পক্ষে পিঙ্গু নস্কর আমমোক্তার নামা দলিল হইয়াছে।
মৌজা-ডোমজুড় হাল ১২১৮৪ নং. খতিয়ানে সাবেক ৩৫৮৭ হাল ৩৬৩১ নং দাগে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন উচ্চ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় - B.L.& R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী তারক নাথ সাউ পিং গঙ্গা প্রসাদ সাউ মহাশয় গত ইং 08.09.23 তারিখে A.D.S.R. হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং-। বিয়িং-9435, সমীর কুমার বিশ্বাস S/o শ্রীপতি বিশ্বাস নিকট হইতে জয়পুর বিল মৌজায়, জে.এল নং-13, থানা-লিলুয়া জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে যদি কারোর কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালি, জগাছা B.L.& R.O. অফিসে যোগাযোগ করিবেন - L.R দাগে 1832 L.R-খতিয়ান-3130

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল উর্মিলা দেবী স্বামী- রবিশঙ্কর প্রসাদ গত ২৩.০২.২০২১ তারিখে হাওড়া এ্যাডি, সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I 1793 (BOOK-I) নম্বর পাওয়ার অব এ্যাটনী বা আমাক্তানামা দলিল বলে শ্রী পুতুল ব্যানার্জী স্বামী-সুবোধ ব্যানার্জী নিকট হইতে বালী মৌজায় আর এস 4333 দাগে হাল 26022 নম্বর খতিয়ানে হাল 17347 নম্বর দাগে ৫ কাটা জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কার কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী বি. এল. এণ্ড এল. আরও অফিসে ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

Abujhati 1 Gram Panchayat
Vill-Jhapandanga P.O.-Keotara,
Dist.-Purba Bardhaman
(Jamalpur Panchayat Samity)

NOTICE INVITING E-TENDER No. 626/ABUJ-I/2025, Dated: 13/10/2025
The Prodhan, Abujhati 1 Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Abhujhati 1 Gram Panchayat for the work of Upgradation of Health Sub Center Jhapandanga Health and Wellness Center. Last date of submission of Bid **25/10/2025 up to 02.00 p.m**. Technical Bid Opening Date **29/10/2025 at 12.30 pm.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Abujhati 1 Gram Panchayat

NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are hereby invited by the undersigned for Hiring of Diesel Motor Cab/Maxi Cab with (Bharat stage - VI), purchased on or after 01.01.2025 with commercial permit, on daily rate basis inclusive of fuel and lubricant. Details of which are as noted below:N.I.Q. No: 01 of 2025-26 of A.E.(A-I) Kaliachak (A-I) Sub-Division, Malda. Collection of Tender Documents: Upto **14.10.2025 Time: 11:00 to 17:00 Hrs.** Dropping of Tender Documents: **15.10.2025 Upto 14:00 Hrs.** Opening of Tender: **15.10.2025 at 15:00 Hrs.** Details will be available at the office of the undersigned.

Sd/- Assistant Engineer (A-I)
Kaliachak (A-I) Sub-Division
Kaliachak, Malda

Khandari Gram Panchayet.
Jambedia , Barjora, Bankura
Tender Notice.

1. NIet No- 06/APAS/2025-26. Date- 13.10.2025. Total Nos. of Scheme 5 (five) 2. NIet No- 07/APAS/2025-26. Date- 13.10.2025. Total Nos. of Scheme 2 (two) 3. NIet No- 08/APAS/2025-26. Date- 13.10.2025. Total Nos. of Scheme 6 (six) 4. NIet No- 09/APAS/2025-26. Date- 13.10.2025. Total Nos. of Scheme 4 (four)

Pradhan
Khandari Gram Panchayat

Office of the
SARENGA GRAM PANCHAYET
Sarenga; P.S.-Sankrail, Dist.-Howrah

NOTICE INVITING TENDER No.: (1) HOW/SANK/SGP/eNIT-29/25-26, (2) HOW/SANK/SGP/eNIT- 30/25-26
For and on behalf of the Sarenga Gram Panchayat, the Prodhan, Sarenga Gram Panchayat invites e-tenders for total 2 (Two)Nos. similar works. Document download starting from **09/10/2025 from 06.00 PM up to 18/10/2025 up to 12.00 PM.** Last date of submission of Bid **18/10/2025 at 12.00 PM.** Bid Opening Date on **29/10/2025 at 12.00 PM.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sarenga Gram Panchayat

RASIDPUR GRAM PANCHAYAT
Vill.+PO. Rasidpur, Dist.-Hooghly, Pin-712408
Notice Inviting e-Tender

Rasidpur Gram Panchayat invites e-Tender vide **N.I.T. No.:- 363/25 dated:-09.10.2025 & N.I.T. No.:-364/25 dated:-09.10.2025**. Last date of submission of Bid is **22.10.2025**. The details of the e-Tender are available on the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Rasidpur Gram Panchayat

Office of the
SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No:-WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 13/25/APAS

For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 10 (Ten) Nos. different works. Document download/sale start date from **10/10/2025 at 2.00 PM.** Bid Submission starting from **10/10/2025 at 02.00 PM.** Last date of submission of Bid on **22/10/2025 at 02.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **24/10/2025 at 03.00 P.M.** For Details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমি Pramila Jaiswal w/o- Ashrphi lal Jaiswal
গ্রাম Belgachia পোঃ Howrah জেলা Howrah বাসিন্দা হইতেছি।
Belgachia kishorat মৌজায় 7613/ 23 & 7979/8 নং দলিল মূলে (রেকর্ড ভুক্ত রায়তের নাম) এর নিকট হইতে 1690 নং দাগের উপর 0.0273 শতক পরিমান এক 16.05.25 নং তারিখ এ 5230/25 & 050200329/22 নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমোক্তার নামা গ্রহীতার নাম) এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি এবং MN/2025/0503/10198, MN/2025/0503/8423, MN/2025/0503/10198 নামপত্তন কেস মূলে কাটোয়া ১ নং বি.এল. এন্ড. এল. আর. এ অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছি। এই বিষে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিনের মধ্যে কাটোয় -১ নং বি.এল. এন্ড. এল. আর. অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

OFFICE OF THE
CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT
Vill:Chara Panchla, P.O.:Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322

E-Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 05(Five) nos. of different Schemes , Fund: APSA vide Memo No.- CPGP/354/APSA/2025-2026. Last date of submission of Bid up to 5:30 PM on 06/11/2025. Date of opening of Bid on 10/11/2025 at 10.00 AM. Detail information available in website https://wbtenders.gov.in and at this GP Office during the working hours.

Sd/- Pradhan
Chara Panchla Gram Panchayat,
Panchla, Howrah.

বিহারের রঞ্জি দলের নতুন সহ-অধিনায়ক বৈভব সূর্যবংশী, গড়লেন নজির!

পাটনা, ১৩ অক্টোবরঃ বয়সে এখনও স্কুলের বেঞ্চে বসার কথা, অথচ হাতে রঞ্জির ভাইস-ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব! মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিহার দলে সহ-অধিনায়ক হয়ে ইতিহাস গড়ে ফেললেন বৈভব সূর্যবংশী-যা ভারতীয় ক্রিকেটের নিরিখে 'অভুতপূর্ব'। বিহার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ঘোষণায় জানা গিয়েছে, আসন্ন রঞ্জি মরশুমের প্রথম দুই ম্যাচে অধিনায়ক সাকিবুল গনি, সহ-অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামবেন বৈভব। বুধবার মইন-উল-হক স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে বিহারের প্লেট লিগ অভিযান, প্রতিপক্ষ অরুণাচল প্রদেশ। গত মরশুমে একটিও জয় না পেয়ে অবনমনের মুখে পড়েছিল বিহার। তাই এবার দলের নতুন পরিকল্পনা-তরুণদের কাঁধে ভরসা রাখা। আর সেই নতুন অধ্যায়ের নিউক্লিয়াস বৈভব। কৈশোরত্ব ঘোচেনি, কিন্তু মেজাজে তাব। সিনিয়র পেশাদারকেও হার মানান! উত্থানের গল্প ঠিক যেন ক্রিকেট রূপকথা। ১২ বছর বয়সে রঞ্জি অভিষেক, ১৩-তেই আইপিএলে চুক্তি, আর ঠিক পরের বছর ভাইস-ক্যাপ্টেন! রাজস্থান রয়্যালস দলে জায়গা পেয়েই খবরের শিরোনামে আসেন। গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে মাত্র ৩৫ বলে শতরান করে বিশ্বরেকর্ড গড়েন-পুরুষদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে কম বয়সে শতরানের রেকর্ড এখন তাঁরই দখলে।

সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচ খেলতে না পারার হতাশায় সন্দেশ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবরঃ গত ৯ই অক্টোবর এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ খেলতে নেমেছিল ভারত। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ ছিল শক্তিশালী সিঙ্গাপুর ফুটবল দল। অ্যাওয়ে ম্যাচে তাঁদের পরাজিত করা যে খুব একটা সহজ কাজ হবে না সেটা ভালো মতোই জানতেন

সকলে। তাই সবদিক মাথায় রেখেই খেলোয়াড়দের প্রস্তুত করেছিলেন নয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচ খালিদ জামিল। উল্লেখ্য, ম্যাচের প্রথম থেকেই যথেষ্ট আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা গিয়েছিল সিঙ্গাপুরের ফুটবলারদের। তবে সন্দেশ ঝিঙ্গান থেকে শুরু করে আনোয়ার আলিদের দক্ষতায় গোলের মুখ খুলতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল তাঁদের। কিন্তু প্রথমার্ধের শেষে, অতিরিক্ত সময় আচমকাই ভারতীয় রক্ষণভাগে হানা দিয়ে গোল তুলে নিয়েছিল সিঙ্গাপুর। সেই নিয়ে নিঃসন্দেহে অনেকটাই চাপে পড়ে গিয়েছিল ব্লু-টাইগার্সরা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই সেই গোল শোধ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল সুনীল ছেত্রীরা। সেক্ষেত্রে পাল্টা আক্রমণ করতে ছাড়েনি সিঙ্গাপুর। তবে ভারতীয় গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধুর দক্ষতায় নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল পরিস্থিতি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের নব্বই মিনিটের মাথায় এসেছিল সেই বহু প্রতীক্ষিত গোল। রহিম আলির দৌলতে নিজেদের হার বাঁচাতে সক্ষম হয় ভারতীয় শিবির। তবে ভারতীয় ফুটবল দলের এমন পারফরম্যান্স কিছুটা হলেও হতাশ করেছিল দেশের সকল ফুটবলপ্রেমীদের। এবার সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য সুনীল ব্রিগেডের। মঙ্গলবার (১৪ই অক্টোবর) এএফসি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচ খেলতে নামবে সুনীল ব্রিগেড। মারমাগাও এর বুকে এবার সিঙ্গাপুর ফুটবল দলকে পরাজিত করতে মরিয়া সকলে। তবে এবার নিজেদের দেশের মাটিতে এই ম্যাচ খেলতে না পাড়ার হতাশা তাড়া করে বেড়াচ্ছে জাতীয় দলের অন্যতম ভরসাযোগ্য ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গানকে। কিছু ঘণ্টা আগেই নিজের সোশ্যাল সাইটে গত ম্যাচের বেশকিছু ছবি আপলোড করে তিনি লেখেন, 'কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও দলটি সত্যিকারের লড়াই এবং নিজেদের সেরাটা দেখিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১ পয়েন্ট অর্জন করেছে। সেই মনোবলের জন্য গর্বিত। অবশ্যই, জাতীয় দলে আমার প্রথম লাল কার্ড পাওয়ার জন্য আমি গভীরভাবে হতাশ এবং অপরাধবোধ করছি, কিন্তু আমি এটা স্বীকার করি এবং জানি যে এর সময়সীমার কারণে এটি আমাকে চিরকাল তাড়া করবে। কিন্তু এটাই ফুটবল।' আরও লেখেন, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আরও তিনটি খেলা বাকি। এরপর, ঘরের মাঠে ১৪ তারিখ খেলা। চলো একসাথে এইটা জেতার চেষ্টা করি।' সন্দেশের অনুপস্থিতি দলের রক্ষণভাগকে যে অনেকটাই দুর্বল করে দেবে সেটা বলাই চলে।

ভারতের জয় সময়ের অপেক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবরঃ দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দীর্ঘ প্রতিরোধের পর অবশেষে খতম ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস। চতুর্থ দিনের বিকেলে জসপ্রীত বুমরাহর শর্ট বল উপরে তুলে দিলেন জেডেন সিলস, যা সরাসরি গিয়ে জমা হল ওয়াশিংটন সুন্দরের হাতে। শেষ প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার লড়াই। এখন ভারতের সামনে সহজ সমীকরণ-জিততে গেলে তুলতে হবে ১২১ রান। আজকেই সবকিছু পাকা করতে চাইলে হাতে ১৮ ওভার। সিরিজ ২-০ করার লক্ষ্য আপাতত নাগালের মধ্যেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেষ জুটি, জাস্টিন গ্রিভস ও জেডেন সিলস, ভারতীয় বোলারদের যথেষ্ট পরীক্ষা নিয়েছেন। নবম উইকেটে লম্বা পার্টনারশিপ। শুভমান গিল নেতৃত্বাধীন ভারতীয় বাহিনী চায়ের পর তেতে থাকলেও উইকেট মিলছিল না কিছুতেই। একসময় মনে হচ্ছিল, ম্যাচ বুঝি হাত ছেড়ে বেরতে পারে। জাগে সংশয়ও-ফলো অনের সিদ্ধান্ত ব্যুমেরাং হল না তো? অবশেষে বুমরার অফ-কাটারে কাটে দুশ্চিন্তার মেঘ। দিনের শুরুটা কিন্তু ভারতের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। তৃতীয় দিনের শেষে ফলো-অন চাপিয়ে টিম ইন্ডিয়া আশায় ছিল দ্রুত ইনিংস শেষ করার। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটাররা, বিশেষ করে রোস্টন চেজ ও জাস্টিন গ্রিভস, অসাধারণ লড়াই দেখালেন। ৯০তম ওভারের পর থেকে কুলদীপ যাদব তিন উইকেট নিয়ে দলকে ম্যাচে ফেরান। তবু শেষ জুটি আর ভাঙতে পারছিলেন না কেউ-ই। চাপ বাড়ছিল। ধ্রুব জুরেল কয়েকটি ক্যাচ ফেললেন, বোলারদের শরীরী ভাষাতেও ক্লান্তি স্পষ্ট। এমনকি শুভমানের সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন উঠল-নীতীশ রেড্ডি পুরো ইনিংসে এক ওভারও বল করলেন না কেন? সোশ্যাল

মিডিয়ায় এই নিয়ে জোর সমালোচনা শুরু হয়। কুলদীপ লম্বা স্পেলে ১০০ রানের বেশি খরচ করেন, জাদেজা চেষ্টা করেও সাফল্য পাচ্ছিলেন না। দুপুরের পর পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যায়। শেষ উইকেট জুটিতে গ্রিভস হাফ সেঞ্চুরিতে পৌঁছে যান, সিলস মারেন একদম ক্লাসিক পুল শট-সরাসরি বুমরাহর বল সীমানার বাইরে। এমনকি ওয়েস্ট ইন্ডিজের লিডও ছাড়ায় একশোর ঘর। এক সময় মনে হচ্ছিল, ভারতকে চতুর্থ ইনিংসে ১৩০-১৪০ রানের লক্ষ্য নিয়ে নামতে হতে পারে। কিন্তু অবশেষে বুমরাহর ফিরে আসাতেই দৃশ্যবদল। নতুন বলের গতি বুঝতে না পেরে সিলস ভুল করে বাতাসে বল তুলতেই ক্যাচ আউট! ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে থামে ৩৯০ রানে (ফলো-অন)। প্রথম ইনিংসের ২৪৮ যোগ করে মোট সংগ্রহ ৬৩৮। ফলে ভারতের জয়ের লক্ষ্য ১২১ রান। ১২১ রান তাড়া করতে নেমে ভারতের রান ১ উইকেট হারিয়ে ৬৩। জিততে দরকার মাত্র ৫৮ রান। এই ম্যাচ জিতলে ২ টেস্টের সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে চুনকাম করবেন শুভমান গিলরা। চতুর্থ দিনের শেষে ভারতের রান ১ উইকেট হারিয়ে ৬৩। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আউট হন যশস্বী জয়সওয়াল। অপরাজিত আছেন কেএল রাহুল (২৫) ও সাই সুদর্শন (৩০)। পঞ্চম দিনে ম্যাচ ও সিরিজ জিততে ভারতের প্রয়োজন ৫৮ রান। সেই রানটা তুলতে বেশিক্ষণ সময় লাগার কথা নয়। তবে প্রশ্ন উঠবে ভারতের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে। আদৌ কি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ফলো অন করানোর সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল? ভারতীয় বোলাররা প্রায় টানা আড়াই দিন বল করলেন। ক্লান্তি একটা সমস্যা হতে পারে। আবার অনেকে মনে করছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ফলোঅনে পাঠানো 'ঔদ্ধত্যের' পরিচয়। উল্লেখ্য, প্রথম ইনিংসে ভারত ৫ উইকেটে ৫১৮ রান করে ডিক্লেয়ার করে। জবাবে ক্যারিবিয়ানদের প্রথম ইনিংস ২৪৮ রানে শেষ হয়ে যায়। ফলোঅন করার পর তারা ৩৯০ রান করে।

'কোচিংয়ে ফিরছি!' বড় ঘোষণা জিদানের, জানালেন পছন্দের টিমের নামও

প্যারিস, ১৩ অক্টোবরঃ ফের সাইডলাইনে দেখা যেতে পারে জিনেদিন জিদানকে। ফরাসি কিংবদন্তি নিজেই খোলসা করলেন, খুব শিগগির না হলেও আবারও কোচিংয়ে ফিরছেন তিনি। স্পষ্ট ইঙ্গিত-এবার পছন্দের গন্তব্য ফ্রান্স জাতীয় দল। ইতালির ক্রীড়া দৈনিক লা গাজেত্তা দেলো স্পোর্ত-এর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ৫৩ বছরের জিদান বলেন, ''আমি নিশ্চিত, আবারও কোচিংয়ে ফিরব। এখনই নয়, কিন্তু একদিন অবশ্যই জাতীয় দলের ম্যানেজার হতে চাই!'' অর্থাৎ, ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপের পর দিদিয়ের দেশঁর বিদায়ের সূত্রে ফ্রান্স দলের ডাগআউট খালি হচ্ছে। আর সেখানেই সবকিছু ঠিক থাকলে, দেখা যেতে পারে 'জিজু'কে। বিশ্বকাপজয়ী এই কিংবদন্তি খেলোয়াড় ও প্রাক্তন রিয়াল মাদ্রিদ কোচ ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে দুই দফায় রিয়ালকে তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ট্রফি এনে দিয়েছিলেন-যা তাঁকে আধুনিক ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সফল কোচে পরিণত করেছে।

নিজের ফুটবল-দর্শন নিয়েও খোলাখুলি জিদান। তাঁর ভাষায়, ''সবচেয়ে জরুরি বিষয় ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা। সেই ভালোবাসাটাই খেলোয়াড়দের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হয়-যা তোমার ভেতরে গভীরে রয়েছে!'' তিনি আরও যোগ করেন, ''একজন কোচ দলের সাফল্যে বিরাট ভূমিকা রাখে। আমার মতে, কোচের শক্তি ও আগ্রহই নির্ধারণ করে-দল কতটা সফল হবে। আমি বলব, ৮০ শতাংশ সাফল্য নির্ভর করে কোচের উদ্যমের উপর!'' ২০২১ সালে রিয়াল মাদ্রিদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করার পর থেকে জিদান দূরে রয়েছেন ডাগআউট থেকে। তবে এখন তাঁর এই ঘোষণা যেন নতুন সূচনার ইঙ্গিত। তাই ফরাসি মিডিয়া ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু করে দিয়েছে-দেশঁ-র পরের কোচ কে? উত্তরটা হয়তো এখন স্পষ্টই-জিনেদিন জিদান! যিনি খেলোয়াড় হিসেবেও ফ্রান্সকে বিশ্বসেরার তাজ জিতিয়েছিলেন, এবার হয়তো সেই মহিমা ফিরিয়ে আনতে চান ডাগআউটে দাঁড়িয়ে।

আইএফএ শিল্ড জিততে বদ্ধপরিকর হোসে মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবরঃ দাপুটে ফুটবলের মধ্যে দিয়ে এবারের মরসুম শুরু করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপের গ্রুপ প পর্বে ময়দানের আরেক প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করার পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার এফসির মতো দলকে আটকে দিয়েছিল সবুজ-মেরুন। যা নিঃসন্দেহে নজর কেড়েছিল সকলের। কিন্তু পরবর্তীতে আর সেভাবে নিজেদের সেরাটা দিতে পারেননি দলের ফুটবলাররা। আটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে। সেই ম্যাচে পরাজিত হতে হয়েছিল দুর্বল ইস্টবেঙ্গলের কাছে। জেমি ম্যাকলারেন থেকে শুরু করে জেসন কামিন্সদের উপস্থিতিতে ও এই পরাজয় যথেষ্ট হতাশ করেছিল সকলকে। সেই সমস্ত কিছু ভুলে এবার ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য মোহনবাগানের। সেইমতো এবারের এই ঐতিহ্যবাহী আইএফএ শিল্ডের জন্য নিজেদের সিনিয়র দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়দের রেজিস্ট্রেশন করায় ম্যানেজমেন্ট। যেখানে স্থান পেয়েছেন গোলরক্ষক বিশাল কাইথ থেকে শুরু করে শুভাশিস বসু ও মনবীর সিংয়ের মতো দেশীয় ফুটবলাররা। এছাড়াও রয়েছেন দলের সকল বিদেশি। বলতে গেলে, এবারের ডুরান্ডের হতাশা কাটিয়ে বাংলার এই ঐতিহাসিক খেতাব জিততে মরিয়া হোসে মোলিনা।

'অতীতের ভূত ভিশিকে এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে!' আনন্দকে চিমটি কাসপারভের

সেন্ট লুইস, ১৩ অক্টোবরঃ পুরনো লড়াই আবার ফিরে এল। তিরিশ বছর আগে নিউইয়র্কে বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে যাঁর হাতে হার মেনেছিলেন বিশ্বনাথন আনন্দ, সেই গ্যারী কাসপারভ ফের একবার তাঁকে হারালেন-এবার প্রদর্শনী টুর্নামেন্টে, কিন্তু প্রভাবটা রীতিমতো ঐতিহাসিক ম্যাচের মতোই তীব্র। আর জয়ের পর কাসপারভের মন্তব্য যেন আবারও পুরনো ক্ষত ছুঁয়ে গেল-'অতীতের ভূত এখনও ভিশিকে ছাড়েনি!' সেন্ট লুইসের এই ফ্রিস্টাইল দাবা প্রতিযোগিতায় তিন দিনে ১২টি র‍্যাপিড ও ব্লিটজ গেম খেলা হয়। কাসপারভ জেতেন ১৩-১১ ব্যবধানে, সেটাও একেবারে দুই রাউন্ড বাকি রেখেই। আনন্দ শেষ দুইটি ম্যাচ জিতলেও, তখন আর ফল বদলায়নি। মজার বিষয়, ম্যাচের পয়েন্ট সিস্টেম ছিল 'ক্যাসকেডিং'। প্রথম দিনে জয়ে ১ পয়েন্ট, দ্বিতীয় দিনে ২, আর শেষ দিনে ৩। প্রথম দুই দিনেই কাসপারভের দাপট প্রায় নির্ধারণ করে দেয় ফল। ম্যাচ শেষে সেন্ট লুইস চেস ক্লাবের ইউটিউব চ্যানেলে কথা বলতে গিয়ে কাসপারভ বলেন, ''আমার মনে হয়, ওর মধ্যে কিছু মানসিক অস্বস্তি কাজ করছিল। প্রথম দিন থেকেই ওর সবকিছু ঠিকমতো হয়নি। আমার বিরুদ্ধে ওর পুরনো রেকর্ড খারাপ, তাই হয়তো 'অতীতের ভূত' ফের ওকে ছুঁয়ে গিয়েছে!'' ৬১ বছরের প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এ-ও বলেন, ''লড়াইটা খুব কঠিন ছিল। আমি বহু গেমে ভাগ্যবান ছিলাম। কয়েক জায়গায় ম্যাচ ঘুরে যেতে পারত। আমি কিছু ভালো গেম খেলেছি, কিন্তু যেগুলো জিতিনি, সেগুলোই হয়তো সবচেয়ে ভালো ছিল! দ্বিতীয় দিনের প্রথম ম্যাচটা হারলেও পরেরটা জিততে পেরেছি-আমার মনে হয়, ফলটা ন্যায্য।'' কাসপারভ আরও যোগ

করেন, ''আমি তো এখন আর পেশাদার খেলোয়াড় নই। আমার প্রত্যাশা খুবই কম ছিল। এই জয় তাই অবাক করে দিয়েছে। জেতার পর একদম হালকা লাগছিল। মনে হচ্ছিল, হয়তো ঠিকঠাকই হলো না-কিন্তু চেষ্টা করেছিলাম। ইচ্ছে করে হারিনি।'' দাবার রাজা হিসেবে কাসপারভের সেই পুরনো মেজাজ এখনও অটুট। আনন্দের বিরুদ্ধে ম্যাচের সময়, সময়ের চাপেও তাঁর ঠান্ডা মাথা নজর কেড়েছে। নিজেই বললেন, ''সময় ফুরোচ্ছিল, কিন্তু তাতেও আমি ভালো খেলেছি-এটা আমিও ভাবিনি। ভাগ্যও আমার পক্ষে ছিল।'' একদা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী, এখন দুই কিংবদন্তির এই নতুন মুখোমুখি আবারও স্মৃতি জাগাল নব্বইয়ের সেই দাবার মহাযুদ্ধের। কিন্তু কাসপারভের ঠান্ডা গলায় 'অতীতের ভূত'-মন্তব্যটুকু যেন ফের মনে করিয়ে দিল-দাবার বোর্ডে ইতিহাস কখনও মরে না, শুধু ঘুঁটি বদলায়।

সেদিন আর্জেন্টিনার জয় প্রাপ্য ছিল, সাক্ষাৎকারে বললেন এমবাপে

ছেলেবেলায় ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ছিলেন কিলিয়ান এমবাপের স্বপ্নের তারকা। গোটা ফুটবল দুনিয়াই সেটা জানে। সময়ের স্রোতে সেই দূর আকাশের তারা এখন এমবাপের কাছের একজন। প্রিয় নায়কের সাহচর্য পান তিনি, নানারকম পরামর্শ পান, সবকিছুতেই নিজেকে দারুণ ভাগ্যবান মনে করেন রিয়াল মাদ্রিদের তারকা।

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

অনেকের চোখে যা লটারি, সেই টাইব্রেকারেই মীমাংসা হয়েছিল ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালের। আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স ১২০ মিনিটের খেলায় ৩-৩ গোলে সমতা থাকার পর টাইব্রেকারে জিতেছিল লিওনেল মেসির ভাবেন না, ভাবেন জেতার কথা। ওটা ছিল এক পাগলাটে ম্যাচ। আর্জেন্টিনার জয় প্রাপ্য ছিল। কারণ, ম্যাচজুড়ে তারা ভালো খেলেছিল।'' সেদিনের ফাইনালে আর্জেন্টিনা প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে এমবাপে তা দুই মিনিটের মধ্যে শোধ করে দেন। পরে অতিরিক্ত সময়ে আর্জেন্টিনা করেন...আমার কাছে তিনি এক নম্বর।'' ২০১৮ সালে রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ার আগে ক্লাবটির হয়ে ৪৫০ গোল করেছেন রোনাল্ডো। বর্তমানে একই ক্লাবে খেলা এমবাপে পর্তুগিজ তারকার কীর্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, ''রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড়দের জন্য তিনি এমন এক দৃষ্টান্ত, যিনি ক্লাবের জন্য অনেক ভাবিনি। আমি ধরে নিয়েছিলাম, মেসি তাঁর পুরো ক্যারিয়ার সেখানেই (বার্সেলোনায়) কাটাবেন।'' আচমকাই মেসি পিএসজিতে যাওয়ার পর অভিজ্ঞতা কেমন ছিল জানিয়ে এমবাপ্পে বলেন, ''যখন আপনি বিখ্যাত হন, তখন অনেকেই আপনাকে নানা নামে চিহ্নিত করতে শুরু করে। একজন মানুষ হিসেবে

দল। প্রায় তিন বছর পর ফ্রান্স ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপে বললেন, ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ালেও সেদিন আর্জেন্টিনারই জয় প্রাপ্য ছিল। ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বর কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে ফ্রান্সের হয়ে ৩টি গোলই করেছিলেন এমবাপে। দুর্দান্ত খেলেও হেরে যাওয়ার সেই দুঃখ তিনি ভুলতে চান না, কারণ সামনেই আসছে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ। ২৬ বছর বয়সী এমবাপে তাঁর বেড়ে ওঠা, ফুটবল ক্যারিয়ার, জীবনদর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন জর্জ ভালদানোকে। মুভিস্টার প্লাসে প্রচারিত 'ইউনিভারসো ভালদানো' নামের অনুষ্ঠানে তিনি ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালে নিজের হ্যাটট্রিক নিয়ে বলেন, ''ফাইনালে আপনি গোল করার কথা

আবার এগিয়ে যাওয়ার পর ১১৮ মিনিটে এমবাপে সমতা নিয়ে আসেন। শেষ পর্যন্ত তো টাইব্রেকারের হতাশায় পুড়তে হয়েছে এমবাপেকে, ''ম্যাচের একটা সময় আমরা ভালো খেলেছি। কিন্তু পুরোটা যদি দেখেন, তাহলে (ওদের জয়) প্রাপ্যই ছিল। এটা কষ্টদায়ক। তবে আমাদের ভুলে যাওয়া চলবে না। কারণ, সামনের ২০২৬ আসরে আমরা আরেকবার এমন কষ্টের সমাপ্তি চাই না।'' এমবাপের সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে তাঁর অনুপ্রেরণা আর মুগ্ধতার কথাও, ''ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো সব সময়ই আমার আদর্শ, আমার জন্য এক অনুকরণীয় উদাহরণ। আমি সৌভাগ্যবান যে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি-তিনি আমাকে পরামর্শ দেন, সাহায্য

কিছু করেছেন। ভক্তরা এখনো ক্রিস্টিয়ানোর স্বপ্ন দেখেন। তবে আমি আমার নিজস্ব পথেই হাঁটতে চাই।'' রোনাল্ডো তাঁর আদর্শ হলেও কখনো তাঁর সঙ্গে খেলা হয়নি এমবাপের। যেটা হয়েছে মেসির সঙ্গে। ২০২১ সালে বাধ্য হয়ে বার্সেলোনা ছাড়ার পর মেসি নাম লিখিয়েছিলেন পিএসজিতে, সেখানে দুই মরসুম একসঙ্গে খেলেছেন এমবাপে-মেসি। প্রাক্তন আর্জেন্টাইন ও রিয়াল খেলোয়াড় ভালদানোর সঙ্গে এমবাপে বলেন, মেসির সঙ্গে খেলাটা তাঁর জন্য কী অর্থ বহন করেছিল, ''মেসির সঙ্গে খেলতে পারা ছিল এক বিশেষ সৌভাগ্য। আমি কখনো ভাবিনি, আমার ক্যারিয়ারে এমন কিছু ঘটবে। সব সময় আমার স্বপ্ন ছিল রিয়াল মাদ্রিদে খেলা, আমি কখনো বার্সেলোনায় যাওয়ার কথা

আবার একজন খেলোয়াড় হিসেবেও। কিন্তু মেসি সম্পূর্ণ বিনয়ী, তিনি সবাইকে সম্মান করেন। আর তিনি একেবারেই অনন্য এক খেলোয়াড়। আপনার দলে যদি তাঁর মতো কেউ থাকে, তাহলে শুধু তাঁর কাছাকাছি থাকাটাই যথেষ্ট, দেখে যাবেন তিনি কীভাবে সবকিছু করেন। তাঁর পাশে থাকা আমাকে খেলোয়াড় হিসেবে অনেক সাহায্য করেছে, খেলা আরও গভীরভাবে বুঝতে শিখেছি।'' অন্য এক প্রশ্নের জবাবে রিয়ালের ফরাসি ফরোয়ার্ড বলেন, ''তাঁর কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি, আর এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। ওটা ছিল দু'টো অসাধারণ বছর। এমন এক অনন্য খেলোয়াড়কে পাশে পাওয়া ছিল সত্যিকারের সুবর্ণ সুযোগ।''

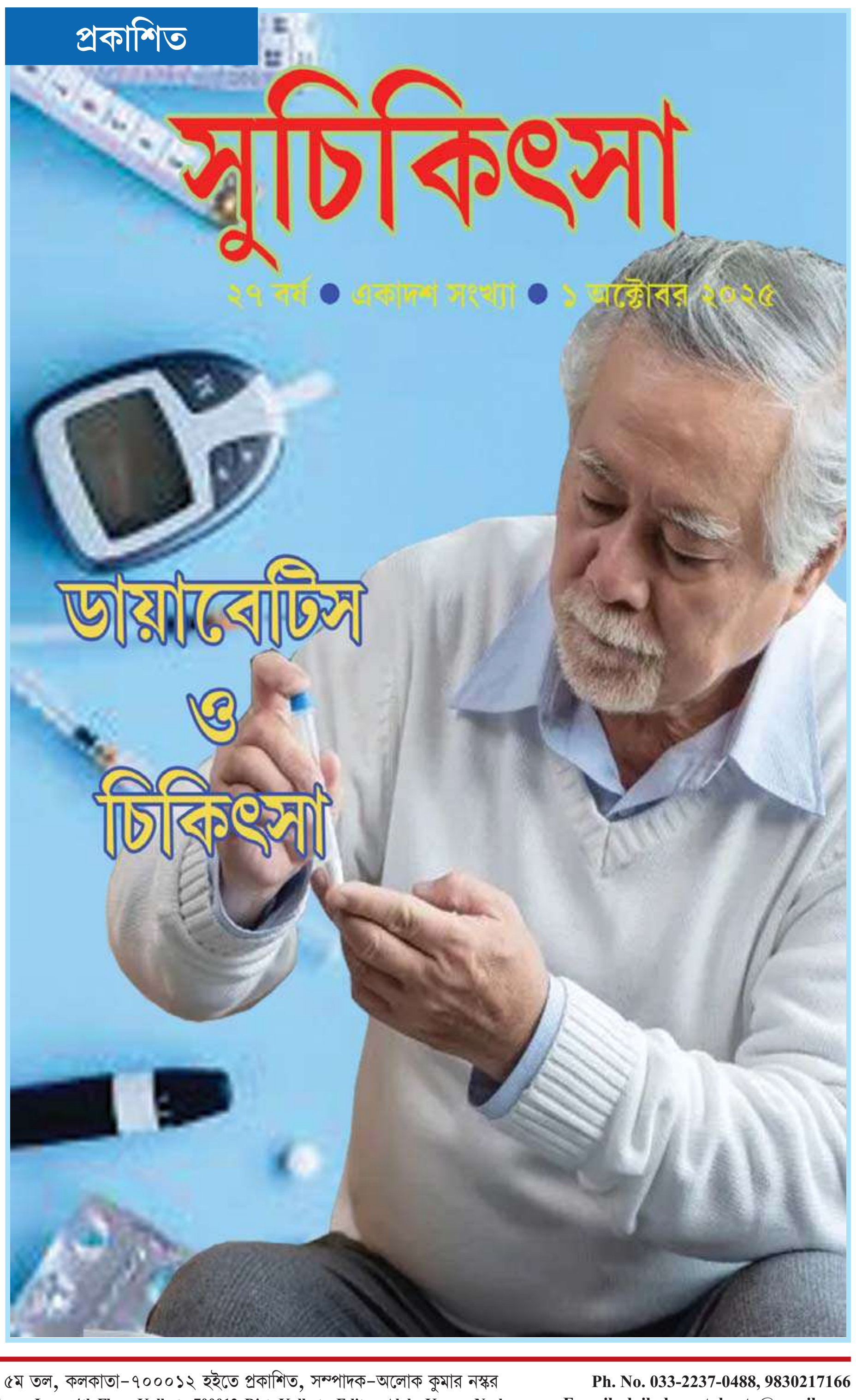

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com